নির্বাচনে ভরাডুবির দায় বাইডেনের: পেলোসি পৃষ্ঠা ২৭

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

14 November 2024, Thursday, 8th Year, Issue 400, 40 Pages

আট বছর পর দেশে ফিরলেন বেবী নাজনীন পৃষ্ঠা ১৫

১৪ নভেম্বর ২০২৪, ৩০ কার্তিক ১৪৩১, ১২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪০০, পৃষ্ঠা: ৪০

প্রথম দিন থেকে ট্রাম্পীয় অস্থিরতা!

ট্রাম্পের 'অভিবাসন নীতি'

ট্রাম্পের কর্মপরিকল্পনার প্রধান অংশ হচ্ছে অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

মনজুরুল হক

- ট্রাম্পের কর্মপরিকল্পনার প্রধান অংশ হচ্ছে অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা।
- দায়িত্ব গ্রহণের 'দুই সেকেন্ডের মধ্যে' জ্যাক স্মিথকে বরখাস্ত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর মার্কিন সমাজে চলছে নানামুখী আলোচনা। ডেমোক্র্যাট দলকে রীতিমতো ধরাশায়ী করে ক্ষমতার মঞ্চে আসছেন ট্রাম্প। সরকারের সবগুলো স্তম্ভে আধিপত্য নিয়ে এমন ক্ষমতাবান প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্র নিকট অতীতে কখনো পায়নি। রাজনীতির চেনা পথ মাড়িয়ে একজন ট্রাম্প আবারও প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হননি। ফলে কেউ আগাম কিছু বলতে পারছে না, কেমন হবে দ্বিতীয় দফা ট্রাম্পের আমেরিকা। নির্বাচনি প্রচারণার ট্রাম্পকে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কতটা ভিন্ন দেখা যাবে? এ নিয়ে যেমন আশাবাদ আছে। তেমনি আছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। আসছে ২০ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে শপথ গ্রহণ করবেন ট্রাম্প। ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দিনেই তিনি কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন, জারি করবেন নির্বাহী আদেশ এবং সেদিন থেকেই শুরু হবে ওয়াশিংটনে ট্রাম্পীয় অস্থিরতার আরও চারটি বছর।

ট্রাম্পের কর্মপরিকল্পনার প্রধান অংশ হচ্ছে অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা। তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, দেশের ভিতরে অবস্থানরত অবৈধ অভিবাসীদের দ্রুত নির্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও, মেক্সিকো সীমান্তে সম্পূর্ণরূপে প্রাচীর নির্মাণ এবং সীমান্ত রক্ষা করতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার মতে, এই পদক্ষেপগুলো আমাদের দেশকে সুরক্ষিত করবে এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্প এই নীতিমালার আওতায় 'ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ' নীতি বাতিল করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যাতে সীমান্তে গ্রেপ্তার অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে দ্রুত ফেরত পাঠানো যায়।

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি আতঙ্কে রয়েছেন অভিবাসী ও আমেরিকান মুসলমানরা। জন্মসূত্রেই আমেরিকান হওয়া ছাড়াও অবৈধভাবে প্রবেশ করা লাখ লাখ লোকজনকে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করার ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প নির্বাচনে প্রার্থী হয়েই। ডেমোক্র্যাটদের উপর নানা কারণে বিরক্ত বিভিন্ন অভিবাসী গ্রুপ গত নির্বাচনে ট্রাম্পকেই ভোট দিয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় অভিবাসী গোষ্ঠী হিসেবে হিসপানিকরাও রয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্যে হিসপানিক ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্পের সমর্থন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

গণতন্ত্র চাই, বিরোধী দল চাই না

সেলিম খান

দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ–এই কথাটা শিশুকালে আমাদের মাথায় একবার যে ঢুকেছে, তা আর বেরই হয় না। এর হরেক ব্যাখ্যা আমরা নিজের মতো করে দিয়ে থাকি। দশজন মিলেমিশে কাজ করতে হলে সবাইকে কি একমত হতেই হবে? না, ভিন্ন মতের কোনো জায়গা আছে? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আমরা জাতিগতভাবে প্রথমটারই পক্ষে– বিচার মানি তালগাছটা আমার।

সেই ১৯৪৭ সাল থেকে এই বঙ্গীয় বদ্বীপে গণতন্ত্রিক শাসনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ অপেক্ষায় আছে। পাকিস্তান শাসনের (১৯৪৭-৭১) ২৪ বছরে মাত্র চারটি নির্বাচনে ভোট দিতে পেরেছিল এখানকার মানুষ। ১৯৭০ ছাড়া বাকিগুলোকে সেভাবে নির্বাচন বলে অভিহিত করা কঠিন। যে কারণে 'স্বপ্নের পাকিস্তানে' নিজের অধিকার না পাওয়ার ফলই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। সেখানে অবশ্যই মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথাও ছিল। তবে তা ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই অর্থনৈতিক মুক্তি। নয়

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ট্রাম্পের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এক দিন পর থেকেই আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, এবার মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণও যাচ্ছে রিপাবলিকানদের হাতে। শেষমেশ তা-ই হলো। গত বুধবার মার্কিন গণমাধ্যমগুলো নিশ্চিত করেছে, এই হাউসের নিয়ন্ত্রণও পেল নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল।

২০২৪ সালের নির্বাচনে মার্কিনরা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ধস নামতে পারে অর্থনীতিতে

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে অভিবাসীদের পরিশ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। দেশটির ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্যখাত এবং প্রযুক্তি শিল্পে অভিবাসীদের ভূমিকা অপরিসীম। যদিও রাজনৈতিকভাবে অভিবাসন একটি বিতর্কিত ইস্যু, বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে 'অভিবাসন নীতি' আরও কঠোর হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভয়ের

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

হাসিনাকে থামান, ভারতকে বাংলাদেশ

ঢাকা অফিস

ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া শেখ হাসিনার বিভিন্ন সময়ে দেয়া বক্তব্য-বিবৃতিকে ভালো চোখে দেখছে না সরকার। এমনটাই জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মো. তৌফিক হাসান। গতকাল সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একাধিকবার বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও ভারতীয় সরকারকে বিষয়টি জানিয়েছে। তাদের স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ৫ই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময়ে ভারতে

শেখ হাসিনা

চলে যাওয়ার পর সেখানকার বিভিন্ন গণমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে যে রাজনৈতিক বিবৃতি ও বক্তব্য দিচ্ছেন,

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

জাতির পিতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ চান না অ্যাটর্নি জেনারেল

ঢাকা অফিস

সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র, জাতির পিতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ শব্দগুলো বাদ চেয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তিনি সংবিধানে

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

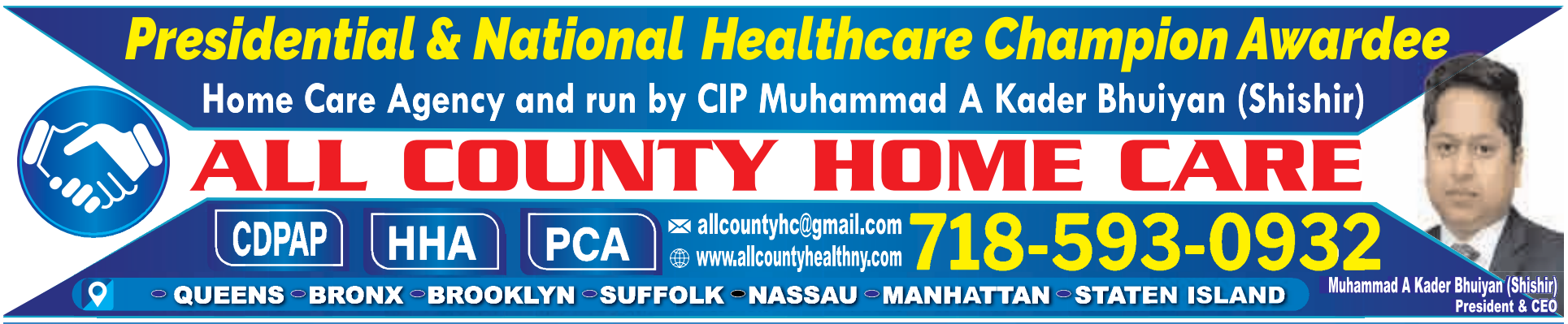

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ZAM ZAM TRAVEL US
জম জম ট্রাভেল ইউএস

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus

★★★★★
Special Luxurious Five Star & Economy (Customized & Group)
Umrah Package Available

★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services

ECONOMY STARTING FROM
Quad $1599 | Tripple $1699 | Double $1799

LUXURY STARTING FROM
Quad $1999 | Tripple $2099 | Double $2199

Special Umrah Pre-Seminar & Free Gifts for Every Haji

- AIRLINES TICKETS SELLER
- WORLDWIDE VISA SERVICES
- SAUDI ARABIA 10 YEARS VISA
- HAJJ & UMRAH PACKAGE SERVICE PROVIDER

+1 (718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
37-15 73 Street (Suite-207), Bangladesh Plaza
Jackson Heights, NY-11372

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
  আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

WAHID MEDICAL PLLC

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ক্রিমা ও ফিন্যানসি ক্রিমা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

শেখ হাসিনাকে ধরতে জারি করা হচ্ছে ‘রেড নোটিশ’

ঢাকা ডেস্ক

শেখ হাসিনা

জুলাই গণহত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ বিদেশে পলাতকদের ধরতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ‘রেড নোটিশ’ জারি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সংস্কার কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে গিয়ে ১০ নভেম্বর রোববার এ কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করতে নেদারল্যান্ডসের হেগ-এ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে।

এসময় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) দেয়া আওয়ামী লীগের অভিযোগ সরকার আমলে নিচ্ছে না জানিয়ে আইন উপদেষ্টা বলেন, দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতেই সরকারের বিরুদ্ধে আইসিসিতে অভিযোগ দিয়েছে আওয়ামী লীগ। অভিযোগটি কোনোভাবেই গৃহীত হওয়ার কারণ নেই।ড. আসিফ নজরুল আরও বলেন, এটা কোনো মামলা না, এটা আইসিসির প্রসিকিউশন অফিসকে একটা পিটিশন লিখে জানানো। এটা পৃথিবীর যে কোনো মানুষ করতে পারে। এটা এতই অবিশ্বাস্য ও বস্তুনিষ্ঠতাহীন একটা মামলা যে কোনোভাবেই এই রিট হওয়ার কোনো কারণ নাই। এটা ফ্যাসিস্টচক্র বিশ্ব জনমতকে এবং বাংলাদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ও আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা প্রচারণার চালানোর উপায় হিসেবে করেছে।

এই বিষয়ে চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেছেন, সরকারের নির্দেশনা পেলে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারের পদক্ষেপ নেয়া হবে।বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলন নির্মূলে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভবনের সংস্কার কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। আজ সরেজমিন দেখা যায়, ট্রাইব্যুনালের ঐতিহাসিক সাদা ভবনটির (পুরাতন হাইকোর্ট ভবন) নানামুখী সংস্কার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন বিভিন্ন মিস্ত্রি তাদের কর্মীরা। এছাড়া ট্র্যাইব্যুনাল সংলগ্ন বাগান নতুন ভাবে সাজানো হচ্ছে।

গণপূর্তমন্ত্রণালয় থেকে এই সংস্কার কাজের সার্বিক তদারকি করা হচ্ছে। যেখানে কয়েকশ’ কর্মী এখন নিয়মিত কাজ করছেন। চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বাসসকে বলেন, আন্তর্জাতিক মানের বিচার কার্যক্রম চলবে এমন ট্রাইব্যুনাল ভবনকে উপযোগী করে প্রস্তুত করা হচ্ছে। ভবনটি সংস্কারের পূর্বে অনেকটাই জরাজীর্ণ ছিল। আজসহ কয়েক দফা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানট্র্যাইব্যুনালের (পুরাতন) মূল ভবনের সংস্কার কাজ চলমান থাকায় আপাতত ভবন সংলগ্ন (অস্থায়ী) ট্রাইব্যুনালে শুরু হয়েছে বিচারিক কার্যক্রম।গত ১৪ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হয়। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান হাইকোর্টের বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার। আর ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পান হাইকোর্টের বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

এর আগে চিফ প্রসিকিউটরসহ প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা নিয়োগ দেয়া হয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। এর মধ্যে দিয়ে টানা পৌনে ষোল বছরের আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনের পতন হয়।

র‍্যাব বিলুপ্তির দাবি লিমনের

ঢাকা অফিস

লিমন হোসেন

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাবকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিলুপ্তি চেয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনে আবেদন করেছেন ২০১১ সালে র‍্যাবের গুলিতে পা হারানো লিমন হোসেন।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ র‍্যাবের সাবেক ৯ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করেছেন এক যুগেরও বেশি সময় আগে র‍্যাবের গুলিতে পা হারানো ঝালকাঠির লিমন হোসেন।

১২ নভেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে এই অভিযোগ দাখিল করেন তিনি। তারিক আহমেদ সিদ্দিক ছাড়াও এনটিএমসির সাবেক মহাপরিচালক (র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার তৎকালীন পরিচালক) জিয়াউল আহসান ও র‍্যাব-৮-এর তৎকালীন ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাশেদের নামও রয়েছে লিমনের এই অভিযোগে। অভিযোগ দায়েরের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘২০১১ সালে এই ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী সরকারের সন্ত্রাসী র‍্যাব বাহিনী দ্বারা আমি নির্যাতিত হয়েছিলাম। নির্যাতনের এক পর্যায়ে আমার শার্টের কলারে ধরে পায়ে গুলি করে। এর ফলে আমার একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছে। সারাজীবনের জন্য পঙ্গুত্ববরণ করি আমি।’

পা হারানোর পর হয়রানি-দুর্দশার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিমন বলেন, ‘আমার নামে মামলা করা হয়েছিল। এক পা নিয়ে কোর্টে হাজিরা দিতে হয়েছে। আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজনদের হয়রানি করেছে র‍্যাব। র‍্যাবের বিরুদ্ধে আমার মা বাদী হয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে একটি মামলা করেছিলেন। র‍্যাবের বিরুদ্ধে মামলা করায় আমি ও আমার পরিবার ৮-১০ বছর গ্রামের বাড়ি থাকতে পারিনি। পার্শ্ববর্তী জেলা পিরোজপুরে ভাড়া থাকতে হয়েছে।’

উল্লেখ্য, ঝালকাঠির রাজাপুরের সাতুরিয়া গ্রামের লিমন হোসেন ২০১১ সালে ২৩ মার্চ মাঠ থেকে গরু আনতে গিয়ে র‍্যাবের গুলিতে পা হারান।

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

*সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন***

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | **TTY 711** MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

**পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।*
***My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।*

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

NABANNO RESTAURANT & PARTY CENTER
HALAL
FREE WiFi

দেশীয় স্বাদ নবান্নেই

- আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
- পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
- আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।

- সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

DOORDASH Uber Eats GRUBHUB

www.nabannorestaurant.com

Nabanno Restaurant

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)

Our Services

- TLC Insurance
- DMV & TLC Service
- TLC Car & Plate Rent
- Auto, Home & Business Ins.
- TLC Base (Black & Green Cab)

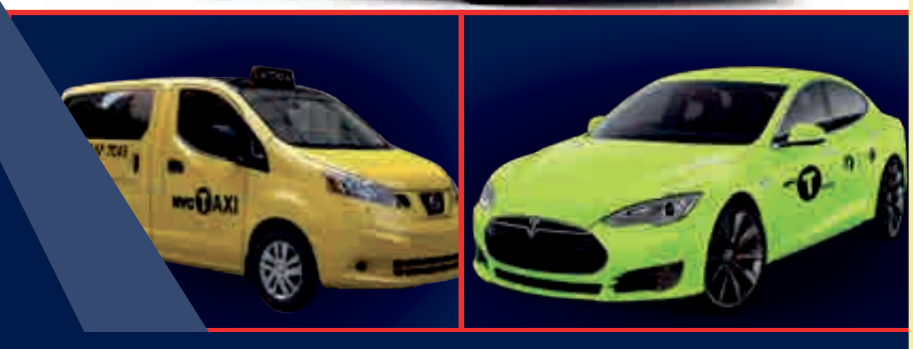

ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO

NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211

Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সম্পাদকীয়

ট্রাম্পের বিজয়: উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং আশাবাদ

এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একটা বড় ইস্যু ছিল অভিবাসন। রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস দু'জনেই মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা অভিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেন। ট্রাম্পকে বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে দেখা গেছে, নথিবিহীন অবৈধ অভিবাসীদেরকে ফেরত পাঠানো হবে।

এবারের অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১৩২ বছরের রেকর্ড ভেঙে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এ জয়ে রিপাবলিক সমর্থকরা খুশি হলেও চিন্তার ভাঁজ দেশটিতে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বাস করা ১ কোটি ১০ লাখ অভিবাসীর কপালে। কারণ, নির্বাচনী প্রচারের শুরু থেকেই ট্রাম্প এই অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কড়া বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন। বলছিলেন, জয় পেলে গণহারে তাদের ফেরত পাঠানো হবে। এখন প্রশ্ন উঠেছে, কী হতে হচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ?

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণায় অভিবাসনকে তার অ্যাজেন্ডার শীর্ষে রেখেছিলেন। তিনি দেশের দক্ষিণ সীমান্তে, তার ভাষায় "নজিরবিহীন শৃঙ্খলা" আরোপ করার অঙ্গীকার করেন। নির্বাচনী প্রচারণার পুরো সময় জুড়ে ট্রাম্প অভিবাসনকে একটি সংকট হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি অবৈধ অভিবাসন এবং নতুন অভিবাসী আটকানোর লক্ষ্যে এক রাশ বিতর্কিত নীতি দ্রুত বাস্তবায়ন করার অঙ্গীকার করেছেন।

ট্রাম্প অঙ্গীকার করেছেন তিনি তার প্রথম মেয়াদে যত লোককে বহিষ্কার করেছিলেন, এবার তার চেয়ে বেশি করবেন।

অভিবাসী না থাকলে আমেরিকার জনসংখ্যা অনেক কম হবে। দেখা গেছে, ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিদেশি বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি। সেই তথ্য বলছে, বিদেশে জন্মগ্রহণকারী চার কোটি ৭৮ লাখ মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেন যা মোট মার্কিন জনসংখ্যার ১৪.৩ শতাংশ।

মার্কিন অর্থনীতিতে অভিবাসীদের ভূমিকা থাকলেও ৫৫ শতাংশ মার্কিন নাগরিক চাইছেন অভিবাসন হ্রাস পাক। অভিবাসনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে বিশেষত মেক্সিকো সীমান্তে অবৈধ প্রবেশ রুখতে রাজনৈতিক ঐকমত্যও রয়েছে।

গত দুই দশকে অভিবাসন অনেক বেশি হয়েছে। যদিও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভিবাসন ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, তবে এর এমন কিছু দিক থাকতে পারে যা অন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে বাধা দেয়। অভিবাসীদের অনুপস্থিতির বড় প্রভাব পড়বে মার্কিন অর্থনীতিতে। যদি অভিবাসীদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ধরে নিন মাথাপিছু জিডিপি পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ কমে যাবে। অর্থাৎ কিছু মানুষ কমে যাওয়ার (অভিবাসীদের অনুপস্থিতি) যে প্রভাব, তার প্রতিফলন ঘটবে জিডিপিতে।

বৈধ কাগজপত্র ছাড়া আমেরিকায় বাস করছে আনুমানিক ১ কোটি ১০ লাখ অভিবাসী। ট্রাম্পের রানিং মেট জে ডি ভ্যান্স এক নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন, নির্বাচনে জয়ী হলে তারা প্রতি বছর ১০ লাখ অভিবাসীকে বের করার ব্যবস্থা করবেন।

অভিবাসনের পক্ষে যারা সোচ্চার তারা বলছেন, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ হবে ব্যয়বহুল, বিতর্কিত ও অমানবিক। এর ফলে বহু পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং বিভিন্ন কমিউনিটি বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে নাগরিক অধিকার কমে যেতে পারে। কারণ তিনি ফেডারেল বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি প্রোগ্রাম বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ট্রাম্প ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তবে তার বিজয় অভিবাসী দম্পতিদের উদ্বেগে ফেলেছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিন থেকেই জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় থাকা অভিবাসীদের সন্তানরাও আগামী দিনে জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হওয়ার সুযোগ পাবে না। এটি শুধুমাত্র অবৈধ অভিবাসীদের জন্য উদ্বেগজনক নয়, বরং বৈধভাবে বসবাসকারী অভিবাসী পরিবারের জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

> ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিগুলো সমস্ত অভিবাসীদের জন্য খুব কঠোর এবং কঠিন হবে। তবে ছোট ব্যবসার পাশাপাশি উচ্চআয়ের পরিবারের জন্য ভালো হবে। কিছু মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আচরণে 'প্যাথলজিক্যাল নার্সিসিজম' বা বিপজ্জনক ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ রয়েছে। ট্রাম্পের এই বৈশিষ্ট্য বিশ্ব রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে

অফিসিয়াল ট্রাম্প-ভ্যান্স প্রচারাভিযানের সাইটে পোস্ট করা পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নের জন্য একদিনের মধ্যেই নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করবেন নতুন প্রেসিডেন্ট । শুধু অবৈধ অভিবাসীদের জন্যই এটি মাথাব্যথার কারণ নয় বরং খসড়া নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, "আমেরিকায় জন্মালেই কোনও শিশুকে আর নাগরিকত্ব দেয়া হবে না। সন্তানের পিতামাতার মধ্যে যেকোনও একজনকে মার্কিন নাগরিক হতে হবে। অথবা থাকতে হবে গ্রিন কার্ড। তবেই তাদের সন্তানরা আগামী দিনে আমেরিকার নাগরিক হতে পারবে।"

বর্তমানে প্রতি বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদনকারীদের জন্য সীমিত কোটা নির্ধারিত। এর ফলে, কোনো একটি দেশের নাগরিকদের জন্য ৭ শতাংশের বেশি গ্রিন কার্ড বরাদ্দ করা সম্ভব নয়, যা বিশেষ করে ভারতীয় আবেদনকারীদের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে মার্কিন অভিবাসন ব্যবস্থা আরও কঠোর এবং অবাস্তব হয়ে উঠতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে পারে হাজার হাজার অভিবাসী পরিবারের উপর।

ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিমদের জন্য কোনো সুখবর নয়। আগামী চার বছর তাদের সুখবরের বদলে আতঙ্কেই দিন কাটাতে হবে বলে মতামত দিয়েছেন বাংলাদেশি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। ট্রাম্পের পুনরায় প্রেসিডেন্ট হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। তার অভিবাসন নীতির কড়াকড়ির কারণে গ্রিন কার্ড, ভিসা প্রক্রিয়া এবং অভিবাসীদের আইনি মর্যাদায় জটিলতা বাড়তে পারে। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় ট্রাম্প প্রশাসনের আগের ব্যর্থতার নজির রয়েছে; যা বাংলাদেশি অভিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করতে পারে। এছাড়াও মার্কিন প্রশাসনে ভারতীয় লবির শক্তিশালী অবস্থানের কারণে বাংলাদেশি স্বার্থে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির প্রতি তার মূল সমর্থকের সমর্থন রয়েছে, কিন্তু সেটা বিরোধিতার মুখে পড়ছে আইন বিশেষজ্ঞ এবং অধিকার সংগঠনগুলোর কাছে। তারা যুক্তি দেখাচ্ছে, গণ বহিষ্কার এবং যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে পারে এবং আদালতে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

ট্রাম্পের লক্ষ্য হচ্ছে যেসব অভিবাসীর বৈধ কাগজপত্র নেই, তাদের সংখ্যা ব্যাপক হারে কমিয়ে আনা। তার সমর্থকরা এই পরিকল্পনাকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার একটি পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। কিন্তু বিরোধীরা যুক্তি দিচ্ছেন যে, এর ফলে অনেক আইনগত লড়াই শুরু হবে এবং ব্যবস্থাপনার দিক থেকে ঝামেলা সৃষ্টি করবে।

যুক্তরাষ্ট্র মূলত একটি অভিবাসীদের দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পায়ন, কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি কিংবা সেবা খাতে কাজ করার মতো প্রচুর জনশক্তির প্রয়োজন, যা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে নেই। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গৃহ নির্মাণ থেকে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তার ও তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রচুর জনশক্তি নিয়োগ করা। এই কাজগুলো প্রতিবছর অভিবাসী কিংবা বহিরাগত শ্রমিকরা অধিক হারে করে থাকে। ট্রাম্প শপথ নেওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ এখন বিরাট হতাশা এবং সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে। এই আশঙ্কা বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিগুলো সমস্ত অভিবাসীদের জন্য খুব কঠোর এবং কঠিন হবে। তবে ছোট ব্যবসার পাশাপাশি উচ্চআয়ের পরিবারের জন্য ভালো হবে। কিছু মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আচরণে 'প্যাথলজিক্যাল নার্সিসিজম' বা বিপজ্জনক ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ রয়েছে। ট্রাম্পের এই বৈশিষ্ট্য বিশ্ব রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে, যা অভিবাসীদের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান প্রতিপক্ষ কে?

সেলিম খান

শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ তিন মাস পেরিয়ে গেছে। এক শ দিন এল বলে। ক্ষমতার রাজনীতিতে সাধারণত প্রথম এক শ দিনকে মধুচন্দ্রিমা কাল বা হানিমুন পিরিয়ড হিসেবেই ধরা হয়ে থাকে। সে হিসাবে ড. ইউনূস সরকার এখনো মধুচন্দ্রিমায় আছে। তাই এখুনি এই সরকারকে নিয়ে পক্ষে/ বিপক্ষে কিছু বলাটা অনেকের কাছেই অসময়োপযোগী বলে মনে হতে পারে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে, একটা স্বৈরশাসনকে ক্ষমতাচ্যুত করে হাজারো প্রাণের বিনিময়ে এই সরকার অধিষ্ঠিত হওয়ায় জনপ্রত্যাশা বিপুল থেকে বিপুলতর হয়েছে। গত ১৫ বছরে বা তারও বেশি সময় ধরে যা কিছু থেকে সাধারণ মানুষ নিজেকে বঞ্চিত মনে করেছে, তার সবকিছুই এখন সুদে-আসলে পেতে চায়। এই পেতে চাওয়াই মধুচন্দ্রিমার মধুর মুহূর্তগুলো ততটা আনন্দময় করতে দিচ্ছে না অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য।

পাশাপাশি ড. ইউনূসের সরকারও অনেক দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে ফেলেছে। ঠিক-বেঠিকের তর্কে না গিয়েও বলা যায়, দায়িত্বের বোঝাটা বিশাল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বলে প্রতীয়মান হয়, 'আমরা দেশটাকে আর আগের জায়গায় ফেরত নিয়ে যেতে দেব না'। অর্থাৎ, দেশের মানুষের ৫ আগস্ট-পূর্ববর্তী রাজনীতি বা শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যে অভিযোগের পাহাড় জমে উঠেছিল, তা সুশাসনের ডিনামাইট দিয়ে চিরকালের জন্য ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হবে। এসব শুনতে এবং আশা করতে বেশ ভালোই লাগে। সরকার ইতিমধ্যে গুম, বিচার-বর্হিভূত হত্যাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদে সই করেছে। দেশের যেসব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ উঠত, তাদের প্রধানরাই জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আয়নাঘর বা এমন কিছু আর থাকবে না। মানুষ আশান্বিত। সরকার গঠিত এ সম্পর্কিত কমিশন কাজ শুরু করেছে। তাদের দেওয়া তথ্যও বেশ চমকপ্রদ, যার অনেক কিছুই মানুষ জানত, কিন্তু এই বঙ্গভূমে ভাশুরের নাম মুখে আনতে মানা থাকায় বলতে পারত না কেউই। এই কমিশন মানুষকে সেই সাহস জোগাচ্ছে।

সরকার বিভিন্ন খাতে সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে ১০টি কমিশন গঠন করেছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেকটি কমিশন তাদের প্রতিবেদন পেশ করবে সরকারের কাছে। তখনই হয়তো অনেক অস্পষ্টতা, ধোঁয়াশা কেটে যাবে। এই সময় আসতে এখনো মাস দেড়েকের কিছু বেশি সময় বাকি। মানুষ কী এই সময়কালে শুধু জল্পনাতেই থাকবে; না, তার কল্পিত শান্তিধামের কোনো আভাস পাবে?

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে নিয়ে কথা বলতে গেলে দুটি মত শোনা যায়, যা একেবারেই পরস্পর বিরোধী। কেউ বলেন, গত ১৫ বছরের জঞ্জাল দূর করতে এই সরকারকে পর্যাপ্ত সময় দিতে হতে হবে। অন্যপক্ষের বক্তব্য, এই সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত না নিতে পারলে আর কখনোই পারবে না। তাই যা করার, এখুনি করতে হবে, এবার তা স্বৈরাচারের বিচার হোক, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হোক বা বাজারের লাগামটানা। দু পক্ষের কথায় নিশ্চয় যুক্তি আছে। কিন্তু যাদের আয়ুষ্কালে শুধুই বিয়োগ, সেখানে পরস্পরের সাথে যোগ আর যোগ মিলে সংযোগটা আর কোনো কিছুতেই হয়ে ওঠে না।

এখানেই সরকারের প্রথম এক শ দিনের প্রসঙ্গ আসে। সরকারের প্রথম এক শ দিনকে হানিমুন পিরিয়ড বা মধুচন্দ্রিমার সময়কাল হিসেবে প্রথম অভিহিত করা হয়েছিল ১৯৩২ সালে, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের সময়। তখন আমেরিকাজুড়ে মহামন্দা বা গ্রেট ডিপ্রেশন চলছে। ফলে সবাই সরকারকে সময় দিয়ে দেখতে চেয়েছিল। আর এটা ছিল কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার মোক্ষম সময়, যা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে মহামন্দা গেছে, পরপর চারবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার রেকর্ড গড়ে রুজভেল্ট চলে গেছেন–কিন্তু হানিমুন পিরিয়ড আর যায়নি। যেকোনো নতুন সরকারের এলেই তার পেছনে ছিনেজোঁকের মতো আসে এই হানিমুন পিরিয়ড।

ইতিহাসের সূত্র ধরে ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারও তা পেয়েছে। কিন্তু রুজভেল্ট যে কাজগুলো করেছিলেন, এই সরকার কি তা অনুসরণ করতে পেরেছে? বিতর্ক থাকতে পারে। তবে মোটা দাগে ফলাফল না-এর দিকেই যাবে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার–যেই হোক না কেন সাফল্যের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি শত্রু-মিত্র চেনাটা খুবই জরুরি। জরুরি কঠোর থেকে কঠোরতর সিদ্ধান্তের, যাতে প্রাথমিকভাবে অনেকেই অখুশি হবে; কিন্তু আদপে দেশের মানুষই লাভবান হবে। যেমনটা হয়েছিল আমেরিকার মানুষ।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার উৎখাত হয়। তারই ফল বর্তমান সরকার। ৫ আগস্ট-পূর্ববর্তী ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগ ও তার মিত্র দলগুলোর অনেক নেতা-কর্মী কারাগারে। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে। অনেক নেতা এখনো পলাতক। শেখ হাসিনাসহ বেশ কিছু নেতা দেশত্যাগ করেছেন। নির্বাহী আদেশে ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আওয়ামী লীগ ও এর মিত্ররা বর্তমান সরকারকে প্রতিপক্ষ ভাববে, সেটাই দস্তুর। এই বিরোধিতাকে এখন আমলে না নিয়েও খুব সহজে চলতে পারছে/ পারবে বর্তমান সরকার। কারণ, ৫ আগস্টের পর তারা আর মাঠের বড় শক্তি হিসেবে নেই।

কিন্তু এই বিজয়ের পর যারা রাজনীতির মাঠে সক্রিয়, তাদের অবস্থান কী? গুগলে 'দ্রুত নির্বাচন দিন' লিখে সার্চ করলেই দেখবেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন দলের নেতারা প্রতিদিন সরকারের কাছে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছেন। এই সরকার শপথ নেওয়ার আগের দিন (৭ আগস্ট) রাজধানীর নয়াপল্টনে এক জনাকীর্ণ সমাবেশে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যুক্তরাজ্য থেকে ভার্চুয়ালি দেওয়া বক্তব্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর অতি দ্রুত জাতীয় নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, বিপ্লবের লক্ষ্য বাস্তবায়নে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। একই সঙ্গে দেশে চলমান নৈরাজ্য ও হামলা বন্ধে সবাইকে ঢাল হিসেবে দাঁড়ানোরও আহ্বান জানান তিনি। (সূত্র: কালের কণ্ঠ)

গত ৯ নভেম্বর (শনিবার) তারেক রহমানের বক্তব্য ধরে একটি পত্রিকার শিরোনাম, 'ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে যেকোনো মূল্যে'। রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ-এ শনিবার জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে দলীয় নেতা-কর্মীদের তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেককে একটি বার্তা দিতে হবে, ভাই তুমি যে রাজনীতিতেই বিশ্বাস করো না কেন, যাকে ইচ্ছা তুমি ভোট দাও; কিন্তু ভোট যাতে হয়, সে ব্যবস্থাটা করতে হবে যেকোনো মূল্যে। তোমার যাকে ইচ্ছা, তুমি ভোট দাও। আমাকেও ভোট দেওয়ার দরকার নাই। তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে ভোট দেবে; কিন্তু ভোট হতে হবে।' (সূত্র: আজকের পত্রিকা) অর্থাৎ, গত দু মাসের ব্যবধানে দেশের দুটি বড় দলের একটি বিএনপি, তার শীর্ষ নেতার বক্তব্যে কিন্তু কোনো পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি না।

গত ৭ নভেম্বর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত তিন মাসে অন্তর্বর্তী সরকারের নানা কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেছেন, 'যৌক্তিক সময়ে নির্বাচন দিলেই বর্তমান সরকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে।' একই দিনে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, 'রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের জন্য দ্রুত নির্বাচন দেওয়া প্রয়োজন। সব সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।' অন্যান্য অনেক দলই কিন্তু এই সুরেই কথা বলছে। অর্থাৎ, যত সংস্কারের কথা এই সরকার বলুক না কেন, নির্বাচনই যে তাদের প্রধানতম দায়িত্ব–এটা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই।

৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থান ও অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন কিন্তু একই সূত্রে গাঁথা। কারণ, সুষ্ঠু নির্বাচন না করতে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের সাধারণ নাগরিকের অধিকারহরণের কাজটি শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ। আর এর বিরুদ্ধে যারাই রুখে দাঁড়িয়েছে তারাই গুম-খুন-জেল-জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছে। ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে ধ্বংস করা হয়েছে একের পর এক প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতাসীনদের অঙ্গুলি হেলনে চলেছে সবকিছু। এভাবেই তৈরি হয়েছিল ৫ আগস্টের পটভূমি। এটা যদি ভুলে যাই, তাহলে ইতিহাস ও সত্যের প্রতি অবিচার করা হবে। ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের সাফল্যের মনোভূমে সবার ওপরে আছে নির্বাচন। আর শুধু ৫ আগস্ট কেন, একাত্তর বা নব্বই-এর আন্দোলন কী সেই সাক্ষ্য দেয় না?

আর সত্যিই যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, একটি গণতান্ত্রিক সমাজ আমাদের উপজীব্য হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সেটা না করে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিলে কারও জন্য তা ভালো হবে না। খারাপ দেখতে দেখতে দেশের মানুষ আজ বড় ক্লান্ত। তারা দুদণ্ড শান্তি চায়। নির্বাচনের নামে স্বৈরাচারি শক্তিকে পুনর্বাসিত করা হবে বলে যে আখ্যান প্রচার করা হচ্ছে, তা কখনোই গণতান্ত্রিক মানসিকতার ফসল হতে পারে না। দু-মাস আগে যে দেশের মানুষ এমন অকাতরে প্রাণ দিল, তাদের প্রতি আস্থা রাখতে না পারাটা শুধু কষ্টের না লজ্জারও। 'দেশের মালিক জনগণ' বলে মুখ দিয়ে ফেনা না তুলে বাংলাদেশটাকে তার মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিন।

আমাদের মতো যাদের ঢাকার বাইরে যাওয়া সুযোগ আসে কম, তাদের কাছে এই রাজধানীই দেশটির দর্পণ। টিসিবির পণ্য বিক্রির ট্রাকের পিছনে/ চারপাশে সাধারণ মানুষের ভিড় ক্রমে বাড়ছে। একটু অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবেন, পণ্য ফুরিয়ে যাওয়ার পর না-পাওয়াদের হতাশা, হাহাকার। রিকশাচালক, সিএনজি চালকসহ যাদের সাথে কথা হয়, সবাই আয় কমার কথা বলেন। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম ক্রমে তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভাত না পেলে কিন্তু মানুষ মানচিত্রও চিবিয়ে খেতে দ্বিধা করে না। ফলে তাদের দিকে নজর দেওয়া একান্ত জরুরি।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন। কিন্তু তিনি একজন অর্থনীতিবিদ এবং ক্ষুদ্রঋণের প্রবক্তা হিসেবে বিশ্বব্যাপী খ্যাত। তিনি দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠানোর কথা বলেন। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়–এটা তাঁর চেয়ে খুব কম লোকই ভালো জানেন ও বোঝেন। তাই নিরন্ন লোকগুলো যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল, তা ভেঙে দেবেন না। তাদের ঠেলে দেবেন না প্রতিপক্ষের কাতারে।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

স্বৈরাচার

রতন শরীফ

> দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি না হলে, ধৈর্য্যহীন বাঙালি কোন কিছু না বুঝেই ভাবা শুরু করতে পারে যে আগের স্বৈরাচারই ভালো ছিলো।

স্বাধীনতার পর আখাউড়া রেলওয়ে হাইস্কুলে নবম শ্রেনীতে পড়ি। সদ্য স্বাধীন দেশ। চারিদিকে বিজয়ের আনন্দ। স্কুলের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সার্বক্ষনিক জড়িত ছিলাম। প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক, গান, নৃত্য, বক্তৃতা - সবকিছুই ছিলো। আমাদের সীমাহীন উত্তেজনা। আখাউড়ার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের দাওয়াত করেছিলাম। স্কুলে আমাদের একটা গানের দল ছিলো। দলে আমিই ছিলাম একমাত্র ছেলে। আমাদের গানের শিক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধেয় অমল দত্ত স্যার। উনসত্তরের গন আন্দোলনের সময় উনি আমাদেরকে বিভিন্ন বিপ্লবী গানের তালিম দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর পাঁচমিশালী গানের সাথে দেশাত্মবোধক গানও করতাম। অমল দত্ত স্যার আমাদের দলটাকে নিয়ে আখাউড়ার বিভিন্ন অনচলে অনুষ্ঠান করতেন। তবলায় থাকতেন খড়মপুরের খুরশিদ মামা আর সেতার বাজাতেন মামুন নানা।

স্বাধীন দেশে স্কুলের প্রথম অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিষয় স্মৃতির পাতায় আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের ক্লাসমেট শেলীনার ছোট বোন নেলী গেয়েছিলো "মুক্তির মন্দিরে.....অশ্রুজলে" গানটি। রেলওয়ে পশ্চিম কলোনির স্বপ্না গেয়েছিলো "এক সাগর রক্তের.....ভুলব না"। এ কে খান নামে একটা ছেলের গাওয়া "জগতবাসী একবার....." সুপারহিট হয়েছিলো। আমি গানের সাথে একটা ছোট নাটকও করেছিলাম। সহশিল্পী ছিলো আমার ক্লাসমেট স্বপনের ছোটভাই তপন। আমি করেছিলাম একজন মুক্তিযোদ্ধার চরিত্র। সামনের আসনে বসা খড়মপুরের মুক্তিযোদ্ধা কানু মামা নাটকটি খুব উপভোগ করেছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিলো বক্তৃতা পর্ব। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক হাশেম স্যারের এক ছেলে তখন দশম শ্রেনীর ছাত্র। বক্তৃতা করতে মনেচ উঠলো। আবেগপূর্ণ সুন্দর বক্তৃতা - বার বার হাততালি পড়ছিলো। অতি উত্তেজনার বশে এক পর্যায়ে বললো "আমরা লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এক স্বৈরাচারকে হঠিয়ে নতুন স্বৈরাচার এনেছি"। সব শিক্ষকরা একসাথে ধমক দিলেন - চারিদিকে হৈচৈ। বেচারা ভ্যাবাচেকা খেয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছেনা যে কি ভুল করেছে। স্যাররা তাকে ভুলটা ধরিয়ে দিলেন। তার ধারনা ছিলো যে সরকারের প্রতিশব্দ হলো স্বৈরাচার।

বাংলাদেশে কয়েক মাস আগে ছাত্র-জনতা বিপ্লব করে হাজারো প্রানের বিনিময়ে স্বৈরশাসনকে হঠালো। পনের বছরের লুটপাট আর নৈরাজ্য থেকে মানুষ মুক্তি পেলো। দূর্নীতির রাঘব বোয়ালদের অনেকেই ধরা পড়লো। আশা করছি যে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে। তবে জনমনে সন্দেহ আছে যে এইসব লুটেরাদের আদৌ কোন শাস্তি হবে কিনা! সাধারন মানুষ শুধু আশা করে তিন বেলা খাওয়া আর জান-মালের নিরাপত্তা। গত পনের বছর জনগনের দূর্ভোগের পুনরাবৃত্তি যেন আবারো হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য এখনও অস্বাভাবিক। মানুষ কেমন যেন ধৈর্যহীন হয়ে উঠছে। বাঙালির ধৈর্য খুব কম। বর্তমান সরকারকে সাধারণ জনগণের অবস্থাটা অনুধাবন করতে হবে। কঠোরভাবে আইন-শৃঙ্খলা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। শুরু থেকে বর্তমান সরকার খুব নমনীয়। বিড়াল কিন্তু বাসর রাতেই মারতে হয়। বিলম্বে বিড়াল উল্টা কোলে চড়ে বসে। শুধু মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজবে না - প্রয়োজনে কঠিন হতে হবে। আমরা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন শাসকের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে এমন অভ্যস্থ হয়ে গেছি যে ভালো বা নতুন কিছুই মেনে নিতে পারি না। ডান্ডা ছাড়া আমরা ঠান্ডা থাকি না। বিচিত্র আমাদের স্বভাব-চরিত্র। কথিত আছে যে মুগল আমলে বঙ্গদেশ শাসনের উদ্দেশ্যে বুড়িগঙ্গা নদীতে বজরা নোঙর করেছিলেন এক নবাগত শাসক। তিনি লক্ষ করলেন যে নদীর স্রোত বিকালে একদিকে বইছে তো সকালে আরেক দিকে। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অনতিবিলম্বে তিনি দিল্লি ফিরে গিয়েছিলেন। তার ধারণা - যেই দেশের প্রকৃতি এমন অস্থিতিশীল সেই দেশের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও স্থিতিশীলতা থাকার কথা নয়। অস্থিতিশীল মনের জনগনকে শাসন করা সহজ হবে না।

স্

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

বর্গীরা আর দেয় না হানা, নেই কো জমিদার তবু...

ড. সৈয়দ ইজাজ আহসান

বর্গীরা আর দেয় না হানা, নেই কো জমিদার তবু কেন এ দেশ জুড়ে নিত্য হাহাকার–ভূপেন হাজারিকার সেই গানের কলি মনে পড়ল আমাদের দেশের প্রসঙ্গে। দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর অন্যতম ঘন বসতি পূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশগুলো শুধু জনবহুল নয়, এদের জনগণের সমস্যার যেন কোনো শেষ নেই। ভুটান আর মালদ্বীপ বাদে অন্যদের বাসস্থান, চিকিৎসা, বেকারত্ব আর সর্বগ্রাসী দুর্নীতি– আষ্টেপৃষ্টে বেধে রেখেছে। এই দেশগুলোর কোটি কোটি মানুষ সীমাহীন দারিদ্রতায় নিষ্পেষিত হচ্ছে যুগের পর যুগ। এর যেন কোনো শেষ নেই।

তাহলে প্রশ্ন হলো, এরা কি বিদ্রোহ করতে পারে না বা জানে না। অবশ্যই পারে, অবশ্যই জানে। এর জ্বলন্ত প্রমাণ হলো বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থান। পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায় তখন ওরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অকাতরে প্রাণ দেয়। ওরা জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে নতুন আশায়। মনে করে, এবারই বোধ হয় কষ্টের শেষ। এবার নতুন জীবন পাবে। কিন্তু না। সেই ভুতের গল্পের মতো যার কাছেই যায়, যাকেই আঁকড়ে ধরতে চায় আসলে তখন সেই ভুতটা যে ভিন্ন রূপ ধরে তার সাথে তামাসা করতে থাকে।

আমাদের স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী ইতিমধ্যে পার হয়েছে। কিছু দৃষ্টিনন্দন উন্নয়ন যে হয়নি তা কি বলা যায়। কিন্তু তাতে কি সাধারণ মানুষের তেমন কিছু হয়েছে? সাধারণ মানুষ কি নিরাপদে-শান্তিতে পরিবার পরিজন নিয়ে দু-মুঠো খাবার জোগাড় করতে পারছে? যদি পেরে থাকে, তবে ভুমধ্যসাগরের পানিতে কেন তাদের ডুবে মরতে হচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী কেন বছরের পর বছর চাকরি খুঁজে হতাশ হয়ে দেশান্তরী হচ্ছে? আর যারা স্বল্প শিক্ষিত, বিদেশে আসছে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ করে তাদের অবস্থা আর নাই-বা বললাম।

আমরা বিদেশে থাকি, আমরা জানি। ঘর থেকে বের হলে পরিবার-পরিজন চিন্তায় থাকে নিরাপদে ফেরার অপেক্ষায়। আমদের দেশে মানুষ মসজিদের বাইরে পুরান জুতা খুলে রেখে গেলে আর পায় না, আর এই সব দেশে সবচেয়ে দামি মডেলের বিএমডব্লিউ গাড়ি নির্বিঘ্নে রাস্তায় পার্ক করে ঘরে ঘুমাতে পারে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য এই অভাবী মানুষ গুলোকে দিশাহারা করে দিয়েছে। আমরা সবাই এই দেশের মানুষ। আমরা সব কিছু জানি। কিন্তু কেন এমন হলো? অন্যান্য দেশে ঘুরতে বা কাজের জন্য গেলে পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়–আমাদের উন্নয়ন আর ওদের উন্নয়নের মধ্যে। অথচ ওদের উন্নয়ন চেয়ে আমাদের উন্নয়ন আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কেননা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ, কৃষি শিল্প, পর্যটনসহ সব ক্ষেত্রেই রয়েছে অপার সম্ভাবনা। কিন্তু তারপরও কেন আমরা হতভাগ্য দরিদ্র মিসকিন জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত হচ্ছি?

এর প্রথম ও প্রধান কারণ রাজনৈতিক। স্বাধীনতার পর সব মানুষের আশা ছিল, মুক্ত স্বাধীন দেশে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই গণতন্ত্র যার জন্য লক্ষ জীবন ঝরে গেল। কিন্তু না আবার এই একনায়কতন্ত্র। জন্মলগ্ন থেকেই দেশ একটা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলা শুরু করল। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নব্বইয়ের দশকে আবার গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে দেশ। ২০০৭-এ এসে আবার গণতন্ত্র হোঁচট খায়। ২০০৯-এ শুরু হয় একনায়কতন্ত্র, বংশতন্ত্র এবং সব শেষে দানবীয় স্বৈরতন্ত্র। গুমখুন আর লুটপাটের

> গণতন্ত্র যেকোনো দেশের মানুষের পরম আরাধ্য। এই গণতন্ত্রের হাত ধরেই আসে উন্নয়ন। গণতন্ত্রবিহীন ছিঁটেফোঁটা উন্নয়ন যদি হয়েও থাকে তবে তা কোনোভাবেই টেকসই হয়নি আর হবেও না কোনো দিন। লক্ষ্য একটাই, দেশকে নব্য বর্গিদের থাবা থেকে বাঁচিয়ে দুর্নীতি আর শোষণের যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে একটা সুন্দর উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয় দেশ। শেষ পরিণতি সবাই দেখেছি, তাই আর বলার কিছু নেই।

এই গণতান্ত্রিক ধারাকে ব্যাহত করার প্রক্রিয়ায় একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে ভারত। করেছে বললে ভুল হবে, আবির্ভূত হয়েছে নব্য বর্গীর বেশে। ভারতের স্বার্থ আছে এখানে, সন্দেহ নেই বিশেষ করে অর্থনৈতিক আর সেভেন সিস্টার্স বলে খ্যাত তার সাতটি রাজ্যে যোগাযোগ আর নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাদের লক্ষ্য ছিল একটা বিশ্বস্ত তাঁবেদার অনুগত রাজনৈতিক দল, যাদের ক্ষমতায় রাখার জন্য যা যা করা দরকার তাই করবে ভারত। এখানে আরও একটা বিষয় আছে তা হলো, এ দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ, যাদের সংখ্যালঘু বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব অলিখিত বা অবাঞ্ছিতভাবে ভারত তার কাঁধে তুলে নিয়েছে। বাংলাদেশ বা পাকিস্তান ভারতে মুসলিম নির্যাতনের প্রতিবাদ হয়তো করে কিন্তু এভাবে হস্তক্ষেপ করতে যায় না। অতীতে ভারতের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকলেও ২০১৪ থেকে কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে দেশটি খোলাখুলিভাবে সমর্থন দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে এক যুগেরও বেশে সময় ধরে। কারণ ভারতের জন্য আওয়ামী লীগের চেয়ে বিশ্বস্ত আর কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। আর হবেও না। তাতে ভারতের সাময়িক লাভ হলেও ভারত-বিরোধী মনোভাব জনগণের মাঝে এখন তুঙ্গে। বিএনপির মতো দলগুলো যারা এতদিন ইনিয়ে বিনিয়ে খুব সাবধানে ভারতের সমালোচনা করত তারা এখন সরাসরি সমালোচনা করছে। অথচ নির্বাচনের সময় তারা ভারতের দ্বারস্থ হয়েছিল আনুকূল্য পাওয়ার আশায়। ব্যতিক্রম ছিল শুধু জামায়াতে ইসলামি ও অন্যান্য ইসলামি দলগুলো। ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকারের ভুল ও উগ্র কূটনৈতিক অবস্থানের কারণে তারা আম-ছালা দুটোই সম্ভবত হারিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ তার শেষ খুঁটি ছিল তাও হারিয়ে গেল।

এই অঞ্চলের সহযোগিতার সবচেয়ে ভালো এবং বড় ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল সার্ক গঠনের মাধ্যমে। কিন্তু ভারতের অসহযোগিতায় তা ভেস্তে যায়। সহযোগিতার চেয়ে খবরদারির প্রচেষ্টা বেশি হলে এই ধরনের সংগঠন টিকে থাকতে পারে না। অথচ এই সংস্থাকে বিকশিত হতে দিলে ভারতই বেশি উপকৃত হতো। এক্ষেত্রে চীনের কূটনীতি অনেক বেশি সফল। দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় প্রতিটা দেশের সাথে চীনের সম্পর্ক বেশ ভালো। যদিও চীনের ঋণের ফাঁদ নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটের মূলে চীনা উন্নয়ন ঋণের ভূমিকা ছিল। কিন্তু চীন এই দেশগুলোর রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতের মতো নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই তার আনাগোনা সীমাবদ্ধ থেকেছে। তার ফলে ভারতের চেয়ে চীনের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি, যেটি কিনা আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্বের মাথা ব্যথার কারণ।

এবার মূল কথায় আসা। গণতন্ত্র যেকোনো দেশের মানুষের পরম আরাধ্য। এই গণতন্ত্রের হাত ধরেই আসে উন্নয়ন। গণতন্ত্রবিহীন ছিঁটেফোঁটা উন্নয়ন যদি হয়েও থাকে তবে তা কোনোভাবেই টেকসই হয়নি আর হবেও না কোনো দিন। লক্ষ্য একটাই, দেশকে নব্য বর্গিদের থাবা থেকে বাঁচিয়ে দুর্নীতি আর শোষণের যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে একটা সুন্দর উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ভুলে যেতে হবে ভেদাভেদ। দেশ কারও একার বা কোনো গোষ্ঠীর না। কিন্তু আমরা কি পারব বর্গি আর জমিদারদের থাবা থেকে বেরিয়ে আসতে? কেন পারব না? যে সাহস আর আত্মত্যাগের নমুনা শহিদরা রেখে গেছে, দেশের প্রতিটা মানুষ যদি তা বুকে ধারণ করে তবে তাই হবে যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে আমাদের সব আছে। আশাকরি আগামীর বাংলাদেশ হবে একটা সুন্দর সমৃদ্ধ উন্নত রাষ্ট্র। আমার আশা কি খুব অলীক, আপনারাই বিবেচনা করবেন।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা, কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

গণতন্ত্র চাই, বিরোধী দল চাই না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার এ দেশের মানুষ প্রথম হারাল ১৯৭৩-এর নির্বাচনে।

১৯৭৩-এর জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষাপট দেখার জন্য আমরা জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সাহায্য নিতে পারি। প্রয়াত আহমদ ছফা তাঁর যদ্যাপি আমার গুরু বইতে অধ্যাপক রাজ্জাককে উদ্ধৃত করে লিখছেন, "সেভেন্টি টুতে একবার ইউনিভার্সিটির কাজে তাঁর লগে দেখা করতে গেছিলাম। শেখ সাহেব জীবনে অনেক মানুষের লগে মিশছেন ত আদব লেহাজ আছিল খুব ভালা। অনেক খাতির করলেন। কথায়-কথায় আমি জিগাইলাম, আপনের হাতে ত অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন। অপিজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে। জওহরলাল নেহরু ক্ষমতায় বইস্যাই জয়প্রকাশ নারায়ণরে কইলেন, তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়্যা তোল। শেখ সাহেব বললেন, আগামী নির্বাচনে অপজিশান পার্টিগুলা ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সীট পাইব না। আমি একটু আহত অইলাম, কইলাম, আপনে অপজিশনরে একশো সিট ছাইড়্যা দেবেন না? শেখ সাহেব হাসলেন। আমি চইল্যা আইলাম। ইতিহাস শেখ সাহেবরে স্টেট্‌স্ম্যান অইবার সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না।" (পৃ-৭৩) গণতন্ত্রে বিরোধী দলের গুরুত্ব না বোঝার ভুলের সেই শুরু, যার মাসুল আজও দিয়ে চলেছে এই দেশ।

স্বাধীন দেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ। কিন্তু এর আগেই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ভোলার একটি আসনে জাসদের প্রার্থী ডা. আজহারউদ্দিনের অপহরণ। ওই আসনে বঙ্গবন্ধুকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। তিনি মোট চারটি আসনে প্রার্থী হয়ে দুটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নয়জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেউ মনোনয়নপত্র জমাই দিতে পারেননি। এরা হলেন সোহরাব হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, মোতাহার উদ্দিন, কে এম ওবায়দুর রহমান, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, মনোরঞ্জন ধর, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও জিল্লুর রহমান। (সূত্র: বেলা-অবেলা, বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫, মহিউদ্দিন আহমেদ)। একই বইয়ে প্রয়াত সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে মহিউদ্দিন আহমেদ লিখেছেন, "(১৯৭৩ সালের) ৭ মার্চের নির্বাচনের দিনের ঘটনা ছিল লজ্জাজনক ও হাস্যকর। বিকেল পাঁচটা থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষে নির্বাচনের ফলাফল আসছিল। শত শত কর্মকর্তা ও সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাত নয়টার দিকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে এঁরা জিতে গেছেন, যেমন ন্যাপ থেকে আলীম আর রাজী, আবদুর রহমান, মসিয়ুর রহমান, রাশেদ খান মেনন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত; জাসদের শাজাহান সিরাজ, এম এ জলিল ও আবদুস সাত্তার। ...এমনকি টেলিভিশনে তাঁদের কয়েকজনকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছিল। রাত ১০টার দিকে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা বন্ধ রাখার নির্দেশ আসে।"

স্বাধীন দেশের প্রথম নির্বাচনে নিজের ভোটটা দিতে পারেননি প্রয়াত অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তিনি জানতে পারেন তাঁর ভোট আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। ওই সময় ফল চুরির আরেকটি বড় অভিযোগ ছিল। কুমিল্লার দাউদকান্দি আসনে জাসদের প্রার্থী আবদুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ার আওয়ামী লীগের প্রার্থী খন্দকার মোশতাক আহমদকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার হস্তক্ষেপ করে মোশতাককে ওই আসনে জিতিয়ে দেয়। মোশতাকের পরের ইতিহাস তো সবার জানা!

১৯৭৩-এর ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯৩ আসনে জয়লাভ করে (একটি করে আসন পায় জাতীয় লীগ ও জাসদ এবং বাকি পাঁচটি স্বতন্ত্র)। বঙ্গবন্ধুর কথাই ঠিক হয়–'আগামী নির্বাচনে অপজিশান পার্টিগুলা ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সীট পাইব না।' অধ্যাপক রাজ্জাক যে প্রজ্ঞা থেকে বিরোধীদের এক শ আসন ছেড়ে দিতে বলেছিলেন, তা বঙ্গবন্ধু বা তাঁর দল অনুধাবন করতে পারেনি। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দলটিকে ক্ষমতার অপ্রয়োজনীয় অপপ্রয়োগের মাধ্যমে একাধিক আসন জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া থেকে কেউ বিরত করতে পারেনি। ফলে বিরোধী দলহীন সংসদে আওয়ামী লীগের রাশ টানার মতো কেউ ছিল না। তাই ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী আওয়ামী লীগকে একদলীয় বাকশাল গঠন থেকে বিরত করতে পারেনি কেউ। এর জের জাতিকে টানতে হয়েছে পরবর্তী সেনাশাসকদের অধীনে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত।

স্বাধীনতার পর থেকে অধিকার হারানো মানুষ আবার পথে নামে ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে। সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতা দখলকারী হোসাইন মোহাম্মাদ এরশাদ সরকারের পতন ঘটে ৬ ডিসেম্বর। এটা ছিল একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের পর দেশের মানুষের বড় জয়। আন্দোলনে বিজয়ের পর দেশের মানুষের অধিকার, গণতন্ত্র যাতে আর পা পিছলে না পড়ে, সেজন্য আন্দোলনকারী তিনটি জোট একটি অভিন্ন রূপরেখায় একমত হয়েছিল। এই তিন জোটে ছিল বিএনপির নেতৃত্বে সাত দলীয় জোট, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আট দলীয় জোট ও বামদের পাঁচদলীয় জোট। জামায়াতে ইসলামী ছিল আলাদা, এককভাবে। ক্ষমতার এই পালাবদলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গিয়ে পড়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ওপর। পরদিন (৭ ডিসেম্বর) জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে তিনি স্পষ্ট করে দেন–"...আমার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কাজ হলো দেশে একটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।" ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি সেই নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। স্বাধীন দেশে প্রথমবারের মতো একটা অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু তিন বছরের মাথায় এই অবাধ নির্বাচনের ধারণা বিপুলভাবে ধাক্কা খেল, ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ মাগুরার একটি আসনের উপনির্বাচনে। এই আসনটি লাগামহীন কারচুপির মাধ্যমে ছিনিয়ে নেয় বিএনপি। মাগুরার সেই নির্বাচন নজির হয়ে থাকে। বিরোধী দল ও দেশের মানুষের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না। ফলে হালে পানি পায় বিরোধী দলের নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি। বিএনপি প্রথমে একে একেবারে পাত্তা না দিলেও শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়। এই মেনে নেওয়ার পেছনে বড় কারণ ছিল শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ১৯৯১ বা ১৯৯৬ সাল ছাড়া আমাদের জাতীয় সংসদে সেভাবে কোনো দিন শক্তিশালী বিরোধী দল ছিল না। বিরোধী দল ২০০১ থেকে ক্রমক্ষীয়মাণ হতে হতে ২০২৪-এ অপসৃতই হয়ে গেল। ২০১৪, ২০১৮ বা ২০২৪-এ যাদের বিরোধী দল বলে দাবি করা হয়েছে, তা শুনে নিশ্চয় হোজ্জার ঘোড়াও হেসেছে। আর বিরোধী দলের এই দশার কারণে শেখ হাসিনার সরকার গত ১৫ বছর, বিশেষ করে শেষ ১০ বছর চরম স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। যা মানুষকে তিলে তিলে দগ্ধ করে শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নামতে বাধ্য করে। ক্ষমতা ও দেশ থেকে শেখ হাসিনার লজ্জাজনক বিদায় শুধু রাজনীতিক না, অন্যদেরও কি কোনো শিক্ষা দেবে?

মনে হয় না। একটি গণঅভ্যুত্থানের পর বর্তমানে যে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায়, তাদের লক্ষ্য ও সময়সীমা নিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত। কাজের চেয়ে কথার তুবড়ি ফুটে চলেছে বেশি। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার নজির কম। অথচ সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার রাজনৈতিক দলকে গণতন্ত্রের সন্তান বলে বর্ণনা করেছেন। সরকারের নানা কাজে ধীরে ধীরে অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, তাদের পছন্দমতো একটি সরকার বসানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পরই তারা বিদায় নেওয়ার দিনক্ষণ ঘোষণা করবেন। কিন্তু সত্যিই যদি তারা শুভাকাঙ্ক্ষী হয় থাকেন, তাহলে তাদের সরকারের চেয়ে শক্তিশালী বিরোধী পক্ষকে নিয়ে ভাবতে হবে। জাতীয় সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে দুর্বল সরকার তৈরি সম্ভব, কিন্তু শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ হবে না। কেন টেকসই গণতন্ত্রে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল বা জোট লাগে, এবার সেই বিষয়টি একটু দেখা যাক।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য (১৯৬১-৬৩) স্যার উইলিয়াম আইভর জেনিংসের মতে, যেখানে বিরোধী দল নেই, সেখানে গণতন্ত্র নেই। স্যার জেনিংস শুধু শিক্ষাবিদ নন, তিনি একজন আইনবিদও বটে। তিনি কনস্টিটিউশনাল ল-এর ওপর একজন অথোরিটি হিসেবে খ্যাত। শ্রীলঙ্কার সংবিধান রচনায় সাহায্য করেছিলেন। এহেন লোকের কথা তো ফেলে দেওয়া যায় না।

বিরোধী দল যেকোনো কার্যকরী গণতন্ত্রের একটি মৌলিক স্তম্ভ। ক্ষমতার ভারসাম্য, জবাবদিহি বজায় রাখতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধীদের উপস্থিতি স্বচ্ছ শাসনের জন্যও জরুরি। একটি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলে সেখানে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির সহাবস্থান ও প্রতিযোগিতা করতে পারে–এটা একমাত্র হতে পারে শাসক ও বিরোধী পক্ষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা গণতন্ত্রে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা যাতে কোনো একক দল বা নেতার হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়, যা আদপে কর্তৃত্ববাদ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দিকে নিয়ে যায়, তা ঠেকানোর জন্য শক্তিশালী বিরোধী দল জরুরি।

গণতন্ত্রে বিরোধী দলের একটি প্রাথমিক ভূমিকা হলো সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা বা করার চেষ্টা করা। ক্ষমতাসীন দলের নীতি, সিদ্ধান্ত ও কাজকে চ্যালেঞ্জ করে বিরোধী দল নিশ্চিত করে যে, সরকারি কর্মকর্তারা জনগণের কাছে জবাবদিহি করছেন। অনেক গণতান্ত্রিক দেশে, বিরোধী দল আইন প্রণয়নে আনুষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করে। সংসদীয় বিতর্ক, আইন প্রণয়নে তদারকি ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিরোধী দল সরকারের ক্ষমতার দাপটে লাগাম টানে। প্রকৃত বিরোধী দল স্বচ্ছতাকে উৎসাহিত করে এবং ক্ষমতাসীন দলকে তার সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা পেতে সাহায্য করে। সরকারকে জবাবদিহির ওপর রেখে নাগরিক অধিকার হরণ রোধ করে সাংবিধানকে সমুন্নত রাখতে সাহায্য করে।

গণতন্ত্র প্রাথমিকভাবে একটি সমাজের বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ভিন্ন স্বরের একটি মাধ্যম হলো বিরোধী দল বা দলগুলো। এতে সংখ্যালঘু কণ্ঠস্বরকে একটি প্ল্যাটফর্ম দেওয়া যায়। বিরোধী দলের বক্তব্য সরকারকেও প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। তাই গণতন্ত্রে বিরোধী দল, মত ও চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করা আবশ্যিক, যা অনেক জটিল সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য অপরিহার্য।

গণতন্ত্রে যখন শাসক ও বিরোধী দল মুখোমুখি হয়, তখন তার থেকে অনেক প্রাপ্তিও থাকে। সক্রিয় বিরোধী দল নাগরিকদের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে ক্ষমতাসীনদের বাধ্য করে। ক্ষমতাসীন দল যদি জানে যে, বিরোধী নেতারা প্রতিটি নীতি যাচাই-বাছাই করবেন এবং এর দুর্বলতাগুলো তুলে ধরবেন, তাহলে নতুন কিছু জনগণের সামনে হাজির করার আগে দশবার ভাববে। একইভাবে ওই বিরোধী দল যদি কখনো ক্ষমতায় যায়, তাহলে সে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারবে যে, কোনটা করা ঠিক আর কোনটা করা উচিত না।

বিরোধী দল না থাকলে বাক, সমাবেশ করার ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করার মতো কেউ থাকে না, যা আসলেই গণতন্ত্রের ভিত্তি। আমাদের নিকট অতীত তারই সাক্ষ্য দেয়। সরকার আইন করে/ না করে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের মাধ্যমে বাকস্বাধীনতা সীমিত করতে, সংবাদমাধ্যমের মুখ বন্ধ করতে পারে। কিন্তু শক্তিশালী বিরোধীপক্ষ থাকলে তা অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন।

একটি কার্যকরী গণতন্ত্রে নাগরিকদের পছন্দের বা বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। বিরোধী দলগুলো সেই বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এতে ভোটের মাধ্যমে নাগরিকেরা শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবে তাদের সরকার পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। পাশাপাশি বিকল্প থাকার উৎকণ্ঠায় ক্ষমতাসীনেরাও বেলাইনে যাওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে।

তাই বিরোধী দলের অস্তিত্ব নিছক গণতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি একটি সুস্থ, কার্যকরী গণতন্ত্রের শক্ত মেরুদণ্ড তৈরির পাশাপাশি এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যা স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও অগ্রগতি অর্জনে একান্ত জরুরি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ভবিষ্যতের শাসকদল ঠিক করার চেয়েও একটি শক্তিশালী বিরোধী দল তৈরির বিষয়টি যদি নিশ্চিত করে যেতে পারে, তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ট্রাম্পের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যেন রিপাবলিকানদের হাত ভরে দিলেন। দলটি প্রেসিডেন্ট পদে জয় পেয়েছে। উচ্চকক্ষ সিনেট জিতেছে। এবার প্রতিনিধি পরিষদও জিতল তারা। সব মিলিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর পুরোপুরিই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছেন তিনি।

প্রতিনিধি পরিষদের আসনসংখ্যা ৪৩৫টি। এর মধ্যে ৪২৬টি আসনের ফল পাওয়া গেছে প্রাথমিকভাবে। এতে ২১৮টি আসন জিতেছে রিপাবলিকানরা। আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী কমলা হ্যারিসের দল ডেমোক্রেটিক পার্টি জিতেছে ২০৮টি। মার্কিন গণমাধ্যমগুলো বলছে, এবারের নির্বাচনের প্রাথমিক ফল হিসেবে, কমলার চেয়ে ৩০ লাখ পপুলার ভোট বেশি পেয়েছেন ট্রাম্প। এই জয়ের যখন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আসবে, তখন ইতিহাসে নাম লিখবেন ট্রাম্প। কারণ গত ২০ বছরে কোনো রিপাবলিকান এত বড় জয় পাননি।

৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্প পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ইলেকটোরাল কলেজে জয়লাভ করেছেন। যেখানে তিনি ৩১২টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়েছেন, আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিস পেয়েছেন ২২৬টি ভোট। ট্রাম্প সাতটি দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে জয়লাভ করেছেন, যা মার্কিন নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণকারী গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ২০১৬ সালে হিলারি ক্লিনটন পপুলার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে ট্রাম্প পপুলার ভোটেও জিতেছেন। ফলে তাঁর সংস্কারমূলক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে বড় ধরনের বৈধতা পেতে সক্ষম হবেন। এ প্রসঙ্গে নির্বাচনের রাতেই ট্রাম্প বলেন, 'আমেরিকা আমাদের একটি শক্তিশালী এবং অভূতপূর্ব ম্যান্ডেট দিয়েছে।' যদিও দুই বছর পর মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করার থাকছে ডেমোক্র্যাটদের।

গত বুধবার প্রতিনিধি পরিষদেও নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেন রিপাবলিকানরা, যা গত সপ্তাহের নির্বাচনে তাঁদের পূর্ণ জয়ের একটি অংশ। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ভোট গণনার পর সিএনএন এবং এনবিসি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের দল সিনেট দখলের পর প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছে।

কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার ফলে প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোয় ট্রাম্পের দেওয়া মনোনীত প্রার্থীর বিষয়ে কংগ্রেসের সম্মতি আদায় সহজ হবে। এটা তাঁর অবৈধ অভিবাসীদের বের করে দেওয়া, কর কর্তনসহ কট্টরপন্থী অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নেও সহায়ক হতে পারে।

'সবার আগে আমেরিকা' ট্রাম্পের এই নীতির সঙ্গে রিপাবলিকানদের অনেকেই এক মত ছিলেন না। তবে তাঁদের অধিকাংশকেই বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ট্রাম্পের দলীয় অভ্যন্তরীণ বিরোধের মুখে পড়ার আশঙ্কাও খুব কম। ফলে নিজের অবস্থান আরও সুসংহত হতে যাচ্ছে। যদিও অধিকাংশ আইনগত প্রস্তাবের জন্য সিনেটে ৬০টি ভোটের সুপার-মেজরিটির প্রয়োজন হয়, যা রিপাবলিকানরা অর্জন করতে পারবে না। কারণ সিনেটে ৬০টি আসন জেতেনি তারা।

সিনেটে নতুন নেতা

রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত সিনেটের নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হিসেবে সাউথ ডাকোটার প্রবীণ সিনেটর জন থুনকে বেছে নিলেন দলটির সিনেটররা। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করা নিয়ে আইনপ্রণেতাদের জোর প্রস্তুতি চলার মধ্যেই গতকাল বুধবার ভোটাভুটিতে অংশ নিয়ে থুনকে বেছে নেন তাঁরা।

বর্তমানে কনিষ্ঠ নেতৃত্বের অবস্থানে থাকা জন থুন সিনেটে অনুষ্ঠিত ওই ভোটাভুটিতে টেক্সাসের সিনেটর জন কর্নিনকে পরাজিত করেন। থুন বিদায়ী দলনেতা মিচ ম্যাককনেলের স্থলাভিষিক্ত হবেন। এর আগে থুন কট্টর রক্ষণশীল নেতা ও ট্রাম্পের অনুগত ফ্লোরিডার সিনেটর রিক স্কটের বিরুদ্ধে জেতেন।

প্রথম দিন থেকে ট্রাম্পীয় অস্থিরতা!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। ব্যাপক বিতাড়নের উদ্যোগ নেয়া হলে এ অভিবাসী গোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জন্মসূত্রে আমেরিকান হওয়া যাবে না, এমন নির্দেশ কার্যকর হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারতীয় অভিবাসীরা। কর্মসূত্রে আমেরিকায় থাকা বিপুলসংখ্যক ভারতীয়দের সন্তানরা এমন নির্দেশের খড়্গে পড়বে। অথচ গত নির্বাচনে ভারতীয় আমেরিকানরা একাট্টা হয়েই ভোট দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসলে অভিবাসীদের সংকট হবে, এমন প্রচারণার বিপরীতে ডেমোক্র্যাটদের কোন বার্তা ছিল না। অভিবাসন সমস্যায় জর্জরিত লোকজনের অভিবাসন সমস্যার সমাধান নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্যের অবস্থানের কারণেই ডেমোক্র্যাটরা এবারের নির্বাচনে ভোট পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি নথিপত্রহীন অভিবাসী এখন। আমেরিকার কোন রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে, কারো বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে, কর্মজীবী কোন পরিবারের সন্তান দেখভালের কাজ - এসবের জন্য অভিবাসী ছাড়া কোন উপায় নেই। মার্কিন অর্থনীতির চালিকা শক্তি যে অভিবাসী, তাদের প্রায় দুই কোটি লোকজনকে বের করে কি আদৌ সম্ভব? - এ প্রশ্নও উঠেছে।

যদিও ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার আগাম সংবাদে বিভিন্ন সীমান্ত রাজ্যগুলোতে এক ধরনের প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেছে। লোকজনকে তল্লাশি করে, যাদের কাজের অনুমতি নেই বা বৈধ ভিসা নেই তাদের আটক করে রাখার জন্য প্রাইভেট জেলখানা প্রস্তুত করা হচ্ছে। সরকারি স্থাপনায় এতো বেশি লোকের ব্যবস্থাপনা করার কোনো সুযোগই নেই। ফলে সরকার এধরনের কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ দেবে। মার্কিন জনগণের ট্যাক্সের অর্থে লোকজনকে আটক রাখা এবং এদের যথা নিয়ম অবলম্বন করে বিতাড়ন করা শুধু ব্যয়বহুলই নয়, অনেকটা অসম্ভব কাজ বলে মনে করা হচ্ছে। অভিবাসীরা আমেরিকা দখল করে নিচ্ছে বলে রাজনীতির মাঠ গরম করা যায়, অভিবাসী ছাড়া আমেরিকাকে চিন্তাই করা যায় না।

ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনগুলো এমনিতেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে। সাংবিধানিকভাবে সাংঘর্ষিক অভিবাসন আইন প্রণয়নে আন্দোলন করা ছাড়াও আইনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে ট্রাম্পকে। যদিও মার্কিন সর্বোচ্চ আদালতে এখন রক্ষণশীল বিচারপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আইনের ধাপগুলো অতিক্রম করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়া সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এরমধ্যে অভিবাসী আইনজীবীরা যেকোনো নির্বাহী আদেশকে কংগ্রেসে পাশ করইয়ে আনার জন্য আদালতের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষতেও রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও আইন প্রণয়ণের বিতর্ক শুরু হলে দলীয় সদস্যদের মধ্যে বিভক্তি প্রকাশ্য হয়ে উঠে। অভিবাসনের মতো একটি জ্বলন্ত ইস্যু নিয়ে মার্কিন রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন, এমন সম্ভাবনাও বেশ দুর্বল বলে মনে করছেন অনেক অভিবাসী আইনজীবী।

২০২১ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্প সমর্থকদের একটি বিশাল ভিড় ক্যাপিটল ভবনে হামলা চালায় যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায় হয়ে দাঁড়ায়। ওই হামলার পর ১৫শ জনেরও বেশি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। তবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প দাঙ্গাকারীদের ক্ষমার ঘোষণা করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে চলমান ফেডারেল মামলাগুলোর বিচার বন্ধ করবেন। ট্রাম্প দাঙ্গাকারীদের 'দেশপ্রেমিক' বলে মন্তব্য করে বলেন, এই হামলাকারীরা জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেম দেখিয়েছিল। তিনি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া কিছু লোক ছাড়া বাকিরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন।

এদিকে, ট্রাম্প দায়িত্ব গ্রহণের 'দুই সেকেন্ডের মধ্যে' বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথকে বরখাস্ত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ট্রাম্প দাবি করেছেন, স্মিথ বিচার বিভাগের দীর্ঘস্থায়ী নীতির কারণে মামলাগুলোর সমাপ্তি নিয়ে চিন্তা করছেন এবং তার প্রশাসন দাঙ্গাবাজদের পুনর্বাসন করবে ও তাদের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করবে। তবে এখনই স্পষ্ট নয় ট্রাম্প ক্ষমা প্রদানের জন্য কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ক্যাপিটলে হামলা একটি ভয়াবহ গণতান্ত্রিক সংকট ছিল এবং এমন কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা প্রদানের সিদ্ধান্ত দেশের আইন ও নৈতিকতার প্রতি বিরোধিতা করতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোন ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কোন আদালতে নেয়ার অধিকার কারও নেই। এরমধ্যেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা মামলাগুলো প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জ্যাক স্মিথ এসব মামলা প্রত্যাহার করে ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণের আগেই পদত্যাগ করবেন, এ কথাটি প্রায় নিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্প চীনের পণ্য আমদানির ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা করেছেন। যার ফলে আমেরিকান উৎপাদন শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে বলে তার বিশ্বাস। তার পরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে, এই শুল্ক রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করে দেশের কর্মসংস্থান বাড়ানো হবে এবং স্থানীয় ব্যবসাগুলোকে সহায়তা করা হবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি একদিকে মার্কিন অর্থনীতির ঘাটতি কমাতে চান। অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করতে চান। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের পদক্ষেপে মার্কিন ভোক্তাদের ওপর আর্থিক চাপ বাড়তে পারে, এবং এর ফলে মূল্যস্ফীতির ঝুঁকিও বাড়তে পারে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের জন্য বাইডেন প্রশাসনের সুরক্ষামূলক পদক্ষেপগুলো বাতিলের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। নিজের দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের জন্য করা সুরক্ষামূলক নীতিমালা বাতিলের ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প। যা চলতি বছরের এপ্রিলে বাইডেন প্রশাসন বাস্তবায়ন করেছিলো।

ট্রাম্প বলেছেন, আমরা প্রথম দিনেই এটি শেষ করতে যাচ্ছি। নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে আমরা এটি বদলাবো।

ধস নামতে পারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মধ্যে আছেন লাখ লাখ নথিহীন অভিবাসী। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, অভিবাসীদের ফেরত পাঠালে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধস নামতে পারে।

২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪.৭৮ কোটি অভিবাসী বাস করছেন, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪.৩ শতাংশ। তালিকায় সবার প্রথমে রয়েছে মেক্সিকো থেকে আসা মানুষ। সেখানকার এক কোটি ছয় লক্ষ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। অন্যদিকে, সেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা ২৮ লক্ষ এবং চীন থেকে আসা মানুষের সংখ্যা ২৫ লক্ষ।

এই অভিবাসীরা শুধু শ্রমশক্তি হিসেবে নয়, দেশের উদ্ভাবনী শক্তি, কর রাজস্ব এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, অভিবাসীদের সংখ্যা কমলে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু জিডিপি ৫ থেকে ১০ শতাংশ কমে যেতে পারে। অর্থাৎ, অভিবাসীদের বাদ দিলে দেশটির অর্থনীতি বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষি, নির্মাণ, স্বাস্থ্য এবং প্রযুক্তি খাতগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকদের অনুপস্থিতি পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি খাতের ৭০ শতাংশ শ্রমিকই অভিবাসী এবং এরা সাধারণত কম বয়সী, শক্তিশালী শ্রমশক্তি প্রদান করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ব্যবসাগুলোর ৪৫ শতাংশই অভিবাসী বা তাদের সন্তানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জিওভান্নি পেরি বলছেন, অভিবাসীরা নতুন ব্যবসা তৈরি করে, উচ্চ প্রযুক্তির উদ্ভাবন আনতে সহায়তা করে এবং কর পরিশোধের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। ২০২২ সালে অভিবাসী পরিবারগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মোট করের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ জমা দিয়েছে। তবে, কিছু রাজনীতিবিদ ও নাগরিক অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের পক্ষে, তাদের মতে এটি দেশে শ্রমবাজারে অস্থিরতা তৈরি করছে।

আমেরিকান ইমিগ্র্যান্ট কাউন্সিলের (এআইসি) গবেষণা নির্দেশকের দায়িত্বে রয়েছেন নান ব্যু। তিনি অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন একটা সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। তার মতে, অভিবাসীদের সরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো কৃষিকাজ করা, ফল এবং শাক সবজি তোলা আর উৎসবের মৌসুমে ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক পাবেন না ক্ষেতের মালিকরা।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতামত, অভিবাসন যদি কঠোরভাবে সীমিত করা হয় বা অভিবাসীদের ফেরত পাঠানো হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে তা গভীর প্রভাব ফেলবে।

অনেকের মতে, এটি শুধুমাত্র শ্রমিক সরবরাহকেই সংকুচিত করবে না বরং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নকেও বিপন্ন করতে পারে।

অর্থনীতির এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে, অভিবাসন সংক্রান্ত নীতি ও সমাধান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতাদের আরও যুক্তিসঙ্গত ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনী প্রচারে অভিবাসনকে তার এজেন্ডার শীর্ষে রেখেছিলেন তিনি। নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প অঙ্গীকার করেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম দিনেই তিনি দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কার অভিযান শুরু করবেন।

এদিকে নির্বাচিত হতে গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প একটি গণ নির্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, আমার প্রথম কার্যদিবস থেকে আক্রমনাত্মক অভিবাসন নীতি প্রয়োগে অভিযান শুরু করা হবে। তখন থেকে বিষয়টি নিয়ে চলছে নানামুখী আলোচনা-সমালোচনা।

হাসিনাকে থামান, ভারতকে বাংলাদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেটি বাংলাদেশ সরকার ভালোভাবে দেখছে না। এ ব্যাপারে সরকারের তীব্র অসন্তোষ প্রকাশের পাশাপাশি সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে এ ধরনের বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। তৌফিক বলেন, আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সেটির জন্য এ ধরনের বক্তব্য থেকে তাকে বিরত রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের জবাব কি? জানতে চাইলে মুখপাত্র বলেন, আমরা যখন ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেছি, তখন তিনি বলেছেন, বিষয়টি তার সরকারের কাছে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে জানাবেন। আমরা আসলে সত্যিকার অর্থে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো জবাব পাইনি। তারা বিষয়টি দেখবেন এরকম জানিয়েছেন। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এবং তাকে ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে কিনা? এ প্রশ্নে মুখপাত্র বলেন, এটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আমাদেরকে যদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, তখন আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নেবো। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত এমন বিষয় নিয়ে কোনো অনুরোধ পায়নি। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও এমপি ভারতে অবস্থান করছেন-সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে কিনা? মুখপাত্র বলেন, না এ নিয়ে কোনো তথ্য নেই। ভারতের ভিসা পাওয়া সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়ে পররাষ্ট্রের মুখপাত্র বলেন, বিষয়টি আমরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বারবার বলে আসছি এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে তাদের লোকবল সংকটের কথা জানিয়েছে। স্বাস্থ্য ভিসা এবং তৃতীয় দেশে যাওয়ার জন্য ভিসা প্রত্যাশীদের বিষয়টি যেন তারা দ্রুততার সঙ্গে বিবেচনা করেন সেটি আমরা তাদের বলেছি। সেই সঙ্গে রোমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং ফিনল্যান্ডে যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ভিসা পাওয়া সহজ করার অনুরোধ করেছি।

কূটনীতিকদের নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণা অত্যন্ত দুঃখজনক: এদিকে সম্প্রতি সামাজিক গণমাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে কূটনীতিকদের নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মো. তৌফিক হাসান। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত বা বিভিন্ন কূটনীতিক, যারা রাষ্ট্রদূত হতে যাচ্ছেন- তাদের বিষয়ে নেতিবাচক প্রচারণা হচ্ছে। এটি খুবই দুঃখজনক। তিনি বলেন, ২০-২৫ বছর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরে একজনকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং যোগ্য না হলে সরকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেয় না বলে তিনি জানান। মুখপাত্র বলেন, রাষ্ট্রদূতদের বিষয়ে এ ধরনের নেতিবাচক প্রচারণা যারা করছেন- তারা ভালো কাজ করছেন না। এটি আসলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সরকারের নেতিবাচক ভাবমূর্তি বিদেশে তুলে ধরছেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়নুযায়ী
আমাদের সেবা সমূহ:
শারীরিক চেক আপ
টি.এল.সি টেস্ট
ডায়াবেটিস
উচ্চ রক্তচাপ
হাই কোলেস্টরেল
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসী এন্ড সার্জিক্যাল, ইনক
1445 Rx FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.
HEALTH & BEAUTY AIDS • VITAMINS • COSMETICS • GIFTS • PHOTO • COPY • FAX
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই
■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

ড. ইউনূসসহ ৬২ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ আনোরুজ্জামানের

নিউজ ডেস্ক

নেদারল্যান্ডে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত - আইসিসিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ৮ নভেম্বর শুক্রবার রোম সংবিধির ১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিযোগটি দায়ের করেন সিলেটের সদ্য সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। মামলার আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, গত ৫ আগস্ট থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের নামে আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সমস্ত নেতাকর্মী, বাংলাদেশের বসবাসরত হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ এবং বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর উপর নির্মম গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ দাখিল করেছেন বলে জানান আনোয়ারুজ্জামান। এজাহারে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসসহ মোট ৬২ জনের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ দাখিল করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ছাড়াও এই ৬২ জন অভিযুক্তের মধ্যে রয়েছেন আসিফ নজরুল, লে. জেনারেল (অব) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ব্রিগেডিয়ার (অব) শাখাওয়াত হোসেন, সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান, নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদসহ অন্তর্বর্তী সরকারের সকল উপদেষ্টা এবং এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মোহাম্মদ হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলম, আব্দুল হান্নান, হাসিব আল ইসলাম, আবু বকর মজুমদার প্রমুখ।

অভিযোগপত্রের সাথে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার তথ্য-নথি-পত্র যুক্ত করা হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে দাখিলকৃত এই অভিযোগের মধ্যে দিয়ে সিলেটের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এই ধরনের অভিযোগ দায়ের করলেন।

লন্ডনের লা ভ্যালি সলিসিটর চেম্বারে সংবাদ সম্মেলনে আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে এসময় উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার নিঝুম মজুমদার, ব্যারিস্টার মনিরুল ইসলাম মঞ্জু প্রমুখ

জাতির পিতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস' এবং গণভোটের বিধান পুনর্বহাল চেয়েছেন।

পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে জারি করা রুলের শুনানিতে গতকাল বুধবার অ্যাটর্নি জেনারেল এসব কথা বলেন। বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বেঞ্চে এই শুনানি চলছে। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংস, ফ্যাসিজম দীর্ঘায়িত করা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত ও সংবিধানের কর্তৃত্ব লঙ্ঘন করা হয়েছে। এটা সংবিধানের সঙ্গে প্রতারণার শামিল। তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে কেউ অস্বীকার করে না। রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি অনেক ওপরের মানুষ। জাতির পিতা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। জাতি বিভক্ত।

দেশ স্বাধীনের পর তৈরি করা সংবিধানে জাতির পিতা ছিল না। এটি পঞ্চদশ সংশোধনীতে ঢোকানো হয়েছে। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন করা হয়েছে, তাঁর (শেখ মুজিব) বিরুদ্ধে কথা বললেই রাষ্ট্রদ্রোহ হবে।

আসাদুজ্জামান বলেন, 'সংবিধানের মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র নয়। আমরা সমাজতন্ত্র বাদ চাচ্ছি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ ক ও খ গণতন্ত্রকে হত্যা, সংকুচিত ও নির্বাসিত করেছে।' সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি' অংশটুকু বাতিল চেয়ে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর কোনো দেশে ভাষা দিয়ে জাতিসত্তা নির্ধারণ করা হয় না। অনুচ্ছেদ ৯-এ বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়েছে। এটি সাংঘর্ষিক।

গণভোট পুনর্বহাল চেয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে, মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাংবিধানিকভাবে জনগণের কথা বলার অধিকার গণভোট। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে গণভোটের বিধান ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই বিধান তুলে দিয়ে কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'এ দেশের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। আগে আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের কথা ছিল। এটা যেভাবে আগে ছিল সেভাবে চাচ্ছি। অনুচ্ছেদ ২ক-তে বলা আছে, রাষ্ট্র সকল ধর্ম পালনে সমান অধিকার ও সমমর্যাদা নিশ্চিত করবে।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, এটি বাতিলে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে, মৌলিক অধিকার ধ্বংস করা হয়েছে, গণতন্ত্রের বুকে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। রায়ের জন্যও অপেক্ষা করেনি। পঞ্চদশ সংশোধনী সংবিধানের অংশ হিসেবে রাখা যাবে না। এটি রাখা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান ও ২০২৪-এর জুলাই বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল না হলে আবু সাঈদ, মুগ্ধসহ শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে না।

মো. আসাদুজ্জামান বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানে এটা নয়, হাজার হাজার মানুষকে গুম করা হবে, ৬০ লাখের বেশি মানুষকে গায়েবি মামলার আসামি করা হবে, বিচারবহির্ভূত হত্যা করা হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে এসব হতে পারে না।

এরপর শুনানি করেন জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। আজ বৃহস্পতিবারও শুনানি হবে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

আইন উপদেষ্টা বললেন

ঢালাও মামলায় বিব্রত সরকার

ঢাকা অফিস

ড. আসিফ নজরুল

আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, ‘বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে গায়েবি মামলা হতো। সরকারের পক্ষ থেকে গায়েবি মামলা দিত। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো মামলা দিচ্ছি না। সাধারণ লোকজন, ভুক্তভোগী, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তারা অন্যদের ব্যাপারে ঢালাও মামলা দিচ্ছে। ঢালাও মামলার খুব মারাত্মক প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এটি আমাদের অত্যন্ত বিব্রত করে।’

মঙ্গলবার বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমরা অনেক ধরনের আইনি সংস্কার, পদক্ষেপের কথা ভাবছি। পরবর্তীতে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগটি আমরা একটি আইনের মাধ্যমে করতে চাচ্ছি। আইনের মাধ্যমে করার দাবি সমাজে বহুদিন ধরে আছে। ২০০৮ সালে এ রকম একটি আইন হয়েছিল। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার এসে সেটিকে আর আইনে রূপান্তরিত করেনি। আমরা ওই আইনটি আরও বেশি যুগোপযোগী করার জন্য, তাঁদের (কমিশনের) সহায়তা চেয়েছি। যাতে পরবর্তী যে নিয়োগ হবে, তা আমরা আইনের ভিত্তিতে করতে পারি।’

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘তাঁরা যেভাবে কাজ করছেন, তাতে আমি খুবই আশাবাদী হয়েছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে, তারা যেমন বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছেন বা স্বপ্ন দেখছেন তা যদি সত্যিই করা যেত তাহলে সম্ভবত আমাদের বিচারাঙ্গনে সমস্যা যা আছে তা আর থাকত না কখনো। এখানে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও মানুষের আইনি অধিকার অনেক বেশি শক্ত হতো।’

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য বিচারপতি ফরিদ আহমেদ শিবলী বলেন, ‘আমরা কিছুদিনের মধ্যেই সুপারিশ আকারে আমাদের মতামত আইন মন্ত্রণালয়ে জানাব। আশা করি সরকার সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।’

বাংলাদেশি পর্যটক কম, কলকাতার ব্যবসা বাণিজ্যে ধস

ভিসা কড়াকড়ি

ঢাকা ডেস্ক

চলতি বছরের জুলাই থেকে বাংলাদেশি পর্যটকদের অভাবে বড় ধরনের লোকসান গুনছে কলকাতার বিভিন্ন হোটেল ও খুচরা দোকানের ব্যবসায়ীরা। অনেকে বলছেন, করোনা মহামারির পর এমন দশায় আর কখনো পড়তে হয়নি তাদের।

সেন্ট্রাল কলকাতার দুই বর্গকিলোমিটারজুড়ে শতাধিক হোটেল ও তিন হাজারেরও বেশি দোকান রয়েছে। পর্যটকনির্ভর এই বাণিজ্যিক এলাকা মিনি বাংলাদেশ নামে পরিচিত। মূলত বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রভাব বেশ বাজেভাবেই পড়েছে এই এলাকার ব্যবসায়। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, বাংলাদেশি পর্যটকের অভাবে কলকাতার মিনি বাংলাদেশ এলাকার বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড প্রায় ৭০ শতাংশ কমে গেছে।

গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা কার্যক্রমের ছন্দপতন ঘটে। সীমিত পরিসরে এই কার্যক্রম শুরু হলেও ভারত জানিয়ে দিয়েছে যে, চিকিৎসার জন্য ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া অন্যান্য ভিসা তারা ইস্যু করবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশিদের কলকাতা ভ্রমণ ব্যাপক হারে কমে যায়। আর তাতেই ধস নামে মিনি বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রেতার অভাবে বর্তমানে মারকুইস স্ট্রিট, সাডার স্ট্রিট, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড, রয়ড স্ট্রিট ও এলিয়ট রোডের ১২০টি হোটেলের মাত্র ১০-১৫ শতাংশ কক্ষে অতিথি আছে। অথচ গত বছর এই সময়ে হোটেলগুলোর ৮০ শতাংশ কক্ষ ভরা ছিল।

কলকাতা হোটেল ও রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মনতোষ সরকার বলেন, জুলাই থেকে মারকুইস স্ট্রিটে আমার হোটেলের ৩০টি কক্ষের মধ্যে মাত্র চার বা পাঁচটি কক্ষ বাংলাদেশি অতিথিদের দখলে আছে। অথচ বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন ও শেখ হাসিনার পতনের আগে সেখানে আমার হোটেলের ২৬-২৮টি কক্ষেই বাংলাদেশি অতিথিরা ছিলেন।

প্রায় নির্জন একটি হোটেলে অবস্থান করা চট্টগ্রামের রেজেন বিশ্বাস বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর ভারত সরকারের নতুন ভিসা নিষেধাজ্ঞার কারণে কলকাতায় বাংলাদেশিদের আগমন ব্যাপক হারে কমে গেছে। আগে এই হোটেলের কক্ষগুলোও বাংলাদেশিদের আনাগোনা ও আড্ডায় সরগরম থাকত।

নিউমার্কেটের দোকানদাররা, যারা সাধারণত কলকাতার বিভিন্ন অংশের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে বেশি ক্রেতা পান, তারাও হতাশ।

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office: 71-24 35th Avenue, Jackson Hts, NY 11372, Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
Bronx Office: 831 Burke Avenue, Bronx, NY 10467, Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
Yonkers Office: 558 E Kimball Ave, Yonkers, NY 10704, Ph: 718-844-4092, Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office: 180-15 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Ph: 718-785-6883, Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES
আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

বিডিআমরা'র ট্রাম্প ভিক্টোরি পার্টি ১৮ নভেম্বর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

১০ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় কুইন্স-জ্যামাইকার একটি রেস্তোরায় বাংলাদেশী-আমেরিকান রিপাবলিকান এলায়েন্স 'বিডিআমরা'র আহ্বানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাচন উত্তর বিজয়ী উদযাপন পার্টি আয়াজনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট রিয়েলটর ও প্রবীণ কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট নাসির আলী খান পল। অন্যান্যদের মধ্যে প্রিয়তোষ দে, আজাদ আহমেদ, ইমাম কাজী কায়্যুম প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সর্ব সম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, নিউইয়র্কে বিডিআমরার ট্রাম্প ভিক্টোরি পার্টি উদযাপিত হবে আগামী ১৮ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৭ঃ০০ টায়। স্থান উডসাইডের কুইন্স প্যালেস। প্রাথমিক ভাবে এতে ব্যয়েরও একটি বাজেট ধরা হয়। কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা নিজ নিজ ব্যবসার নামে স্পন্সর করতে পারবেন কিংবা ব্যক্তিগত সৌজন্যে অনুদান দিয়ে স্বেচ্ছায় যুক্ত হবার পথও খোলা রাখা রয়েছে। অনুষ্ঠানে সকল বাংলাদেশীদের জন্য আগে আসলে আগে বসবেন ভিত্তিতে আয়োজন করা হলেও সীমিত বিশেষ আসনের সুযোগ নিতে আগ্রহীদেরকে সরাসরি পল খানের সাথে ৩৪৭-২৪৮-৫২৬৪ এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের মূল ধারার আমেরিকান রিপাবলিকান নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য ভিআইপিগন অংশগ্রহণ করবেন। এর আগে তাৎক্ষণিক ভাবে একটি প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচনের পরের দিন বুধবার ৭ নভেম্বর জ্যাকসনহাইটসের একটি পার্টি হলে। এতে বাংলাদেশী-আমেরিকান রিপাবলিকানরা একই ছাদের নিচে জড়ো হয়ে বিজয়োৎসবে মেতে উঠলেও সবাইকে নিয়ে আরো বড় করে একটি বিজয়ী অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই এই ভিক্টোরী পার্টির আয়োজন করা হয়েছে বলে পল খান জানান।

ট্রাম্পের 'গণ-নির্বাসন' পরিকল্পনায় আতঙ্কিত নিউইয়র্কের অভিবাসীরা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত গণ নির্বাসন পরিকল্পনার কারণে নিউইয়র্ক সিটির অভিবাসী সম্প্রদায়গুলোতে চরম ভীতি বিরাজ করছে। বিশেষ করে ব্রুকলিন ও কুইন্সের মতো এলাকায় বসবাসকারী অনথিভুক্ত অভিবাসীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম উদ্বেগে আছেন।

জানা গেছে, নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ৪১ লাখ ২০ হাজার অনথিভুক্ত অভিবাসী বসবাস করছেন। এখানে অধিকাংশ অভিবাসী সুরক্ষিত থাকেন। সচরাচর ভয়াবহ কোন অপরাধ না করলে কাউকে নির্বাসিত করা হয় না। তবে সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসী নীতি শঙ্কিত করছে লাখ লাখ অনথিভুক্ত অভিবাসীদের।

ইয়াতজিরি টোভার ব্রুকলিনে বসবাস করছেন। তার সাছে মা-বাবাও রয়েছেন। তারা প্রায় ৩০ বছর ধরে এখানে আছেন। তোভার বলেন, আমার বাবা-মা নিজেদের নিউইয়র্কবাসী হিসেবে মনে করেন, অন্য সবার মতো। কিন্তু এখন তারা আতঙ্কে আছেন। টোভার মনে করেন, ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অভিবাসন এজেন্টদের সক্রিয় করবেন এবং বিপুল সংখ্যক অনথিভুক্ত অভিবাসীকে বিতাড়িত করবেন।

টোভার বলেন, আমার বন্ধুদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরাও নথিভুক্ত নন। তাদের জন্যও ভয় লাগছে। কারণ আমরা জানি ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসীদের লক্ষ্যবস্তু করতে চায়।

এই আতঙ্ক ব্রুকলিনের বুশউইক ও কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসসহ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। জনসন নামে কুইন্সের অপর এক বাসিন্দা বলেন, আমি ভীত! আমার সন্তান ও নাতি-নাতনি রয়েছে। আমি কঠোর পরিশ্রম করি। আমাদের নির্বাসন করা অন্যায় হবে।

নিউইয়র্ক সিটির ব্যবসায়ী ও সংগঠক ক্যাথরিন ওয়াইল্ড বলেন, অভিবাসীরা কর দিয়ে আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। প্রায়শই এখানে ১০-২০ বছর

ধরে আইনি মর্যাদা ছাড়াই রয়েছেন। কোনো নীতি এই জনসংখ্যাকে বিঘ্নিত করলে তা আমাদের অর্থনীতি ও শহরের ওপর বড় প্রভাব ফেলবে।

বন্ধ হচ্ছে নিউইয়র্কের অভিবাসীদের 'খাদ্য ভাউচার'

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রশাসন ঘোষণা শহরের অভিবাসী পরিবারগুলির জন্য খাদ্য ভাউচার সরবরাহ বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। এই প্রোগ্রামটি শহরের হোটেলে আশ্রয় নেওয়া অভিবাসী পরিবারগুলোকে তাদের প্রয়োজনীয় খাবার ও দৈনন্দিন সামগ্রী কেনার জন্য প্রিপেইড ডেবিট কার্ড দিতো। তবে বছরের শেষ পর্যন্ত অভিবাসী পরিবারগুলোকে এই সুবিধা দেওয়া হবে এবং এরপর থেকে শহর কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে সরাসরি খাবার পৌঁছে দেবে।

মেয়র অ্যাডামস এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা আশ্রয়প্রার্থী প্রোগ্রামের জন্য আরও কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি প্রয়োগের লক্ষ্যে কাজ করছি। গত দুই বছরে ২ লাখ ২২ হাজারেরও বেশি অভিবাসীকে সহায়তা প্রদান এবং আশ্রয় ব্যবস্থাপনায় প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করেছি।

মেয়র অ্যাডামস এবং নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে সাম্প্রতিক আলোচনার পর এমন সিদ্ধান্ত আসে। যেখানে তারা নিউইয়র্ক সিটির অবকাঠামো, জননিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। অ্যাডামস বলেন, নিউইয়র্ক সিটিকে এগিয়ে নিতে আমাদের অবশ্যই ফেডারেল প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।

এই প্রোগ্রামটি চালুর পর থেকে প্রায় ২ হাজার ৬শ অভিবাসী পরিবারকে প্রায় ৩.২ মিলিয়ন ডলারের প্রিপেইড ডেবিট কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে। চার সদস্যের একটি পরিবারকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩৫০ ডলার মূল্যের ভাউচার দেওয়া হয়। যা তাদের স্থানীয় বাজার থেকে খাবার কেনার সুযোগ করে দেয়।

দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনী প্রচারে অভিবাসনকে তার এজেন্ডার শীর্ষে রেখেছিলেন তিনি। দেশের দক্ষিণ সীমান্তে, তার ভাষায় 'নজিরবিহীন শৃঙ্খলা' আরোপ করার অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি।

নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প অঙ্গীকার করেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম দিনেই তিনি দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কার অভিযান শুরু করবেন। প্রচারের পুরো সময়জুড়ে ট্রাম্প অভিবাসনকে একটি সংকট হিসেবে বর্ণনা করেন।

নিউইয়র্কে ট্রাম্পের 'গণ নির্বাসন' নীতির প্রতিবাদ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশটির নাগরিকত্বপ্রাপ্তির যে আইন বা বিধি এতদিন প্রচলিত ছিল তা বাতিলের ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়েছেন শতাধিক অভিবাসী ও তাদের সমর্থকরা। গত বৃহস্পতিবার রাতে নিউইয়র্কের ফোলি স্কোয়ারে আয়োজিত এক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে এ প্রতিবাদ জানানো হয়। নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের উদ্যোগে এই সমাবেশ আয়োজিত হয়।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা 'ঘৃণা নয়, ভয় নয়, অভিবাসীরা এখানে স্বাগত' এমন স্লোগান দেন এবং ঐক্য ও সহমর্মিতার বার্তা ছড়িয়ে দেন। এ সময় বক্তারা ট্রাম্পের পূর্ববর্তী নীতিগুলোর বিরুদ্ধে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে ২০১৭ সালের মুসলিম নিষেধাজ্ঞা এবং অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের সম্ভাবনা। যা নিউইয়র্কের লক্ষাধিক অভিবাসীর জীবনে চরম প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, নিউইয়র্ক সিটি সম্প্রতি অভিবাসী পরিবারগুলোর জন্য প্রিপেইড ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ৩৫০ ডলার সহায়তা প্রদানকারী একটি পাইলট প্রকল্প বন্ধ করেছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস জানান, শহরের সম্পদ ও বাজেটে চাপ পড়ছে এবং নিউইয়র্কবাসীদের চাহিদা পূরণে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

মেয়র অফিসের অভিবাসন বিষয়ক কমিশনার ম্যানুয়েল ক্যাস্ট্রো অভিবাসীদের আশ্বস্ত করে বলেন, নিজেদের আত্মগোপন করার প্রয়োজন নেই। অভিবাসীরা শহরের জরুরি সেবাগুলো ব্যবহারে স্বাধীন।

মহিলা ক্ষমতায়ন কোয়ালিশন অফ এনওয়াইসির সোমিয়া এল-রোউমেইম বলেন, আমরা ট্রাম্পের বহিষ্কারের এজেন্ডা বাস্তবায়িত হতে দেব না। আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের পাশে থাকব এবং এ ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াব।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা ট্রাম্পের পরিকল্পিত নীতির বিরুদ্ধে তাদের অটল

অবস্থান প্রকাশ করেন এবং সকল অভিবাসী সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

প্রসঙ্গত, সমপ্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের প্রচারাভিযান সংক্রান্ত দাপ্তরিক সাইটে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে জন্ম নেওয়া কোনো শিশুর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির জন্য ওই শিশুর পিতা কিংবা মাতা—যে কোনো এক জনের নাগরিক হওয়া বা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাসের অনুমোদন থাকা জরুরি। অবিলম্বের দেশের কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে এই নির্দেশনা পাঠানো হবে।

আগামী ২০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জে ডি ভ্যান্স। ওই দিন থেকেই এই নির্দেশনা কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে।

মার্কিন নাগরিকত্ব-গ্রিনকার্ড অর্জনের একটি সহজ এবং জনপ্রিয় পথ মার্কিন ভূখণ্ডে সন্তান জন্মদান। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ওই শিশুর বয়স ১৮ পার হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে বড় করা এবং দেখাশোনা করার জন্য তার পিতা-মাতাকে বৈধভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়। আর একবার বৈধ বসবাসের অনুমতি পেলে নাগরিকত্ব ও গ্রিনকার্ড প্রাপ্তির পথও অনেক সহজ হয়।

আ.লীগের শহীদ নুর হোসেন দিবস পালন

নিউইয়র্ক মহানগর

শেখ শফিকুর রহমান

যথাযথ মর্যাদায় নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের শহীদ নুর হোসেন দিবস পালন।

১০ নভেম্বর রোববার যুবলীগনেতা শহীদ নুর হোসেন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগ।

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান, বিশেষ অতিথি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ডাঃ মাসুদুল হাসান ও প্রধানবক্তা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ।

দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম।

সভার শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এবং সকল শহীদদের স্মরনে এক মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। বক্তব্য রাখেন শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায়, বীরমুক্তিযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম, মিসবাহ আহমদ, দুরুদ মিয়া রনেল, জাকির হোসেন চৌধুরী অসীম, সৈয়দ কিবরিয়া, শাহনাজ মমতাজ, এন ইসলাম, দুলাল বিল্লাহ, সরয়ার হোসেন, শেখ শফিকুর রহমান, মোশাহিদ চৌধুরী, সাখাওয়াত হোসেন

দৃষ্টি হারিয়েছে ৭০০, আহত ৩০ হাজার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন

ঢাকা ডেস্ক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ৭০০ যুবক দৃষ্টি হারিয়েছেন এবং ৩০ হাজার আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব এমএ আকমল হোসেন আজাদ।

তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আহতদের জন্য সরকারের দিক থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে। জনসংখ্যার ৬৫% কর্মক্ষম লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাবে। এ দেশ তারুণ্যের উৎসবে মেতে উঠবে। যুবক-যুবতীর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

৯ নভেম্বর শনিবার দুপুরে ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ময়মনসিংহ কার্যালয় আয়োজিত 'মাদক ও সন্ত্রাসবিরোধী কর্মকাণ্ডে যুবদের ভূমিকা' শীর্ষক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ও যুব উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়' সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এমএ আকমল হোসেন আজাদ বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ হচ্ছে যুব সমাজ। এখানে যুবক ও যুবতীরা রয়েছেন। দেশ গঠনে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য। দেশের প্রায় ৫ কোটি ৩০ লাখ যুবক ও যুবতী যদি একসঙ্গে কাজ করে তাহলে আমরা কোথায় পৌঁছবো, সেটা আমাদের ভাবা উচিত। আমাদের দেশে যুব সমাজের মধ্যে যুবতী নারী সবচেয়ে কঠিন সময় পার করেন। বাল্যবিবাহ থেকে শুরু করে অল্প বয়সে সন্তানের মা হওয়া, ঘরের ভেতরে ও বাইরে নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছেন তারা। এসব থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। তা নাহলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। নির্যাতন প্রতিরোধ করতে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এ কাজে সহযোগিতায় পিছিয়ে থাকলে হবে না সাংবাদিক ও শিক্ষকমণ্ডলীদেরও।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী বলেন, তরুণরা যে লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা আগামীর চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে তরুণদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তারুণ্যের শক্তির ভূমিকা দেশকে আরও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলবে।

তরুণ সমাজকে মূলধারার শক্তিতে নিয়ে আসার কথা বলে তিনি বলেন, তরুণদের অংশগ্রহণ ও ভাবনাকে আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি। ৬৪ জেলায় ৬৪টি খাল পরিষ্কারের মতো নানান জনমুখী কাজের উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগে যুবক ও যুবতী ভাই-বোনেরা সরাসরি ভূমিকা রাখছেন। সামাজিক সচেতনতামূলক আরও অনেক কাজ আমাদের বাকি রয়েছে। আগে যারা কোনো প্রশিক্ষণ নেয়নি তাদের মধ্য থেকে প্রায় ৯ লাখ যুব ও যুব নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

নিউইয়র্কে যুবলীগের ৫২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

শেখ শফিকুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় বাংলাদেশ যুবলীগের ৫২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। ১১ নভেম্বর সোমবার রাতে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে আয়োজিত যুবলীগনেতা মোঃ সেবুল মিয়ার পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ থেকে টেলিফোনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুবলীগের সাধারন সম্পাদক মইনুল হোসেন খান নিখিল। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ডাঃ মাসুদুল হাসান, নিউইয়র্ক মহানগর আওমীলীগের সাধারন সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল, নুরুল আফসার সেন্টু, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন, সাধারন সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া জামান, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল, সহসভাপতি ইমদাদ এইচ ভূইয়া, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগনেতা নাফিজুর রহমান তুরান, ব্রঙ্কস আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মুহিত।

বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক শেখ শফিকুর রহমান, ইসমাইল হোসেন স্বপন, জ্যাকসন হাইটস আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহ চিশতি, সাধারন সম্পাদক তানভীর কায়সার, যুবলীগনেতা রহিমুজ্জামান সুমন, রেজা আব্দুল্লাহ, রিন্টু লাল সরকার, আলমামুন সরকার, ইমরুল কায়েস, শেখ কামাল, জহির আহমদ, তোফাজ্জল হোসেন, হৃদয়, জয় প্রমুখ। সভার শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সাথে দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জন্মদিনের কেক কাটা হয়।

সবশেষে উপস্থিত সবাইকে নৈশ্যভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

আট বছর পর বেবী নাজনীন দেশে ফিরলেন

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেছেন সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন। ১০ নভেম্বর রোববার সকাল ১০টায় কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে ঢাকার হজরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি। সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেবী নাজনীনের ভাই এনাম সরকার। এর আগে বেবী নাজনীনের ছেলে অমিতাভ সায়েদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বেবী নাজনীনের উড্ডয়ন নিয়ে লিখেন, মা বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করেছেন। তার নিরাপদ ভ্রমণ কামনা করি। বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে বাংলাদেশে বেবি নাজনীনের পেশাগত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান বেবী নাজনীন। এরই মধ্যে ২০১৫ সালে দেশে ফিরেই পড়েন সরকারের রোষাণলে। বেবি নাজনীন দেশে ফিরে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্য রান্না করা খাবার নিয়ে গেলে খালেদা জিয়ার গুলশান কার্যালয়ের সামনে থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনার পর পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে দীর্ঘ ৮ বছর পর আবারও দেশে আসলেন বিএনপির

এ নেত্রী ও খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী। দেশের বাইরে থাকলেও রাজনীতিতে এখনো সক্রিয় এই সংগীতশিল্পী। গত জুন মাসে বেবী নাজনীনকে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত করা হয়। প্রায় সাড়ে চার দশকের ক্যারিয়ারে বহু জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই সংগীত তারকা। আধুনিক সংগীতের সর্বাধিক সংখ্যক একক, দ্বৈত ও মিশ্র অডিও অ্যালবামের শিল্পী বেবী নাজনীন তাঁর সংগীতজীবনের শুরু থেকেই অডিও মাধ্যম, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র এবং দেশ-বিদেশের মঞ্চ মাতিয়েছেন সমান তালে।

সুইজারল্যান্ডে আ.লীগের সমর্থকদের হাতে হেনস্তার শিকার আইন উপদেষ্টা

নিউজ ডেস্ক

সুইজারল্যান্ডে হেনস্তার শিকার হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে সেখানকার আওয়ামী লীগের সমর্থকদের হাতে আইন উপদেষ্টার হেনস্তার শিকার হওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ১ মিনিট ৪৩ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, একদল লোক আসিফ নজরুলকে ঘিরে ধরেছেন। এরপর উত্তেজিত ভাষায় তর্ক করার সময় প্রশ্ন করছেন, আপনি মিথ্যা বলেছেন।

প্রতি উত্তরে আসিফ নজরুল বলছেন, আপনি গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? এ সময় হেনস্তাকারীদের 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিতেও দেখা যায়।

জানা যায়, সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গভর্নিং বডি এবং সংস্থাটির গুরত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দেশে ফিরছিলেন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। দূতাবাসের প্রটোকলে গাড়িতে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিমানবন্দরে পৌঁছান।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

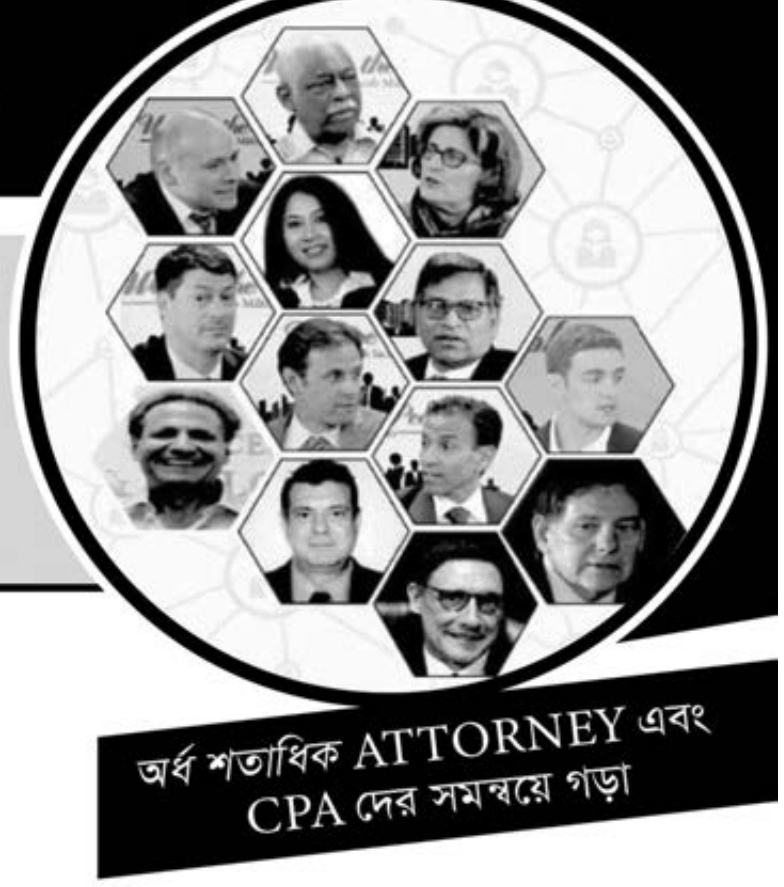

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, ফুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

ETERNAL JANNAT CARE

Licensed Home Care Agency

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

সার্ভিস এরিয়া

- কুইন্স
- ব্রুকলীন
- ম্যানহাটন
- ব্রোনস্
- স্ট্যাটান আইল্যান্ড
- নাসাউ
- সাফোক
- বাফেলো

আমরা নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করে থাকি।
সার্ভিস অপরিবর্তিত থাকিবে।
সিডিপেপ সার্ভিসের জন্য কোন সার্টিফিকেট প্রয়োজন নেই।

নিয়োগ চলছে
বাসায় থেকে
$৭০ হাজার
আয় করুন

আমাদের সেবাসমুহ

- সিডিপেপ
- এইচএইচএ (হোম হেলফ এইড)
- পিসিএ (পার্সোনাল কেয়ার এইড)

আপনি যদি শারীরিকভাবে অসুস্থ ও অক্ষম থাকেন, তাহলে আপনার সেবার জন্য বাসায় স্টেটের খরচে, বিনামূল্যে সেবাদানকারী পেতে পারবেন ।

- সিডিপাপ প্রোগ্রামের জন্য আপনি যোগ্য কিনা জানতে আমাদের অভিজ্ঞ কোঅর্ডনিটরের পরামর্শ নিন
- হোম কেয়ার সার্ভিসধারীরা বাড়ী ভাড়া বাবদ স্টেট থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন ।

বয়স্ক আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

আজই যোগাযোগ করুনঃ

Corporate Office:
91-12 175TH Street,
Lower Level, Jamaica
NY 11432

(516) 787-9092
(718) 534-0424
coordinator@eternalhcs.com
eternalhomecare.com

Thinking of
BUYING
SELLING
INVEST, RENT

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়

করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com

EXIT REALTY PRIME

Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.

মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

Reg.No.C-187784

বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়

বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা
বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা
ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট,
ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন ।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র এস্টোরিয়া শাখার উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের জনপ্রিয় মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠান সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র এস্টোরিয়া শাখার উদ্বোধন হয়েছে। ২৯-১৩, ৩৬ এভিনিউতে শাখাটির পূর্বের স্থান পরিবর্তন করে নতুনভাবে এই লোকেশানে উদ্বোধন করা হয়। ৮ নভেম্বর, শুক্রবার ফিতা কেটে শাখাটি উদ্বোধন করেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটের ফার্স্ট কাউন্সেলর মো: আনিছুজ্জামান। দোয়া পরিচালনা করেন আল আমিন মসজিদের খতিব মাওলানা লুৎফর রহমান।

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন তার উদ্বোধনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানে আগত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, উন্নত গ্রাহক সেবা, ভালো রেট, মোবাইল এ্যাপসহ নানা লোকেশান থেকে টাকা পাঠানোর সুবিধা আজ সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। যার কারণে প্রতিষ্ঠানটির পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমি আমাদের সকল সম্মানিত গ্রাহকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস বাংলাদেশসহ ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল এবং আফ্রিকাতে টাকা পাঠিয়ে আসছে। জ্যাকসন হাইটিস-এ ৭৩ ও ৭৪ স্ট্রিটে ২টি শাখা, এছাড়াও জ্যামাইকার হিলসাইট, এস্টেরিয়াসহ সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র রয়েছে ৪টি শাখা। এছাড়াও নিউইয়র্ক জুড়ে রয়েছে ১০০টির ও বেশী এজেন্ট লোকেশন। সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস বাংলাদেশে ১১টি ব্যাংকের রেমিটেন্স এগ্রিমেন্ট রয়েছে। এছাড়া গ্রাহকরা বিকাশের মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ইমিগ্রেন্ট এন্ডার হোম কেয়ার'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও গিয়াস আহমেদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও স্টার ফার্নিচার'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও রকি আলিয়ান, সেক্রেটারি জেএফএম রাসেল, এ্যাংকর ট্রেভেল্স'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও এএসএম উদ্দিন (পিন্টু), বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকি। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মো: জাবেদ উদ্দিন, এ্যাপোলো ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো: শমশের আলী, আলামিন মসজিদের সভাপতি সাহাবুদ্দিন, মরগেজ ইন্স্যুরেন্সের সভাপতি সান্তনু বড়–য়া (হিমু), বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এজিএম জাহাঙ্গীর হাসান।

গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডা. মো: ওয়াজেদ এ খান, টাইম টেলিভিশনের সিইও ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক মো: নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক রতন তালুকদার প্রমুখ।

এছাড়াও উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, ব্যাবসায়ী, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr. Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।

• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace
Restaurant & Party Hall

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

PEOPLENTECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্লুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA.LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই

১০ হাজার ডলারের রিভেট

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন

তোফায়েল চৌধুরী

নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল

স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে

GREE MECHANICAL YONKERS

আমাদের কল করুন

914-222-9477 or 914-989-0089

Gree Mechanical Yonkers

1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

rivertel
Presents
USBCCI BUSINESS EXPO 2024

SATURDAY
NOVBEMBER 23, 2024
9:00 AM-5:00 PM

NEW YORK LAGUARDIA
AIRPORT MARRIOTT.

SCAN FOR YOUR FREE TICKET

Bridging Markets, Cultivating Opportunities
and Uniting Business Communities.

EVENT HIGHLIGHTS

EXHIBITOR: 40+ | PANELS: 5 + | ATTENDEES: 500+

Confirmed Exhibitors

rivertel, NEW YORK STATE Department of Public Service, IRS Department of the Treasury Internal Revenue Service, clover, NEW YORK STATE Empire State Development, AT&T, guidance RESIDENTIAL, ADP, Citizens Bank, BHAVLEEN SABHARWAL LAW OFFICE, FLUSHING, INTERLINKED360, sunman express global money transfer, SJ INNOVATION AI FIRST SOLUTIONS, ELHAAM ACADEMY, RECOMM WE FUND, Bright Horizon Solutions, SHADHIN TECH, Spensibly, fiserv., Craftidious, ODIN, ellexo, AHAD&CO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS, accompany capital, Tariq Law PC, USBD GROUP LLC, Citywide Insurance Agency

SPONSORS

PLATINUM
Framework Finance LLC

SPONSORSHIP & EXHIBITOR OPPORTUNITIES AVAILABLE

USBCCIBUSINESSEXPO.COM
INFO@USBCCI.ORG
212-347-6364

MEDIA PARTNER
ঠিকানা
TiME television

Organized by: USBCCI
In association with
In collaboration with: U.S. Chamber of Commerce, BROOKLYN, Queens Chamber of Commerce, BRONX CHAMBER OF COMMERCE, GCCI
Technology Partner: USBD DIGITAL SOLUTIONS

usbccibusinessexpo | usbccibusinessexpo | usbccibusinessexpo | usbccibusinessexpo

INDO BANGLADESH CO -PRODUCTION
PRODUCED BY ESKAY MOVIES (IND)
KAMAL MOHAMMOD KIBRIA & ANONNO MAMUN (BD)
ESKAY MOVIES
ACTIONCUT
BIOSKOPE FILMS
USA DISTRIBUTIONS
মহাসমারোহে
শুভ মুক্তি
১৫ই নভেম্বর
নিউইয়র্ক
সহ যুক্তরাষ্ট্র
এবং কানাডায়
RELEASING USA & CANADA
15TH NOV 2024
SUPERSTAR SHAKIB KHAN IN
দাগ
A FILM BY
ANONNO MAMUN
STARRING
SONAL CHAUHAN | PAAYEL SARKAR | RAHUL DEV
RAJESH SHARMA | SAFA MARIA | ALOK JAIN
In
KEW GARDEN CINEMAS
১৫ই নভেম্বর
KEW GARDENS CINEMAS, 8105 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS, NY 11415
11/15/24 - 11/21/24 | 2:00 PM, 5:00 PM & 8:00 PM DAILY
SHOWCASE CINEMA DE LUX BROADWAY, 955 S BROADWAY, HICKSVILLE, NY 11801
11/15/24 - 11/21/24 | 4:00 PM & 7:00 PM DAILY
অগ্রিম টিকেট পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং থিয়েটার বক্স অফিসে
PARTNER
Galaxy media

বাংলাদেশের আগুনঝরা দিনের মহাপুরুষ

আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার মজলুম জনগনের অন্যতম দিশারী

মজলুম জননেতা

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী'র

৪৮ তম

মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন

১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রোববার

স্থানঃ জুইশ সেন্টার

৩৭-০৬ ৭৭ ষ্ট্রিট, জ্যাকসন হাইট্স, নিউইয়র্ক ১১৩৭২

সময় দুপুর ৩ ঘটিকা

মওলানা ভাসানী'র জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র

আলোচকবৃন্দ

ভাসানী গবেষক ডঃ আবিদ বাহার
মন্ট্রিয়েল কানাডা

ডঃ আসিফ আক্রাম
ভাইস চেয়ারম্যান ভাসানী চর্চ্চা কেন্দ্র, কলকাতা

যোগাযোগ

ইমরান হোসাইন আনসারী: ৩৪৭ ৮৬৬ ৭৩৬৫, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম: ৯১৭ ৭৮৩ ৮১৩৮, নুর আমীন: ৭১৮ ৫৫৯ ২৪২১, মোহাম্মদ হোসেন: ৫১৬ - ৩৪৩ - ৯৪৫৬, মোহাম্মদ আলী: ৯১৭ ৩০২ ০৪৪৩, মোঃ আবদুস সোবহান: ৬৪৬-৩৭১-৩৬১৪

মঈনুদ্দীন নাসের
সাধারণ সম্পাদক
ফোন: ৯১৭ ৪৪৬ ৩৬৩২

কাজী ফৌজিয়া
সহ সভাপতি
ফোন: ৩৪৭-৯৬৫-৩১৯৪

আলী ইমাম
সভাপতি
ফোন: ৩৪৭ ৭৭৪ ৬৪৬৯

আয়োজনে: মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন, নিউইয়র্ক, ইউএসএ

এটিভি ইউএসএ আইকনিক স্টার এওয়ার্ডসে আসছেন এক ঝাঁক তারকা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আইনিক স্টার এন্ড বিজনেস এওয়ার্ডস ২০২৪। বাংলাদেশি গ্লোবাল ডায়াসপোরা কাউন্সিল ও পিয়াল হোসেন এন্টারটেইনমেন্টের আয়োজনে এই অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর হিসেবে থাকছে এটিভি ইউএসএ। যেখানে অংশগ্রহণ করবেন এক ঝাঁক তারকা।

১১ নভেম্বর সোমবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকার আশা পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান আয়োজকরা। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আশা গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত পরিচালক তানভীর তারেক ও ঢাকা থেকে আগত মডেল নিবিড় আদনান নাহিদ ও বাংলাদেশি গ্লোবাল ডায়াসপোরা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মো. লিটন আহমেদ।

সংবাদ সম্মেলনে ফ্যাশন ডিজাইনার ও কোরিওগ্রাফার পিয়াল হোসেন বলেন, ২০২০ সাল থেকে আমরা আইকনিক স্টার এন্ড বিজনেস এওয়ার্ডস শুরু করি। প্রতি বছর আমরা ঢাকা ও কলকাতায় নিয়মিতভাবেই এই এওয়ার্ডস অনুষ্ঠান করে আসছি। এই প্রথম নিউইয়র্কে হতে যাচ্ছে এটিভি ইউএসএ আইকনিক স্টার এন্ড বিজনেস এওয়ার্ডস। আগামী ২৪ নভেম্বর রোববার লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে অনুষ্ঠানটি হবে।

এতে বাংলাদেশ ও ভারতের বিনোদন জগতের তারকারা উপস্থিত থাকবেন। এখন পর্যন্ত যারা নিউইয়র্কে আসছেন তারা হলেন- অভিনয়শিল্পী বিদ্যা সিনহা মিম, তানজিন তিশা, সাদিয়া জাহান প্রভা, মন্দিরা চক্রবর্তী, জায়েদ খান, মামনুন ইমন, নিরব হোসেন, আবদুন নূর সজল, সঙ্গীতশিল্পী রিজিয়া পারভীন, আঁখি আলমগীর, তানভীর তারেক, স্বপ্নীল সজীব, রেশমী মির্জা, মডেল নিবিড় আদনান নাহিদ ও জেরিন এবং ভারতের টলিউড তারকা পায়েল সরকার। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করবেন দেবাশীষ বিশ্বাস, শারমিন সিরাজ সোনিয়া ও সাদিয়া খন্দকার।

এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন তারকাদের সাথে আমাদের কথা চলছে। এটিভি ইউএসএ আইকনিক স্টার এন্ড বিজনেস এওয়ার্ডসে অংশ নিতে সবাইকে আমন্ত্রণ জানান আয়োজকরা।

Sarah Care USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
✓ CDPAP/PCA/HHA
✓ No Certificate Required
✓ Highest pay with Benefit
We Speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Need Job?
Call Us: 917-745-0949
▪ With Best Income Up to $85,000 Annually
▪ LAN/RN OT/PT/DIETICIAN Medical Supply
▪ Work at Home
Dr. Gee Cee Pat
Vice President
Dr. Shajadi Parvin
CEO/President
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
Free Service: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office: 37-18-73rd Street, Suit # 301, Jackson Heights, NY 11372
Jamaica Office: 170-05 & 185-08 Hillside Ave, Jamaica, NY11432
Brooklyn Office: 2033 Bath Ave, Brooklyn, NY 11214
Bronx Office: 2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office: 3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
Email: sarah@sarahcareusa.com | Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

BDGDC
Bangladeshi Global Diaspora Council
PEAL HOSSAIN ENTERTAINMENT
ad point
a house of total media solution
ATV USA
বিশ্বজুড়ে বাঙালিয়ানা
iconic
STAR FASHION & BUSINESS AWARDS
NEW YORK
SEASON SIX
See you at New York

Event Date:
24th November 2024
Event Venue:
New York LaGuardia Marriott
Time: 6 pm Onwards
Events Partners
LiveTuneIN
বাংলা কড়াই

SCAN THIS QR TO GET YOUR TICKETS NOW:
Regular : $50
Golden : $100
Platinum : $200
www.globaliconicawards.org/ticket

Courtesy by
AG
Aasha Group

কাউন্টি কমিটি মেম্বার পদে নির্বাচিত হলেন আবু জাফর মাহমুদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের কুইন্স কাউন্টি কমিটির মেম্বার পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান রাজনীতিবিদ আবু জাফর মাহমুদ। যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন তিনি মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস গঠন করে নতুন উদ্যোমে রাজনীতিতে অগ্রসর হয়েছেন।

চলতি বছরের ২৫ জুন অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেট প্রাইমারি নির্বাচনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন। এর আগে ৫ মে জ্যাকসন হাইটস এর ডাইভার্সিটি প্লাজায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কুইন্স কাউন্টি কমিটির সদস্য পদে তার প্রার্থীতা ঘোষণা করেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা।

পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আবু জাফর মাহমুদ জানিয়েছেন, তার এ অর্জন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের একটি আনুষ্ঠানিক অধ্যায় । তিনি বলেন, যারা এতদিন বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অবদান রেখেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা এখন দৃপ্তস্বরে , স্বগৌরবে বলতে পারবেন ডেমোক্রেটিক নিবার্চনে আমরাও মূলধারার নেতৃত্বে অংশীদার।

তিনি জানান, কুইন্স কাউন্টি কমিটির মেম্বার পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তার জয়লাভের বিষয়টি একটা ইতিহাস ও একই সঙ্গে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। এর কৃতিত্বের দাবিদার কমিউনিটির সকল মানুষ।

৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের দিন জ্যাকসন হাইটস এর ডাইভার্সিটি প্লাজায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল গণনার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে তার জয়লাভের ঘোষণা দেন কুইন্সের জনপ্রিয় কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান। তিনি বলেন, আবু জাফর মাহমুদ শুধু বাংলাদেশের মানুষের কমিউনিটি নেতা নন, তিনি দক্ষিণ এশিয়া তথা বৃহত্তর আমেরিকান কমিউনিটির জন্য এক অসাধারণ নেতৃত্বের সাক্ষর গড়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর যোদ্ধা এবং বাংলাদেশি আমেরিকান সম্প্রদায়ের অন্যতম স্তম্ভ আবু জাফর মাহমুদের জীবনদর্শন ও কর্ম বাংলাদেশি আমেরিকান তথা বৃহত্তর আমেরিকান সমাজের জন্য অভূতপূর্ব প্রভাব ফেলেছে।

১৯৪৮ সালের এপ্রিলে বঙ্গোপসাগরের তীরে জন্ম নেওয়া আবু জাফর মাহমুদ নিউ ইয়র্কে হোম কেয়ার সেবার পথিকৃৎ। তিনি বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এবং অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনকর্পোরেটেড এর প্রেসিডেন্ট এবং সিইও। তিনি নিউইয়র্ক রাজ্যে হোম কেয়ার শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, অসংখ্য প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের উচ্চমানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করেছেন। পেশাগত সাফল্যের বাইরেও তিনি প্রবাসী বাংলাদেশি এবং অন্যান্য অভিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় এক অবিচল সংগ্রামী।

আবু জাফর মাহমুদ মহান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মাউন্টেন ব্যাটালিয়নের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি দেশের দলীয় রাজনীতির পথ পরিহার করে রাজনীতিচর্চা ও মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। একই সঙ্গে তিনি মনোনিবেশ করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সমরনীতি বিষয়ক গবেষণায়।

নিউইয়র্কে ৩২ বছর বসবাসকালীন সময়ে তার সাহায্যের হাত পৌঁছে গেছে প্রবাসী বাংলাদেশি থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন দুর্যোগ কবলিত দেশের জনগোষ্ঠীর মাঝে। সহায়তা পাঠিয়েছেন আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক এবং ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হাইতির মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক শহরে কোভিড-১৯ মহামারির সময় আবু জাফর মাহমুদের মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ প্রচেষ্টা ছিল অসাধারণ। মহামারি চলাকালীন, তিনি ও তাঁর সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে খাদ্য, ওষুধ এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে, যা তার অবিচল মানবিকতার প্রতিচ্ছবি।

প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের জন্য তার অবদান শুধু মানবিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি 'পিপল ইউনাইটেড ফর প্রগ্রেস' এর নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু অভিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তার নেতৃত্বে, এই সংস্থা বাংলাদেশি আমেরিকানদের শুধু আমেরিকার সমাজে একীভূত করা নয় বরং তাদেরকে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী করে তুলেছে। ভোটার নিবন্ধন ক্যাম্পেইন, নীতি পরিবর্তনের জন্য প্রচারণা, এবং বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বরকে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা—এসবের মাধ্যমে মাহমুদ প্রমাণ করেছেন যে প্রবাসীদের অধিকারের জন্য তিনি নিবেদিত।

এই অসামান্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে, মাহমুদ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নাইট অফ সেন্ট জন অফ জেরুজালেম, প্রেসিডেন্টস লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড এবং প্রেসিডেন্টস ভলান্টিয়ার সার্ভিস অ্যাওয়ার্ডসহ বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড ও পদবী। তিনি জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট থাউজেন্ড শেডস অফ উইমেন কতৃর্ক গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর নিযুক্ত হন। এছাড়া মানবসেবায় অবদানের জন্য তিনি সম্মানসূচক ডক্টরেট অর্জন করেছেন।

রাজনীতি ছাড়াও, আবু জাফর মাহমুদের প্রভাব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী। জয় বাংলাদেশ মিডিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং সিইও হিসেবে তিনি টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশি সংস্কৃতিকে তুলে ধরার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

থিয়েটার সেভেনটি ওয়ান-এর উদ্যোগে থিয়েটার ওয়ার্কশপ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অভিনেতা খাইরুল ইসলাম পাখির নেতৃত্বে নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করল নতুন নাট্য দল 'থিয়েটার71'। নবগঠিত এই দলের তত্ত্বাবধানে নিউইয়র্ক হতে যাচ্ছে থিয়েটার প্রশিক্ষণ কর্মশালা। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে থাকছেন দেশ বরেণ্য সব সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যজনেরা, যারা অধুনা এই শহরেই বসবাস করছেন।

ডিসেম্বর মাসের ৭ ও ৮ তারিখ শনি ও রোববার, এই দুই দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যারা প্রশিক্ষক হিসেবে থাকছেন তারা হলেন- তৌকির আহমেদ, লুৎফুন নাহার লতা, বিপাশা হায়াত, শিরীন বকুল, বন্যা মির্জা, আহকাম উল্লাহ্, রোকেয়া রফিক বেবী, শামসুল আলম বকুল, সারোয়ার হারুন ও মিথুন আহমেদ।

এই থিয়েটার ওয়ার্কশপটি সবার জন্যই উন্মুক্ত। মঞ্চনাটকে কাজ করতে আগ্রহীরা অনতিবিলম্বে এই সুযোগটি গ্রহণ করতে পারেন। থিয়েটার ওয়ার্কশপটি অনুষ্ঠিত হবে- ১৪৮- ৪৬ হিলসাইড এভিনিউ (দোতলা), জামাইকা, নিউইয়র্ক- ১১৪৩৫, এই ঠিকানায়। যোগাযোগ করুন- ৯২৯ ৩৬৫ ৮৬৫০, ৬৪৬ ৩০১ ৮১০১, theater71corp@gmail.com

কে হচ্ছেন সিনেটের নতুন নেতা?

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষ হওয়ার উত্তেজনা শেষ হতেই এখন সিনেটের নতুন নেতা নির্বাচন নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এজেন্ডাগুলো কতটা আইনে পরিণত হবে সেটা ঠিক করার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, বুধবার সিনেটরদের ভোটে নতুন নেতা নির্বাচিত হবেন এবং তাকে অবশ্যই তার মনোনয়নগুলো দ্রুত অনুমোদন করার আগ্রহ থাকতে হবে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়ে তিনি মন্ত্রিসভাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে যেসব নিয়োগ দিবেন সেগুলো সিনেটের অনুমোদন পেতে হবে।

এদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চলতি সপ্তাহেই ট্রাম্পের সঙ্গে হোয়াইট হাউজে বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকে ট্রাম্পকে ইউক্রেনকে যুদ্ধে সহায়তা থেকে পিছিয়ে না আসার জন্য বাইডেন আহ্বান জানাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এখন রিপাবলিকান পার্টির। সে কারণে বুধবার এ দল থেকেই নির্বাচিত হবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সাধারণত গোপন ভোটে এটি হলেও এবার ভোটের আগেই উঠে আসছে ফ্লোরিডার সিনেটর রিক স্কটের নাম।

৫ নভেম্বর মঙ্গলবার তিনি আরও এক মেয়াদের জন্য পুন:নির্বাচিত হয়েছেন। এরপর থেকেই তার সহকর্মী টেক্সাসের জন করনিন এবং সাউথ ডাকোটার জন থুনের বিপরীতে তার নাম উঠে আসে।

কারণ জন করনিন এবং জন থুন- দুজনের কেউই ডোনাল্ড ট্রাম্প শিবিরের আস্থাভাজন ব্যক্তি নন। ফলে দলের তৃণমূল থেকে শুরু করে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরাও এখন প্রকাশ্যে স্কটের কথা বলছেন। অ্যালাবামার টমি টিউবারভিলসহ অন্তত পাঁচজন স্কটকে সমর্থন করেছেন।

রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র লিখেছেন, রিক স্কটকে ছাড়া ট্রাম্পের পুরো সংস্কার এজেন্ডা টলমল করবে। এছাড়া ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ইলন মাস্ক ও মার্ক রুবিও স্কটকে সমর্থন করেছেন। সিনেটের বর্তমান রিপাবলিকান নেতা মিচ ম্যাককনেল

নিউইয়র্কসহ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাচ্ছে 'দরদ'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিস্কো, শিকাগো, বোস্টন, কানেক্টিকাটসহ বিশ্বব্যাপী শুভ মুক্তি পেতে যাচ্ছে মেগা স্টার শাকিব খান অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র – "দরদ"। আগামী ১৫ই নভেম্বর নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলেসসহ বেশ কয়েকটি মেজর মার্কেটে 'দরদ' মুক্তি পাবে। এরপর পরবর্তী শুক্রবার ২২শে নভেম্বর সারাদেশে মুক্তি পাবে 'দরদ'।

বুধবার (১৩ নভেম্বর) জ্যাকসন হাইটসের রিভারটেল কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ছবিটির পরিবেশক প্রতিষ্ঠান বায়োস্কোপ ফিল্মস।

শাকিব খান অভিনীত জনপ্রিয় ছায়াছবি "তুফান" এর আকাশচুম্বী সাফল্যের পর বায়োস্কোপ ফিল্মস যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় "দরদ" ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছে। 'দরদ' এর নিউইয়র্কের প্রচারে ইভেন্ট পার্টনার হিসেবে থাকছেন কনসার্ট আয়োজনে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি মিডিয়া।

বায়োস্কোপ ফিল্মস এর কর্ণধার রাজ হামিদ বলেন, 'দরদ' আন্তর্জাতিক মানের একটি চলচ্চিত্র। এটি বায়োস্কোপ ফিল্মস'র ৪৮ তম পরিবেশনা। তুফান-এ যেমন মেগা স্টার শাকিব খানকে দর্শক লুফে নিয়েছেন, দরদেও শাকিব খানকে দর্শক বেশ কমপ্লেক্স চরিত্রে দেখবেন । শাকিব খান অবিশংবাদিত ভাবে কেবল ঢাকার দর্শকদের ভেতরই নয়, উত্তর আমেরিকার বাংলা ছবি প্রেমিকদের মধ্যেও সুদৃঢ় আসন তৈরী করে নিয়েছেন।

গ্যালাক্সি মিডিয়ার কর্ণধার বদরুদ্দোজা সাগর বলেন, 'দেশের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন প্রবাসিরা এখন বিনোদন খুজছেন। তার প্রমান – গ্যালাক্সি মিডিয়া আয়োজিত আর্টসেল এবং ওয়ারফেজের কনসার্টে বিপুল দর্শক সমাগম ।

আমরা 'দরদ' এ তেমনি দর্শক আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি । গ্যালাক্সি মিডিয়া বায়োস্কোপ ফিল্মস এর পাশেই ছিল গত তিন বছর ধরে । দরদ উত্তর আমেরিকায় নতুন মাত্রা জোগ করবে।'

এদিকে নিউইয়র্কে 'দরদ' এর মুক্তির অপেক্ষায় আছেন বহু শাকিব ভক্ত ও অনুরাগী। সাকিব ভক্ত ফারজানা বলেন, দরদ দেখতে মুখিয়ে আছি। আশা করছি মেগাস্টার শাকিব খানের সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি তুফানের মতোই দরদেও এই অভিনেতা ভক্ত অনুরাগীদের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাবেন।

ছবির পরিচালক অনন্য মামুন বলেন, দরদ একটি প্যান ইন্ডিয়ান এবং বিশ্বব্যাপী এক যোগে চারটি মহাদেশে একই দিনে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলাদের প্রথম চলচ্চিত্র হতে যাচ্ছে ।

নির্বাচনে ভরাডুবির দায় বাইডেনের: পেলোসি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির পরাজয়ের জন্য জো বাইডেনকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যদি নির্বাচন থেকে আগেই সরে দাঁড়াতেন, তাহলে ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করতে পারত। নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমনটি জানিয়েছেন বলে ফরাসি সংবাদ সংস্থা এএফপি তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছেনিউইয়র্ক টাইমসে স্থানীয় সময় ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সাক্ষাতকারটি প্রকাশিত হয়। পেলোসি বলেন, যদি প্রেসিডেন্ট বাইডেন আগে সরে দাঁড়াতেন, তাহলে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকত।যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হতে কয়েক মাস ধরে নির্বাচনি প্রচার ও বিতর্ক চলে। বাইডেন পুনরায় নির্বাচনের ঘোষণা দেয়ার পর ডেমোক্রেটিক পার্টি আর কোনো প্রার্থী বাছাই করেনি। নির্বাচনের চার মাস আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কে ধরাশায়ী হওয়ার পর বাইডেন সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। এ সময় ডেমোক্রেটিক পার্টি তড়িঘড়ি করে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে প্রার্থী মনোনীত করে। সাক্ষাতকারে পেলোসি নির্বাচনি প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তড়িঘড়ি করে কমলা হ্যারসিকে প্রার্থী হিসেবে অনুমোদন দেওয়ায় বাইডেনের সমালোচনা করেন।সাক্ষাতকারে কমলা হ্যারিসের প্রশংসা করেন পেলোসি বলেন, তিনি মানুষের মধ্যে আশা জাগিয়েছেন। প্রার্থী বাছাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে কমলা জিততেন বলে মনে করেন পেলোসি। তিনি বলেন, হয়তো কমলা আরও বেশি শক্তিশালী হতেন। জনগণের কাছে যেতে পারতেন।গত ৫ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন রেনোভেটেড, ২ বেডরুম, ১ বাথরুম। 82-72, 161 st, Jamaica 11432 যোগাযোগ- 718 790 7593

আপনার প্রয়োজনে ব্যবসার জন্য এখনি লোন নিতে পারেন
GET THE MONEY YOU NEED FOR YOUR BUSINESS NOW
QM Advance
Quick Money in Advance

- Quick and Easy
- No Credit Check
- No hidden Fee
- $4,000-$100,000
- 90% Approved in 24 hours

Special Promotion Start
From$49 Only a day

For More Info Call Now
MOHAMMAD: 516-940-7363
khanm@qmadvance.com
Executive Office Center 61-43 186th St.
Fresh Meadows, NY 11365
Mohammad

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে স্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

বাসা ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে স্টুডিওরুম ১ জনকে ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jji831847@gmail.com

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

গাজায় ত্রাণ ঢুকতে ইসরায়েলের বাধা, অস্বীকার যুক্তরাষ্ট্রের

ঢাকা অফিস

ইসরায়েল বর্তমানে গাজায় ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে না বলে জানিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে না। তবে ওয়াশিংটন স্বীকার করেছে, ফিলিস্তিন অঞ্চলে মানবিক পরিস্থিতি এখনো ভয়াবহ রয়ে গেছে।

গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক বিবৃতিতে এমনটি জানায়।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন গত ১৩ অক্টোবর এক চিঠিতে ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের বলেছিলেন, গাজার মানবিক পরিস্থিতি সামলাতে ইসরায়েলকে ৩০ দিনের মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। না হলে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তায় প্রভাব পড়তে পারে।

চিঠিতে বর্ণিত পদক্ষেপ নেওয়ার শেষ দিন ছিল মঙ্গলবার। তবে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি মুখপাত্র ভেদান্ত প্যাটেল বারবার এ নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'কিছু অগ্রগতি আমরা দেখেছি। আরও পরিবর্তন দেখতে চাই। যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না হলে হয়তো এসব পরিবর্তন হতো না। ইসরায়েলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আইনের শর্ত মেনে চলার বিষয়ে নজরদারি চলবে।'

অক্সফাম ও সেভ দ্য চিলড্রেনের মতো আটটি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা বলেছে, ইসরায়েল সময়সীমার মধ্যে দাবিগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে হামাস বাইডেন প্রশাসনের এই মূল্যায়নের সমালোচনা করে বলেছে, এতে ইসরায়েলের সহিংসতার প্রতি বাইডেনের সহযোগিতা প্রকাশ পেয়েছে।

২০২৩ সালের অক্টোবরের আক্রমণে হামাসের সশস্ত্র বাহিনী ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যা ও ২৫০ জনের বেশি ইসরায়েলিকে জিম্মি করে। এরপর থেকেই বাইডেন ইসরায়েলকে শক্তভাবে সমর্থন দিয়ে আসছেন। ইসরায়েলের পাল্টা আগ্রাসনে গাজায় ৪৩ হাজার ৫০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন ও অঞ্চলটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'ইসরায়েল কিছু ব্যবস্থা নিলেও গাজায় পরিস্থিতি এখনো

যুক্তরাষ্ট্রে শিগগির বাতিল হচ্ছে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব আইন

ইমা এলিস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এ বিজয়ে দেশটির লাখ লাখ অভিবাসী দম্পতিদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিন থেকেই জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় থাকা অভিবাসী ভারতীয়দের সন্তানরাও আগামী দিনে জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হওয়ার সুযোগ পাবে না।

অফিসিয়াল ট্রাম্প-ভ্যান্স প্রচারাভিযানের সাইটে পোস্ট করা পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নের জন্য একদিনের মধ্যেই নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করবেন নতুন প্রেসিডেন্ট। শুধু অবৈধ অভিবাসীদের জন্যই এটি মাথাব্যথার কারণ নয় বরং খসড়া নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে, "আমেরিকায় জন্মালেই কোনও শিশুকে আর নাগরিকত্ব দেয়া হবে না। সন্তানের পিতামাতার মধ্যে যেকোনও একজনকে মার্কিন নাগরিক হতে হবে। অথবা থাকতে হবে গ্রিন কার্ড। তবেই তাদের সন্তানরা আগামী দিনে আমেরিকার নাগরিক হতে পারবে।'

যুক্তরাষ্ট্রে অর্ধলক্ষাধিক বাংলাদেশি দম্পাত রয়েছেন যারা এখনও কোন বৈধ কাগজপত্র নেই। বৈধতার জন্য তারা আইনি লড়াই করছেন দীর্ঘদিন ধরে। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় এসব পরিবার দুশ্চিন্তায় দিন কাতাচ্ছেন। ইতোমধ্যে অনেকেই ইমিগ্রেশন আইনজীবিদের সঙ্গে পরামর্শও নিয়েছেন।

নিউ ইয়র্কের একজন বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন আইনজীবি জানান, বুধবার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার খবর পেয়ে তিনি অসংখ্য বাংলাদেশি পরিবার থেকে ফোন পেয়ে তিনি তাদেরকে আইনি পরামর্শ দিয়েছেন। এসব পরিবার এখন চরম আতঙ্কের মাঝে দিন কাটাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি রাজীব এস খান্না গণোমাধ্যমকে বলেছেন-'এটি প্রায় নিশ্চিতভাবে মার্কিন সংবিধানের ১৪ তম সংশোধনীর লঙ্ঘন। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট রায় রয়েছে।' পদক্ষেপের বৈধতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে অভিবাসন অ্যাটর্নি গ্রেগ সিসকিন্ড বলেছেন, 'এটি অবশ্যই ১৪তম সংশোধনীর লঙ্ঘন। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনত দম্পতিদের সন্তানদের বাদ দিতে এতদূর যায় কিনা তা আমাদের দেখতে হবে।'

২০২২ সালের মার্কিন জনগণনা অনুযায়ী, আমেরিকায় ৪৮ লক্ষ ভারতীয় বসবাস করেন। তার মধ্যে ১৬ লক্ষই জন্মগ্রহণ করেছে মার্কিন মুলুকে। ট্রাম্পের নয়া নীতি অনুযায়ী, তারা কেউই মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ তাদের পিতামাতা মার্কিন নাগরিক নন বা তাদের গ্রিন কার্ড নেই। এইচ-১বি ভিসায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত অনেকেই কয়েক দশক ধরে ব্যাকলগে আটকা পড়েছেন। কর্মসংস্থান-ভিত্তিক গ্রিন কার্ডের জন্য বার্ষিক লক্ষ্য ১৪০,০০০ সেট করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে কোনও দেশই কর্মসংস্থান বা পরিবার-ভিত্তিক বিভাগে মোট গ্রিন কার্ডের সাত শতাংশের বেশি পেতে পারে না।

জ্যাকসন হাইটসে মুনা সেন্টারের ফান্ড রেইজিং ডিনার

ডেস্ক রিপোর্ট

মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটস (মসজিদ নামিরাহ) এর বার্ষিক ফান্ড রেইজিং ডিনার ও দোয়া মাহফিল গত ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় মসজিদ মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্ক নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি ডা: আতাউল গণী উসমানী, মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোয়াহা আমিন খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক এমসি টিভি'র সিইও কাজী শামসুল হক।

আল্লাহর ঘর মসজিদ মুসলিম সমাজের মূলকেন্দ্র উল্লেখ করে বক্তাগণ বলেন, এ কারণে রাসুল (সা:) হিজরতের প্রথম দিনই মসজিদ নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে বক্তাগণ বলেন, 'তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

তারা আরো বলেন, মসজিদ নির্মাণ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে কোনো রকমের অহমিকা, গৌরবের বিষয় অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবে। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখার গুরুত্ব আরোপ করেন তারা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার। পরিচলনা করেন সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ও মুনা এলমহার্ষ্ট চ্যাপ্টারের সভাপতি সম্পাদক কায়কোবাদ কবীর। বক্তব্য রাখেন, সেন্টারের ইমাম ও খতিব মাওলানা অলিউর রহমান সিরাজী, অর্থ সম্পাদক ও মুনা জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের

মিশিগানে ১০৮ সমবেত কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত গীতাপাঠ অনুষ্ঠিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট দুর্গা টেম্পলে গত ১০ নভেম্বর রোববার ১০৮ সমবেত কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত গীতাপাঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজক আন্তর্জাতিক হিন্দু পরিষদ। অংশগ্রহনকারী ভক্তগণ রোববার বেলা ১২ টা'র আগেই দুর্গা টেম্পলে উপস্হিত হন। পুরুষরা সাদা পাঞ্জাবী/ধুতি, পায়জামা, নারীরা লাল পাড়ের শাড়ী বা এই সাদৃশ কামিজ এবং বিধবারা সাদা পাড় শাড়ী পরে গীতাপাঠে অংশ গ্রহণ করেন, অনেক তরুণ তরুণীও এতে অংশ গ্রহণ করেন। সবাইকে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি করে গীতা ও উত্তরীয় পরিয়ে দেয়া হয়। গীতাপাঠ শুরুর আগে ভক্তরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। উৎসব উদযাপন কমিটির আহবায়ক ও মুখপাত্র হারান কান্তি সেন বলেন, গীতা পাঠে সবাইকে আগ্রহী করতে বিশেষ করে এখানে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে গীতার মর্মার্থ পৌঁছে দিতে আমাদের এ আয়োজন।

ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান ডিয়ারবর্ণে পিঠা উৎসব

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের 'ইউনিভার্সিটি অব মিশিগান ডিয়ারবর্ণ' এ ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পিঠা উৎসব পালন করা হয়েছে। জানা গেছে, ৬ নভেম্বর বুধবার ইউনিভার্সিটির 'কোচ অব হলে' এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে 'অর্গানাইজেশন অব বাংলাদেশি স্টুডেন্টস'। পুরো হল বাংলাদেশি কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানে ছিল বিভিন্ন স্বাদের ও বর্ণের পিঠার প্রদর্শনী, সেসব পিঠার উৎপত্তিস্থল, স্বাদ, কি উপকরণ দিয়ে তৈরী এসব বিষয় আগত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন উদ্যোক্তারা । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, একক ও দলীয় সঙ্গীত। ছিল খেলাধূলা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী পর্ব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির অনেকেই এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সবাইকে সংগঠনের পক্ষ থেকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়। সংগঠনের সভাপতি খাইরুল মোত্তাকিন তানিন জানান, এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ভাষা, ইতিহাস পরিচিত করে তোলা এবং বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। উদ্যোক্তারের একজন রাজর্ষি চৌধুরী গৌরব এই প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে জানান, এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মিশিগানে বসবাসরত বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের বিশেষ করে এখানে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা তরুণ তরুণীদের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা এবং সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করা। পাশাপাশি ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের কাছে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তুলে ধরা।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে এক 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টাপর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়।

আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে 'কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি'।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোঃ আইয়ুব, মনিরুজামান, বেলাল হোসেন, আমিন খান, মাসুম বাউল প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আটলান্টিক সিটি জিটনি এসোসিয়েশনের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জয়জয়কার

সুব্রত চৌধুরী

৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার আটলান্টিক সিটি জিটনি এসোসিয়েশনের ত্রিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ওইদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংগঠনের একশত আটাত্তর জন সদস্য তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

আটলান্টিক সিটি জিটনি এসোসিয়েশনের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে

প্রথমবারের মতো প্রধান তিনটি পদে প্রবাসী বাংলাদেশিরা জয়লাভ করেছেন। সংগঠনের সভাপতি পদে ঢাকার মগবাজারের বাসিন্দা মোহাম্মদ তানভির হাসান, সহসভাপতি পদে চট্টগ্রামের সন্দীপের বাসিন্দা জাকিরুল ইসলাম খোকা ও সাধারন সম্পাদক পদে টাংগাইলের ঘাটাইলের বাসিন্দা মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস জয়ের মালা গলায় পরেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটির লোকজন জিটনির 'মালিকানা ও ড্রাইভার' শর্তে এই সংগঠনের সদস্য। ১৯১৫ সাল প্রথমবারের মতো আটলান্টিক সিটিতে জিটনি পরিবহন ব্যবস্হা চালু হয়।

সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই পরিবহন দিবারাত্রি আটলান্টিক সিটি ও সন্নিহিত শহরগুলোতে দীর্ঘকাল ধরে যাত্রীসেবা দিয়ে আসছে।

সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক গনপরিবহন হিসাবে পর্যটকসহ অন্যান্য যাত্রীদের কাছে জিটনি বেশ জনপ্রিয় ।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান ও সাধারন সম্পাদক সোহেল আহমদ, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী আটলান্টিক সিটি জিটনি এসোসিয়েশনের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে বিজয়ীদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
nalea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের উদ্যোগে কনস্যুলেট সেবা

সুব্রত চৌধুরী

প্রবাস জীবনে পাসপোর্ট ও ভিসা হালনাগাদ রাখা যে কতটা প্রয়োজনীয় তা ভুক্তভোগী মাত্রই ভালোভাবে ওয়াকিবহাল। বিশেষ করে যেকোনো জরুরি প্রয়োজনে তা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করতে ভিনরাজ্যে অবস্থিত কনস্যুলেট বা মিশনগুলোতে দৌড়ঝাঁপ করাও হ্যাপার ব্যাপার। আর এসব সেবা গ্রহণের সুযোগ যদি 'বাড়ির কাছে আরশি নগর' এ পাওয়া যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আর এই সুযোগ করে দিতেই নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে আয়োজন করা হয়েছিল ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবার।

১২ নভেম্বর, মংগলবার সকাল দশটায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে তাদের নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউস্থ 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার'এ নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সহযোগিতায় এই ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা প্রদান করা হয়।

কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা এর নেতৃত্বে কাউন্সেলর মোঃ আনিসুজামান, কাউন্সেলর প্রসূন কুমার চক্রবর্তী, পারভেজ আহমদ,মোঃ বশির আহমদ, মোঃ আসাদুরজামান, এস এম মফিজউদ্দীন ,মোকসেদুর রহমান,শফিকুল ইসলাম এই সেবা প্রদান করেন।

ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবার আওতায় তিনশতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি সহজেই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট গ্রহণ ও পাসপোর্ট নবায়নসহ বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সুযোগ পান। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টধারী বাংলাদেশিরা তাঁদের পাসপোর্টে নো ভিসা রিকোয়ার্ড সিলসহ অন্যান্য সেবা নেন।

বিএএসজের সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও তাদের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি এই কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বিএএসজের সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা প্রদান করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

বিএএসজের ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি আব্দুর রফিক ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই ভ্রাম্যমাণ কনস্যুলেট সেবা গ্রহণের জন্য প্রবাসীরা বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে সমবেত হতে থাকেন। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির কর্মকর্তা বেলাল হোসেন, সিরাজ উদ্দীন, মো: মনিরুজ্জামান, বেলাল উদ্দিন,জাকির হোসেন,মো. রফিক, মো: আইয়ুব, রহমান বাবুল, শেখ আমিন, শাহরিয়ার আহমেদ, শাহনুর নান্না, গিয়াস উদ্দিন পাঠান, মাহমুদ হোসেন, রওশনউদদীন প্রমুখের সাদর সম্ভাষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা কোনো ধরনের ঝক্কি-ঝামেলা ছাড়াই এই সেবা গ্রহণ করে যারপরনাই খুশি হন।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির এই ধরনের আয়োজনের জন্য সংগঠনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাসা-বাড়ি এয়ার

শেষ পৃষ্ঠার পর

সিস্টেম লাগানোর পর গ্রাহক মুক্তি পেতে পারেন তেল কিংবা গ্যাসের বয়লার সিস্টেম থেকে এবং সাশ্রয় করতে পারেন অতিরিক্ত বিল দেওয়া থেকেও।

তোফায়েল চৌধুরী লিটন জানান, কোন গ্রাহক এ সিস্টেমটি ইনস্টল করতে চাইলে রিবেটের পর যদি অতিরিক্ত অর্থ লাগে গ্রাহক সে অতিরিক্ত অর্থ ঋণ হিসেবে নিতে পারবে সাড়ে তিন শতাংশ ইন্টারেস্টে। যা পরিশোধে সময় পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ ১৫ বছর। সেই সাথে ১০ বছরের গ্যারান্টি-ওয়্যারেন্টিসহ থাকছে বিক্রয়োত্তর সেবাও। এছাড়াও অত্যাধুনিক ডিজিটাল ওয়াটার হিট পাম্প ইউনিট সুলভে দিচ্ছে গ্রি মেকানিক্যাল ইয়াংকার্স। একসঙ্গে গরম ও ঠান্ডা বাতাস দেয়া হিট পাম্প উইন্ডো প্যাকেজ ইউনিটও মিলছে সাশ্রয়ী মূল্যে।

তিনি বলেন, আমাদের এই সিস্টেমটি হচ্ছে পরিবেশসম্মত। কারণ এই সিস্টেম বাসায় বা ব্যবসায় লাগালে সেই বাসায় আর তেল বা গ্যাসের বয়লার থাকবে না। যার ফলে পরিবেশ থাকবে স্বাস্থ্যসম্মত।

লিটন আরও বলেন, এই সিস্টেম বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে করা হবে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের মেশিন বিদ্যুৎ জেনারেট করবে। অন্যদিকে বাড়ির বা ব্যবসার মালিক বয়লারের গ্যাস বা তেলের বিল থেকে মুক্তি পাবেন। সে ক্ষেত্রে বিল আসতে পারে রান্নার মতই। এই সিস্টেমে আরো যেসব সুযোগ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রতিটি ফ্লোরের জন্য আলাদা আলাদা সিস্টেম করে দেওয়া।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সহযোগিতা বা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে তোফায়েল চৌধুরী লিটন প্রায় ৫ বছর আগে নিউইয়র্কের ইয়াংকার্সে এই প্রতিষ্ঠান চালু করেন। তার প্রতিষ্ঠান ইয়াংকার্সে হলেও তিনি নিউইয়র্কের সর্বত্র সেবা প্রদান করেন। নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশীদের এ পরিবেশবান্ধব হিটিং এন্ড কুলিং সিস্টেম ইন্সটলের আহবানও জানান তিনি।

মূলত নিউইয়র্ক সিটিকে গ্রিন সিটি করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই প্রজেক্ট শুরু হলে বাংলাদেশীদের সেবা দেয়ার লক্ষ্যে তোফায়েল চৌধুরী লিটন

গণমাধ্যমের ওপর সরকারের কোনো চাপ নেই: নাহিদ

ঢাকা অফিস

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'গণমাধ্যমের ওপর সরকারের কোনো চাপ নেই। এই স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে গণমাধ্যমকে সাহসের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে।' মঙ্গলবার ঢাকায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

তথ্যের অবাধ প্রবাহের ওপর গুরুত্বারোপ করে উপদেষ্টা বলেন, 'সঠিক তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচার না হওয়ায় গুজব ও অপতথ্যের দ্বারা মানুষ প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত হচ্ছে। গুজব ও অপতথ্য প্রতিরোধে গণমাধ্যমকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যারা শহিদ ও আহত হয়েছেন, তাদের আত্মত্যাগের গল্প গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে। আন্দোলনে শহিদ ও আহতদের জনস্মৃতিতে রাখতে গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।'

বিগত সরকারের সমালোচনা করে নাহিদ ইসলাম বলেন, ওই সময় অনেক গণমাধ্যমকর্মী ভয়ে সত্য ঘটনা প্রকাশ করতে পারেননি। এখন সেই সময় কেটে গেছে। তিনি ফ্যাসিবাদী সরকারের গুম, দুর্নীতি-সহ সকল অপকর্মের তথ্য গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

গণমাধ্যমের গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, 'বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। জনগণের নিকট সঠিক তথ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সরকার গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা প্রত্যাশা করে। সরকার গণমাধ্যমের সংস্কারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কমিশন গঠন করেছে। কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গণমাধ্যমের সংস্কার করা হবে।'

নিউইয়র্কের নতুন সামাজিক সংগঠন 'লাইফ ইনেশিয়েটিভ'

উত্তর আমেরিকা অফিস

কামরুল ইসলাম

বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ম্যাগাজিন 'দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়াল'-এর প্রধান সম্পাদক, বিশিষ্ট প্রিন্টিং ব্যবসায়ী এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনির নেতৃত্বে 'লাইফ ইনেশিয়েটিভ' নামে একটি নতুন অলাভজনক সামাজিক সংগঠন আতœপ্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যেই সংগঠনটির পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এই পরিষদের সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি এবং পরিষদের সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছেন সালমা জাহান, মুহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম ও শানিলা জাহান। খবর ইউএনএ'র।

সংশ্লিষ্টরা জানান, 'লাইফ ইনেশিয়েটিভ' সংগঠনটি মূলত: কম প্রতিনিধিত্বকারী যুবসমাজ এবং সম্প্রদায়কে ক্ষমতায়ন করা এবং নাগরিক অধিকার ও সিভিক এনগেজমেন্ট নিয়ে কাজ করবে। সংগঠনটির লক্ষ্য সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে একত্রিত হয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। 'লাইফ ইনেশিয়েটিভ' নিউইয়র্কসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি বাংলাদেশে 'লাইফ' নামে একটি এনজিও'র প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ১৯৮৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস, খেলাঘর আসর, আধুনিক (আমরা ধূমপান নিবারণ করি), চিলড্রেন্স ভয়েস, এবং ইয়ুথ স্কলারস কাউন্সিলসহ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

'আমেরিকান ভোটাররা যোগ্যতা দেখে ভোট দিয়েছে'

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর হেরে যাওয়ার বিষয়ে অনেকেই

'আমেরিকা কোনো নারীকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেখতে চান না' বলে ভাবছেন। এটাই কি মূল বিষয় নাকি ডেমোক্রেটের গত চার বছরে বৈদেশিক নীতি, বর্ডার নীতি, অর্থনীতি ব্যর্থতার কারণ রিপাবলিকান ক্ষমতায়-সোহানা নাজনীনের এমন প্রশ্নে হেলাল উদ্দীন রানা বলেন, "কোনো সন্দেহ নেই ডোনাল্ড ট্রাম্প এবারে বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। এই নির্বাচনসহ আমি আমেরিকার মোট ছয়টা নির্বাচনে ভোট দিয়েছি। প্রতিবারই ক্ষমতার চেক এন্ড ব্যালেন্স ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। ২০২০ সালে প্রেসিডেন্সি জিতেছিল ডেমোক্রেটরা কিন্তু হাউজ জিতেছিল রিপাবলিকান। কিন্তু এবারে সিনেট, হাউজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দুটোই ট্রাম্পের হাতে। সরকারের তিনটি শাখা নির্বাহী, আইন এবং বিচার বিভাগ, সুপ্রীম কোর্ট তিনটাই রিপাবলিকানের দখলে। সেখানে ক্ষমতার ভারসাম্য বলে কিছু থাকল না। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার আরো সংযত এবং পরিশীলিত আচার আচরণ করবেন বলে আশা করি।

ডেমোক্রেটদের হারার কারণ হিসাবে বলব, তারা নারী স্বাধীনতা চাইলেও নারী নেতৃত্বের জন্য এখনো প্রস্তুত না। কামালা হ্যারিস সময়ের অভাবে প্রাইমারি ইলেকশন করতে পারেন নাই। প্রার্থী হিসাবে তিনি নিজ দলেই কিছুটা অজনপ্রিয় ছিলেন। এবারে প্রায় দেড় কোটি ডেমোক্রেট ভোটার ভোট দেয়নি। কামালা হ্যারিস ভোটারদের মনবাসনা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রচারণায় তিনি গর্ভপাতের প্রতি বেশি আলোকপাত করেছিলেন। কিন্তু আমেরিকানরা চেয়েছিল তাদের অর্থনীতি, যুদ্ধ, সীমান্তের উপরে নজর দেয়া হোক। কিন্তু কামালা হ্যারিস এগুলোকে গুরুত্ব দেন নাই।"

তিনবার বুলেট খাবার পরেও বলেছে ফাইট ফাইট ফাইট। তার মনোবল অনেক শক্ত। নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্পের শক্তিশালী স্লোগান ছিল "তুমি কি এখন ভালো আছ? নাকি চার বছর আগেই ভালো ছিলে?" আশা করছি সামনের চার বছর উনি দেশটাকে সঠিক নির্দেশনা দেবেন। অনেকেই বলেছন কামালা নারী বলেই হেরে গেছেন কিংবা আমেরিকা নারী নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত না। আমি বলব, সচেতন আমেরিকান ভোটাররা যোগ্যতা দেখে ভোট দিয়েছে, প্রার্থীর লিঙ্গ দেখে নয়। যথাযথ যোগ্যতা থাকলে অবশ্যই কামালা হ্যারিস আমেরিকার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। যুদ্ধে সাতটা মুসলিম দেশের হাজার হাজার মুসলিম মারা গিয়েছে, তাই এবারের নির্বাচনে মুসলিমদের ভোট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।"

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ কেন ডেমোক্রেটকে সাপোর্ট করে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় এবং কামলা হ্যারিসের হেরে যাওয়ার বিষয়টি বাংলাদের জনগণের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলছে- এমন প্রশ্নে বাংলাদেশ থেকে যুক্ত হওয়া সাংবাদিক কাকন রেজা বলেন, "অবিবাসীদের ক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প খুব শক্ত অবস্থানে আছেন, অবিবাসীরা আতঙ্কে আছেন। মূলত আমেরিকা অভিবাসীদের রাষ্ট্র, এখানে প্রতিটা মানুষ অভিবাসী। ভূমিপুত্রদের হটিয়ে অভিবাসীরাই আমেরিকা গঠন করেছে । অভিবাসী নিয়ে কথা বলতে গেলে আমেরিকার অস্তিত্বেই আঘাত লাগে।"

বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ট্রাম্পের জয় অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। যদিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলছেন ট্রাম্প ক্ষমতায় আসাতে বাংলাদেশের সম্পর্কের সাথে হেরফের হবে না। এই বিষয়ে মতামত জানিয়ে হেলাল উদদীন রানা বলেন, "আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি রাতারাতি বদলানোর নয়, তাই বাংলাদেশের প্রতি আমেরিকার বিশ্ব নীতি বদলানো একটা দুরাশা মাত্র। প্রতিটি রাষ্ট্রের ফরেন ডেস্কে অনেক মানুষ নিষ্ঠার সাথে কাজ করে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায়। ২০১৬ সালের নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্প আর এবারের নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে আমি দিন-রাত্রির মতো পার্থক্য দেখছি। এবারে তার কথাবার্তা খুবই পরিশীলিত, তিনি আব্রাহাম লিঙ্কনকে অনুকরণ করেন, সেই পথেই হাঁটবেন।

এদিকে আওয়ামী লীগের লোকজন মনে করছে ট্রাম্প ক্ষমতায় আসাতে তাদেরও বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসতে সুবিধা হবে, এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানতে চাইলে কাকন রেজা বলেন, "পতিত সরকারের আবারো ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন আছে। আমরা ধরেই নেই যে অন্য দেশের দল পরিবর্তনের জন্যে আমাদের সাথে বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন হবে। পতিত কিংবা ক্ষমতাচ্যুত দল যে কোন অবলম্বন ধরে ফিরে আসার আশায় থাকে। কিন্তু এগুলো সহজ ব্যাপার না, আমেরিকান ফরেন পলিসি পরিবর্তন না হলে আমাদের ফ্যাসিস্ট রেজিমকে আরো সমস্যায় পড়তে হবে।"

নির্বাচনের আগে ট্রাম্প বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে টুইট করে বলেছেন, "বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর সহিংসতা চালানো হচ্ছে। অথচ, এসব সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি ফেইক বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা। ট্রাম্পের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্য দেশের বিশ্লেষক।

ট্রাম্পের এই টুইট বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে না বিপক্ষে এই মর্মে কাকন রেজা বলেন, "ভোটের রাজনীতির ব্যাপারে এটা ট্রাম্পের কৌশল হতে পারে। জুলাইয়ের আন্দোলনের সচিত্র দৃশ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ভাবে পুনর্বাসিত হওয়া আওয়ামীলীগের জন্য প্রায় অসম্ভব। সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে হয়তো ফেরত আসা সম্ভব হতে পারে। আমাদের দেশের সংখ্যালঘুরা অত্যন্ত ভদ্র মানুষ, বাইরে থেকে তাদেরকে উত্তেজিত করা হয়েছে বলে আমার ধারণা।"

এ প্রসঙ্গে হেলাল উদদীন রানা বলেন, "আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ভারতেও কিন্তু এতো সম্প্রীতি নেই। এই টুইটের জন্যে কোন সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা হবে তা আমি বিশ্বাস করি না। এটা সাজানো রাজনৈতিক চাল ছিল। হয়তো ট্রাম্পকে এটা বোঝানো হয়েছে, না হলে ট্রাম্প-বাইডেন কেউ বাংলাদেশ নিয়ে মাথা ঘামান না। একটা দেশের ফরেন পলিসি রাতারাতি পরিবর্তন সম্ভব না।"

জিও পলিটিক্স, রাজনৈতিক আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাসির খান পল ও কাকন রেজার মাঝে মতবিনিময় হয়।

১০ লাখ ডলারের বেশি ব্যয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

যোগাযোগ মাধ্যমকে জানিয়েছেন , তারা অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে এবছর চেষ্টা করেছেন সম্ভব স্বল্প খরচের মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা। তিনি জানান, এবারের নির্বাচনী সকল ব্যয় হিসাব-নিকাশ করা হয়নি তবে প্রাথমিক হিসেবে কমিশনের দুই লক্ষাধিক ডলার খরচ হতে পারে বলেই ধারণা। তবে এই হিসাব একেবারেই প্রথমিক। তিনি জানান, নির্বাচনী ব্যয়ের মোটা অর্থ খরচ হয়েছে ভোটের দিন।

অপরদিকে বিজয়ী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচনে প্রাথমিক হিসেবে ব্যয় হয়েছে চার লক্ষাধিক ডলার। এমন তথ্য জানিয়েছেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। নির্বাচনী ব্যয়ের মধ্যে ভোটার সদস্য/নবায়নে মোটা অর্থ ব্যয় হয়েছে। এর বাইরে নির্বাচনী প্রচার, সভা-সমাবেশ, পোষ্টার, অ্যাপায়ন এবং ভোটের দিন অন্যান্য জরুরী বিষয়ে অর্থ ব্যয় হয়েছে। এই প্যানেলের ব্যয়ের মোটা অর্থ এসেছে, সভাপতি পদপ্রার্থী রুহুল আমীন সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহিদ মিন্টুর ডোনেশন থেকে। এর বাইরে প্রার্থী, শুভাকাঙ্খী ও অন্যান্য মহল থেকেও অর্থের যোগান এসেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের নির্বাচনী ব্যয়ের মোটা অর্থের যোগান দিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহিদ মিন্টু।

জুলাই আন্দোলনে আহতদের তোপের মুখে

শেষ পৃষ্ঠার পর

হাইকমিশনার অন্য একটি গাড়িতে করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। এরপর বিক্ষুব্ধরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওই গাড়ি ও প্রটোকলে থাকা পুলিশের একটি গাড়ি আটকে সড়কে অবস্থান নেন।

আহত এক শিক্ষার্থী বলেন, 'একেকটা ওয়ার্ডে ৪৮ জন আহত রোগী রয়েছে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের পছন্দের বিদেশি পাঁচজন সাংবাদিক নিয়ে এসেছেন এবং আমাদের দেশীয় কোনো সাংবাদিককে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁরা (উপদেষ্টা ও হাইকমিশনার) দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে চলে গেছেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। আমরা কথা বলতে গেলেও আমাদের বাধা দেওয়া হয়েছে।' তিনি বলেন, 'সামান্য ট্রিটমেন্ট দিয়ে তিন মাস বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমার পায়ে ৯টি অপারেশন করা হয়েছে, তারপরও এখন পর্যন্ত সুস্থ হতে পারিনি।'

এদিকে হাসপাতালের গেট বন্ধ করে অবস্থান নেওয়ায় রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। রাত পর্যন্ত হাসপাতালের সামনের সড়কেই ছিলেন বিক্ষুব্ধরা। রাতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। সমস্যা সমাধানে উপদেষ্টাদের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, 'তিন মাস পর আমার ভাইয়েরা এখনো রাস্তায় আছে, এটাই আমার জন্য সবচেয়ে লজ্জার। এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, সে জন্য আমাকে একটু সময় দিন।'

তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, পরিদর্শনকালে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার আড়াই ঘণ্টার বেশি সময় হাসপাতালের চতুর্থ তলায় প্রত্যেক রোগীর খোঁজখবর নেন এবং তাঁদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন বলেন, হাসপাতালের চতুর্থ তলায় পরিদর্শন শেষে বের হওয়ার সময় অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার সেখানেই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। এ সময় কয়েকজন ব্যক্তি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। ফলে কথা না বলেই চলে আসতে বাধ্য হন উপদেষ্টা ও হাইকমিশনার।

নিটোর জানিয়েছে, যুক্তরাজ্য থেকে আসা দুই সদস্যের চিকিৎসক দল হাসপাতালে আহত ৮৫ জন রোগীকে দেখেছে। গতকাল পর্যন্ত ১৬ জনের অস্ত্রোপচার করেছে তারা। আজ বৃহস্পতিবার দুজনের অস্ত্রোপচার করার কথা রয়েছে।

এন্ট্রি লেভেলে ৬০ হাজার বেতনে চাকরির সুযোগ

এইচ বি রিতা

অক্টোবর ২০২৪ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার প্রায় ৪.১%। এই হার গত মাসের তুলনায় তেমন পরিবর্তন হয়নি এবং গত বছরের অক্টোবরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন তা ছিল ৩.৮%। এর মানে, শ্রমবাজারে বেশিরভাগ মানুষ চাকরি পাচ্ছে, তবে একটি ছোট অংশ এখনও চাকরি খুঁজছে। তবে এখন নিউইয়র্ক সিটি $৬০,০০০ বেতন থেকে শুরু হওয়া বিভিন্ন এন্ট্রি-লেভেল পজিশনে নিয়োগ দিচ্ছে। JobsNYC পোর্টালে এই নিয়োগের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এতে বেশ কিছু চাকরির সুযোগ রয়েছে যা কারো জন্য স্যুইটেবল হতে পারে।

বর্তমানে চাকরি পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে সদ্য গ্রাজুয়েটদের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রে কিছু সেক্টরে, যেমন প্রযুক্তি এবং মিডিয়া, নিয়োগ বেড়েছে। স্বাস্থ্যসেবা, সাইবার নিরাপত্তা, এবং ই-কমার্স সেক্টরেও উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তবে, চাকরির সুযোগ কমে যাওয়ায় এবং কর্মী ছাড়ের হার স্থিতিশীল হওয়ায় বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। ফলে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য একটি কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে নতুন পজিশনে কাজ পাওয়া আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সময় JobsNYC পোর্টালে কিছু চাকরি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সিভিলিয়ান কমপ্লেইন্ট রিভিউ বোর্ড (CCRB) একজন আউটরিচ কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করতে চান। এই পদের দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে সম্প্রদায়িক ইভেন্ট এবং জনসভায় অংশগ্রহণ করা, বিশেষ প্রকল্প এবং নতুন উদ্যোগের বিকাশে সহায়তা করা।

ক্রিমিনাল জাস্টিস অফিসের অধীনে হেট ক্রাইম প্রতিরোধের জন্য অফিস একটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার নিয়োগ করতে চাইছে। এই পদের দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের ফলাফল সংক্রান্ত ডকুমেন্টেশন ট্র্যাক ও সংগ্রহ করা, মিটিং উপকরণ প্রস্তুত করা সহ প্রশাসনিক সহায়তা। এই পদের জন্য বেতন $৬০,৮৯৯ – $৭২,০০০ পর্যন্ত এবং এটি ম্যানহাটনে অবস্থিত।

অপরদিকে, ৩৫ ঘণ্টা সপ্তাহে কাজের আরও একটি পদ যা ম্যানহাটনে অবস্থিত, বেতন $৬০,৮৮৯ – $৯৪,৫২১ পর্যন্ত নির্ধারিত।

এই পদের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রয়োজন নেই, তবে সিটি গভর্নমেন্টের অনেক চাকরির ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা দিতে হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে কীভাবে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে হয়, তা জানতে, How to take a Civil Service Exam -এ ক্লিক করতে পারেন।

JobsNYC নিউইয়র্ক সিটির একটি সরকারি কর্মসংস্থান পোর্টাল যেখানে বিভিন্ন সরকারি এবং সিটি এজেন্সিগুলোর চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এই পোর্টালে চাকরির তালিকা, বেতন, দায়িত্ব এবং যোগ্যতার বিবরণ ইত্যাদি পাওয়া যায়, যা চাকরিপ্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট চাকরির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সহায়তা করে।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটি চাকরি মেলা

$৬৯,০০০ বেতনের পদ উপলব্ধ

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং প্রেসারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (HPD) ২৩ নভেম্বর, শনিবার একটি 'চাকরি মেলা' আয়োজন করছে। এই 'চাকরি মেলা' সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ১০০ গোল্ড স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত হবে। দুরুর তিনটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

HPD হাউজিং ইন্সপেক্টর নিয়োগ করছে এবং এই পদের জন্য বেতন হবে $৬৯,৩২৮। অতিরিক্ত সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে EPA লিড ইন্সপেক্টর সার্টিফিকেশন ট্রেনিং, ক্যারিয়ার গ্রোথের সুযোগ, স্বাস্থ্য, ডেন্টাল এবং ভিশন বেনিফিট, এবং পেনশন প্ল্যানের অ্যাক্সেস।

হাউজিং ইন্সপেক্টরদের ১০ ঘণ্টা দৈনিক, সপ্তাহে চার দিন কাজ করতে হবে এবং তাদের যেকোনো পাঁচটি বোরোতে কাজ করতে নিয়োগ করা হতে পারে। প্রার্থীকে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে, তবে নিউইয়র্ক সিটিতে বাস করা বাধ্যতামূলক নয়।

আগ্রহী প্রার্থীদের তাদের রেজ্যুমের চারটি কপি এবং ফটো আইডি নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বিভাগ সেখানে সান্ধ্যকালীন সাক্ষাৎকার নেবে। এছাড়া, যারা উপস্থিত হতে চান তারা ২৩ নভেম্বর শুক্রবারের মধ্যে তাদের রেজ্যুমে পাঠিয়ে পূর্ব-যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

সুখবর! সুখবর!!
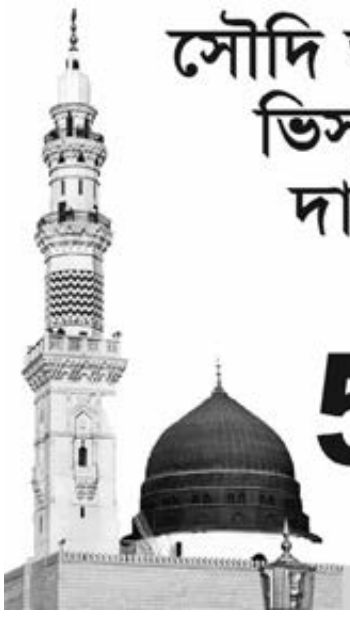
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

প্রতিশোধ নিতে ফিরছেন ট্রাম্প

ড. আমিরা আবো এল-ফেতুহ

জনমত জরিপগুলো তাদের ইচ্ছাকৃত এবং ভুল ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে পুরো বিশ্বকে বিভ্রান্ত করেছে। তারা বলেছিল, হোয়াইট হাউসে যাওয়ার দৌড়ে কমলা হ্যারিস তাঁর প্রতিপক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন। নির্বাচনের ফল হয়েছে তার উল্টো। ট্রাম্প জিতেছেন এবং মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জিতেছেন রিপাবলিকানরা। ডেমোক্রেটিক পার্টি কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ট্রাম্প এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ প্রেসিডেন্ট হয়ে উঠেছেন, কংগ্রেসের উভয় কক্ষ তাঁর বর্ণবাদী, ফ্যাসিবাদী সিদ্ধান্তের সমর্থক হয়ে উঠেছে। তাঁর ধ্বংসাত্মক প্রকল্প, 'শতাব্দীর চুক্তি'র প্রথম শিকার হবে আমাদের আরব অঞ্চল।

ট্রাম্প বা কমলা হ্যারিস—যে-ই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হোন না কেন, আরবের জনগণ তাঁদের কাছ থেকে ভালো কোনো কিছু আশা করেনি। কারণ, তাঁরা উভয়েই ইহুদিবাদী শত্রুকে সমর্থন করেন। প্রথমজন ইহুদিবাদী সত্তাকে ভালোবাসেন এবং পরেরজন এর বন্দনা করেন। তাঁরা দুজনেই এটির পূজা করেন। এ কারণে এই প্রথমবারের মতো আরবরা মার্কিন নির্বাচনকে পাত্তা দেয়নি। তারা নির্বাচনের প্রার্থীদের সম্পর্কে উৎসাহী ছিল না। টেলিভিশনে ফলাফল দেখতেও যায়নি, যেমনটি তারা সাধারণত করে থাকে। তারা এমনও বলেছে, আমরা একটি পাথর এবং একটি কঠিন জায়গার মধ্যে আছি। কারণ ট্রাম্প বা হ্যারিস কেউই ফিলিস্তিনিদের প্রতি ন্যায়বিচার করবেন না। তাদের অধিকার দেবেন না। কারণ, তাঁরা জায়নবাদী সত্তাকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমনকি পুরো ফিলিস্তিনির রক্তের বিনিময়ে হলেও। তাঁরাই জাতির হৃদয়ে এই ক্যানসার সৃষ্টিকারী সত্তাকে এই অঞ্চলে তাঁদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য তৈরি করেছে এবং এটি তাঁদের প্রকল্প, যা তাঁরা কখনোই ত্যাগ করবেন না, তাতে যা-ই হোক না কেন।

একই সময়ে, আমাদের অঞ্চলে সংঘাতের ব্যাপারে ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া এবং তাঁর অবস্থানের প্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। যা-ই হোক, এখানে সবচেয়ে সুস্পষ্ট বিষয় হলো জায়নবাদী সত্তা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সব যুক্তিবাদী লোকজন তাঁর বিজয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। নিউইয়র্কের ইহুদি জনগোষ্ঠীও ট্রাম্পকে ভোট দেয়নি, তার পরিবর্তে তারা কমলা হ্যারিসকে ভোট দিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে তাঁর নীতিগুলো ইহুদিবাদী সত্তার ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করবে না 'শতাব্দীর চুক্তি'র প্রমাণ। এমনকি যদি এটি সংশোধনও করা হয়, যেমনটি তারা দাবি করে, এটির পরিণতি আগের মতোই হবে।

যদিও জনগণ ট্রাম্প বা হ্যারিসের বিষয়ে আগ্রহী না, তবে ইহুদিবাদী আরব শাসকেরা ট্রাম্পকে জয়ী করার জন্য প্রাণপাত করেছেন এবং তাঁর হোয়াইট হাউসে আসার জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছেন। ট্রাম্প শুধু এসব স্বৈরশাসকের বন্ধুই নন, তিনি তাঁদের ত্রাণকর্তা। জনগণের ঘৃণার পাত্র এই স্বৈরাচারী শাসকদের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সমর্থন দেন। আমরা এখনো সেই ঘটনার কথা স্মরণ করি, যখন তিনি মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর 'প্রিয় একনায়ক' বলে অভিহিত করেছিলেন।

আমি আসলে এটা শুনতে ভুলেই গেছি যে ট্রাম্প রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের সি চিন পিং এবং উত্তর কোরিয়ার কিম জং-উনের মতো অত্যাচারীদের কতবার প্রশংসা করেছেন। যেহেতু

> যদিও জনগণ ট্রাম্প বা হ্যারিসের বিষয়ে আগ্রহী না, তবে ইহুদিবাদী আরব শাসকেরা ট্রাম্পকে জয়ী করার জন্য প্রাণপাত করেছেন এবং তাঁর হোয়াইট হাউসে আসার জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছেন। ট্রাম্প শুধু এসব স্বৈরশাসকের বন্ধুই নন, তিনি তাঁদের ত্রাণকর্তা। জনগণের ঘৃণার পাত্র এই স্বৈরাচারী শাসকদের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সমর্থন দেন।

তিনি তাঁদের মতোই একজন স্বৈরশাসক ও অত্যাচারী, তাই সাংবাদিকদের হত্যা করতে, নির্দিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেল বন্ধ করার হুমকি দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি করেন না। সেই সঙ্গে ২০২০ সালের নির্বাচনে তিনি জয়ী হননি বলে যেসব প্রশাসন, নিরাপত্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা অনেক দুর্নীতির মামলায় তদন্ত করেছিলেন, তাঁদেরও ছাড় না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ এসব মামলায় এখন পর্যন্ত ৩৪টি ফৌজদারি অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমনকি এমন দাবিও রয়েছে যে ট্রাম্পের ইচ্ছা ছিল অ্যাডলফ হিটলারের মতো অনুগত ও সেবায় নিবেদিত উপদেষ্টা থাকবে তাঁর। আর যেহেতু তিনি একজন বর্ণবাদী, তাই তিনি রক্ষণশীল এবং ধর্মীয় খ্রিষ্টানদের নির্বাচনে যেতে এবং তাঁকে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কারণ তারা শতাব্দী ধরে নিপীড়নের শিকার হয়েছে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের আদর্শগত গডফাদার রবার্ট কাগান ২০২৩ সালের নভেম্বরে একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের নেতৃত্বে একনায়কত্বের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তিনি জনসাধারণের রাজনৈতিক বিরক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং বলেছেন যে ট্রাম্প এই পরিস্থিতির একমাত্র সুবিধাভোগী হিসেবে উদ্ভূত হচ্ছেন, সেই সঙ্গে জনগণের কাছে সমাধান হিসেবে তাঁর উপস্থিতি প্রাধান্য পাচ্ছে।

তাহলে সমাধান কী? ট্রাম্পের রাজনৈতিক অবস্থানের আলোকে, তাঁর উপস্থিতি অনেকের কাছে আশ্বাসের প্রতীক হয়ে দেখা দিচ্ছে। তিনি নিজেকে শক্তিশালী, ধনী এবং মহান আমেরিকার পুনরুদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করেছেন, যা নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

কাগান ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে জয়ী হলে, তিনি অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে অতুলনীয় ক্ষমতা অর্জন করবেন। এটি ট্রাম্পের প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুতর হবে, যেখানে তিনি আগের প্রেসিডেন্টদের তুলনায় কম সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করবেন।

কী সেই ক্ষমতাগুলোকে সীমাবদ্ধ করে? কাগান নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন, ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন আদালতব্যবস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা—মূলত ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করতে পারে। তবে, যখন একজন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজেই বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন, তখন তাঁদের (প্রেসিডেন্টকে) নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমে যায়।

যা-ই হোক, আমি অবশ্যই কাগানের সঙ্গে একমত নই। যুক্তরাষ্ট্র তার আগের গৌরব ফিরে পাবে না এবং এটি আবার ভালো কিছু হবে না, যেমনটি ট্রাম্পের স্লোগানে দাবি করা হয়েছে। আমেরিকা আর বিশ্বের একমাত্র মেরু হিসেবে থাকবে না। সময়ের হাত ফেরানো হবে না, কারণ বহুমুখিতা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে উঠেছে। পশ্চিমা জোটকে নাড়া দিয়ে তিনি এর প্রভাবের পতন বাড়াবেন—এমন সম্ভাবনা বেশি।

হয়তো ট্রাম্পের উন্মাদনা ও দুঃসাহসিকতার জন্য নির্বাচনের বিজয় যুক্তরাষ্ট্রের পতনের আশঙ্কাকে বাড়িয়ে তুলবে এবং ক্ষমতায় তাঁর উপস্থিতি ইহুদিবাদী সত্তার স্বার্থে কাজ করবে না। যদিও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এমন বিভ্রমে ভোগেন যে তাঁর নিরঙ্কুশ বিজয় হবে। আর এ অঞ্চলে তাঁর আধিপত্যের কারণে নতুন এক মধ্যপ্রাচ্য গড়ে উঠবে।

(মিডল ইস্ট মনিটরে প্রকাশিত লেখাটি ইংরেজি থেকে অনূদিত)

মুনতাহাদের জন্য এই দেশ নিরাপদ হবে কবে?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

ফুটফুটে মেয়ে মুনতাহা। ৩ নভেম্বর ২০২৪ থেকে সে নিখোঁজ। ফেসবুকে কয়েকদিন ধরে ওর হারিয়ে যাওয়ার খবরটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সবাই প্রার্থনা করছিলেন মুনতাহা যেন গোলাপি ফ্রকটি পরেই বাবা-মায়ের বুকে ফিরে আসে। কিন্তু তা আর হলো না, মুনতাহা ফিরে এলো শবদেহ হয়ে। তাকে হত্যা করে গলায় দড়ি বেঁধে বাড়ির পাশে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলেছিল ওর পরিচিতজন। ১০ নভেম্বর ২০২৪ ভোররাতে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

অভিযোগ উঠেছে শিক্ষিকা ও তার পরিবারের প্রতি। মুনতাহার খবরটি শুনে অনেকেই মন্তব্য করেছেন আহা এতটুকু একটা বাচ্চাকে মানুষ মেরে ফেলে কেমন করে? হ্যাঁ, দেখতে-আকৃতিতে মানুষই শিশু হত্যা করে, মানুষই শিশুকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি করে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন করে। শিশু সবচেয়ে দুর্বল বলে অব্যাহতভাবে ঘরে-বাইরে তারাই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

আর মুনতাহা তো একা নয়, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৫৪ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এদের ৭৭ জনের বয়স ০ থেকে ৬ বছর, ২৬৭ জন ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী। আর একই সময়ে সহিংসতার শিকার হয়েছে আরও ৫২১ টি শিশু (আইন ও সালিশ কেন্দ্র)।

সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হলো, মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবরে শিশু ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯১ শতাংশ। নারী ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। শিশু ধর্ষণের মোট ঘটনার প্রায় ৭৪ শতাংশ ঘটেছে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে। এগুলো প্রতিবেদনে প্রকাশিত হওয়া সংখ্যা। এর বাইরে রয়েছে আরও অসংখ্য।

অক্টোবর মাসে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে আলোচিত ছিল রাজধানীর বনানী এলাকায় নিম্নবিত্ত পরিবারের ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনা। এ ঘটনায় শিশুর মাসিক ও মলত্যাগের রাস্তা এক হয়ে গেছে। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৩ বছরের গৃহকর্মী কল্পনাকে। বাসার মালিক তাকে নির্যাতন করতো। কল্পনাকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন তার সামনের চারটি দাঁত ভাঙা, সারা গায়ে মারধর ও ছ্যাঁকার ক্ষত ছিল। এছাড়া বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিশু ধর্ষণের অভিযোগ তো আমরা অহরহ শুনছি।

দেখতে-আকৃতিতে মানুষই শিশু হত্যা করে, মানুষই শিশুকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি করে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন করে। শিশু সবচেয়ে দুর্বল বলে অব্যাহতভাবে ঘরে-বাইরে তারাই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

দেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে এরকম কতগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রায় ধামাচাপা পড়ে গেছে বা যাচ্ছে। যেমন শিশু ও নারী নির্যাতনের ঘটনা কম উঠে আসছে গণমাধ্যমে। এদিকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলালেও নারী ও শিশু নির্যাতনের চিত্র আগের মতোই রয়ে গেছে।

এক বছরের শিশু থেকে ৬৫ বছরের নারীও ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। সারা দেশে অব্যাহতভাবে চলতে থাকা নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনার মাত্র কয়েকটি উদাহরণ উঠে আসে বা আমরা জানতে পারি। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সারা দেশের থানা ও আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর বিভিন্ন ধারায় মোট ১২ হাজার ৭৬৯টি মামলা হয়েছে। মামলার অর্ধেকই ধর্ষণ ও ধর্ষণে চেষ্টার অভিযোগে করা হয়েছে।

কেন শিশু ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা এবং সহিংসতা সমাজে বাড়ছে? কেন বাড়ছে এর কোনো সদুত্তর নেই। রাষ্ট্র, সমাজ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, মানবাধিকার সংগঠন কি তবে শিশু হত্যা, শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ ইস্যুকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে না?

এইসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর আইন আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশু ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি এবং হত্যা কমানো যাচ্ছে না। এছাড়া সাক্ষীর অভাব, ভিকটিমের পরিবারের দরিদ্রতা, সামাজিক লজ্জা, ভয়-ভীতি, ধর্ষকের রাজনৈতিক পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয় এবং মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে একসময় শিশুর ধর্ষণ ও হত্যা মামলা মুখ থুবড়ে পড়ে। বিচার ও শাস্তি ছাড়াই আসামি পার পেয়ে যায়।

নারী ও শিশু নির্যাতনের মতো অপরাধগুলো আমরা কীভাবে ঠেকাতে পারি? শিশুর প্রতি অপরাধ যে, একটি ভয়ংকর অপরাধ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে যে একে প্রতিরোধ করা দরকার এই বোধ যতদিন সমাজে গড়ে না উঠবে, ততদিন এই অপরাধ কমবে না। আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা জরুরি; পরিবার, স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্ধন শক্তিশালী করা, জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সভ্য দেশগুলোয় শিশুকে নিরাপদ রাখার জন্য তাদের কথার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশু যে মূল্যবান এই বোধ তৈরি করা হয় শিশুর মধ্যে। বাবা-মা ও অভিভাবকের সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে শিশু মন খুলে তার অভিযোগ ও মনোভাব জানাতে পারে।

শিশুর সাথে দুর্ব্যবহার করলে বা শিশু মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ আইন আছে। সেখানে অপরাধের জন্য শিশুকে দায়ী করা হয় না। উন্নত দেশে মনে করা হয় মানসিক নির্যাতন হলো শিশুর জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। আর শারীরিক নির্যাতনও তাই।

কোনোভাবে যদি শিশু বাবা-মা অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা নির্যাতিত হয় বা প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য সেবা ও দেখাশোনার কাজে অবহেলার শিকার হয়, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্র এগিয়ে আসে। শিশুকে রক্ষার জন্য সভ্য দেশগুলো আইন প্রণয়নে যতটা কঠোর ও সচেতন, আমাদের মতো দেশগুলো তা নয়। বরং উল্টোটাই ঘটে বলা যায়।

শিশু অপরাধের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি যতদিন না কঠোর হবে, সরকার যতদিন না শিশুর পক্ষ হয়ে অপরাধীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, ততদিন আমাদের শিশুরা এইভাবেই নিপীড়িত হতে থাকবে।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'দেবী'। সেই চলচ্চিত্রে দেখানো হচ্ছে কয়েকজন নারী বসে আছেন একটি ঘরে। এনারা কেউ একে অপরের পরিচিত নন। এখানে আছেন মুসলিম, মারাঠি, গুজরাটি, বয়স্ক, পেশাজীবী, ছাত্রী, গৃহিণী, কিশোরী এবং তরুণী। এই মেয়েগুলোর মধ্যে মিল একটাই, তা হলো, এরা প্রত্যেকেই জীবিত অবস্থায় ধর্ষণের ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। আজ সবাই তারা মৃত।

যে জায়গাটায় এরা গা ঘেঁষে বসে কাঁদছেন, গল্প করছেন, কুঁকড়ে আছেন সেই জায়গাটি খুব ছোট পরিসরের। সেখানে এই মেয়েগুলো প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জীবনের গল্প বলছেন। তারা জানেন নারীর পোশাক, বয়স, পেশা, চেহারা, ধর্ম ও সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন, তিনি ধর্ষণের শিকার হতে পারেন।

'দেবী' চলচ্চিত্রটি ভারতে নির্মিত হলেও বাংলাদেশেও প্রতিটি জেলাতে একেকটি 'দেবী' চলচ্চিত্রে র গল্প লুকিয়ে আছে। আমরা শুধু তাদের গল্প দেখাতে পারছি না। চলচ্চিত্রে ঘরবন্দি সেই মৃত নারী ও শিশুরা আর কেউ নয় আমার মা, আমার বোন, আমার সন্তান এবং আমাদের মুনতাহারা।

চাই মানসিক স্বাস্থ্যসহায়ক কর্মপরিবেশ

মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে দরকার একটি সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ। কাজে ব্যস্ত থাকলে মানুষের মন ভালো থাকে। আবার মন সুস্থ থাকলে কর্মজীবন হয় আনন্দমুখর। কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকলে যেমন- মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে না, তেমনই মানসিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কর্মদক্ষতা বিঘ্নিত হয়।

বেকারত্ব যেমন নানা মানসিক সমস্যার জন্য দায়ী, কর্মস্থলের নানা নেতিবাচক বিষয়ের কারণেও মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে। অত্যধিক কাজের চাপ, ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের সমন্বয়হীনতা, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ যেমন- নিরাপত্তাহীনতা, সহকর্মীদের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, একে অন্যকে নিচু করে দেখানোর প্রবণতা, কাজের যথাযথ স্বীকৃতি না পাওয়া, চাকরি হারানোর আশঙ্কা ইত্যাদি মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নারী কর্মজীবীদের জন্য নিরাপত্তাহীনতা আরও প্রকটভাবে দেখা যায়। এসব সমস্যার কারণে মানুষের মধ্যে বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও চাপজনিত রোগ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ আত্মহত্যা প্রবণ হয়ে ওঠে। অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ২০১৮-১৯ সালে দেশে জরিপ চালায়। তাতে দেখা যায়, দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ কোনো না কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন। ১৮ বছরের কম বয়সি শিশু-কিশোরদের মধ্যে মানসিক রোগাক্রান্তের হার ১২ দশমিক ৬।

মানসিক স্বাস্থ্যসহায়ক পরিবেশ তৈরিতে করণীয়: কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা; কর্মীদের সাফল্যকে উৎসাহিত করা এবং তাদের কাজের স্বীকৃতি দেয়া। প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ইত্যাদি: নিয়মিত কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করে উন্নতির জন্য গঠনমূলক পরামর্শ দেয়া: পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য রক্ষায় নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করে, সেটার সঠিক বাস্তবায়ন করা: কর্মীদের প্রাপ্য ছুটি উপভোগ ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর বিষয়ে পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা: প্রত্যেকের মানসিক চাপ মোকাবিলার ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। সে জন্য কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ মোকাবিলার বিষয়ে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা নিয়োগ করা যেতে পারে: কর্মীদের মানসিক সমস্যা বা রোগ থাকলে তার চিকিৎসা নিশ্চিত করতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মীদের চিকিৎসাবিষয়ক গোপনীয়তা রক্ষার্থে পদক্ষেপ নিতে হবে; কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা, সেমিনার এবং অন্যান্য গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করতে হবে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় তারেক রহমান যা করতে পারেন

অধ্যাপক ড. মনজুরুল আবেদীন

পর্ব: ১

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প। ট্রাম্প বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে শক্তিশালী গণতন্ত্র গড়ে তোলার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন এবং হিন্দু সংখ্যালঘু নিপীড়নের ইস্যুতে জোর দিয়েছেন। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক গতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে, এই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অভ্যন্তরীণ সংহতি বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালীকরণ

ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি নিয়ে বাংলাদেশ একটি সংকটময় সন্ধিক্ষণে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, স্বচ্ছ শাসন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তার দৃঢ় অবস্থানের জন্য পরিচিত, সম্ভবত বাংলাদেশে একটি স্থিতিস্থাপক গণতন্ত্রের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।

একটি স্বাধীন বিচার বিভাগকে কীভাবে সমর্থন করা যায় এবং নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সে বিষয়ে পরামর্শসহ ক্ষমতার অত্যধিক চর্চা রোধ করে প্রতিকার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে থাকতে পারেন। নির্বাচন-পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার ক্ষমতায়ন, স্বচ্ছ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পক্ষে কাজ করা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভূখণ্ডকে অস্থিতিশীল করতে পারে এমন উদ্বেগগুলো মোকাবিলা করার ওপরও জোর দেওয়া যেতে পারে। গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য সম্পদ বা প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে মার্কিন সমর্থন আরও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে, যা বাংলাদেশ এবং এর আঞ্চলিক মিত্রদের সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

হিন্দু সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও অধিকার

বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন উল্লেখযোগ্যভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, কারণ সহিংসতা, বৈষম্য এবং সামাজিক বর্জনমূলক কর্মকাণ্ড দেশের সামাজিক ঐক্যকে চ্যালেঞ্জ করে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রবক্তা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্ভবত একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেবেন।

হিন্দু সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য নিরেট ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ঘৃণামূলক অপরাধের দ্রুত তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা, সম্প্রদায়ের প্রতি সহায়তা কর্মসূচির প্রসার এবং শিক্ষার মাধ্যমে সহনশীলতা ও সম্প্রীতি প্রচার করা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বৈষম্য মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টার জন্য মার্কিন সমর্থনের প্রস্তাব দিতে পারেন এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় ফোকাস করে এমন মানবাধিকার উদ্যোগের জন্য সংস্থান সরবরাহ করতে পারেন। এইসব এলাকায় সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কমাতে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

শক্তিশালী গণতন্ত্র নিশ্চিত করা এবং সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা নিরাপদ ও স্থিতিশীল বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন কৌশলগত স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক শক্তিশালী হয়, যখন উভয় দেশ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই অঞ্চলে বাংলাদেশের কৌশলগত ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পারস্পরিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী অংশীদারিত্বের সুবিধার ওপর জোর দিতে পারেন।

গণতন্ত্র এবং সংখ্যালঘু সুরক্ষার আশেপাশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে তার অবস্থান সম্প্রসারণ করতে পারে, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক জোটের জন্য এটিকে আরও আকর্ষণীয় অংশীদার করে তুলতে পারে। এই অংশীদারিত্ব সুশাসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তায় যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সহযোগিতার জন্য আরও সুযোগ আনতে পারে।

উপসংহার

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প তার টুইটে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার এবং বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা

নিশ্চিত করার জন্য যৌথ অঙ্গীকার তুলে ধরা হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করে এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও শক্তিশালী, স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের জন্য কাজ করতে পারে।

এই প্রচেষ্টাগুলো উভয় দেশকে উপকৃত করে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশের গভীর সম্পর্কের জন্য পথ প্রশস্ত করতে পারে, যেহেতু তারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে একসঙ্গে কাজ করে থাকে।

পর্ব: ২

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পের সাথে সাম্প্রতিক বৈঠকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক সাহেবের নেতৃত্বে সরকার গঠনের সম্ভাব্য রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তারেক রহমানের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিপীড়নকে মোকাবিলা করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে, সংলাপে গণতান্ত্রিক অখণ্ডতা বৃদ্ধি এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য ব্যবহারিক পদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে।

বিএনপির ক্ষমতায় ফেরার জন্য গণতান্ত্রিক রোডম্যাপ

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, গণতন্ত্র এবং সুষ্ঠু শাসনের একজন শক্তিশালী প্রবক্তা, যেকোনো সরকারি পরিবর্তনের ভিত্তি হিসেবে একটি বৈধ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। বিএনপির ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাব্য রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনায় ট্রাম্প জাতীয় স্থিতিশীলতার ভিত্তি হিসেবে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। এটি সম্ভবত নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন অন্তর্ভুক্ত করবে, নিশ্চিত করবে যে এটি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে এবং বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক মানদণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

ট্রাম্প সম্ভবত তারেক রহমানকে বিএনপির নেতৃত্বের জন্য ব্যাপক সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে একটি জোট গঠনের দিকে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিয়েছেন। সুশীল সমাজের সাথে জোট জোরদার করা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রতি অঙ্গীকারের ওপর জোর দেওয়া রহমানকে বৈধতা পেতে এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমি উত্তেজনার শিকার হয়েছে, যা প্রায়শই স্থিতিশীলতাকে হুমকিতে ফেলেছে, তাই কথোপকথনটি সম্ভবত স্থায়ী রাজনৈতিক শান্তি অর্জনের উপায়গুলোর ওপর আলোকপাত করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো বৈরিতা কমাতে এবং সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে বিএনপি ও বাংলাদেশের অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি আর্থ-সামাজিক সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকতে পারেন, যা সাধারণ জনগণের উদ্বেগগুলো প্রশমন করে, কারণ এটি বিএনপির নেতৃত্বে শাসনের জন্য একটি স্থিতিশীল ভিত্তি তৈরি করতে সহায়তা করবে।

ট্রাম্প হয়তো শক্তিশালী, স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন, যেমন, বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশন, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে পারে এবং প্রতিকার ও ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সমর্থন করে, তারেক রহমান এমন একটি সরকার গঠন করতে পারেন, যা স্বচ্ছভাবে কাজ করে, যা দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জনগণের আস্থায় অবদান রাখবে।

হিন্দু সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা

বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন একটি গুরুতর মানবাধিকার উদ্বেগ এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বরাবরই ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছেন। এই আলোচনায়, ট্রাম্প সম্ভবত জোর দিয়েছেন যে, তারেক রহমানের নেতৃত্বে যেকোনো নতুন সরকারকে হিন্দু সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং তাদের অধিকার সমুন্নত করা নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এর মধ্যে ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আইনি সুরক্ষা বাস্তবায়ন, ঘৃণামূলক অপরাধের অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া এবং সহনশীলতা এবং অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করে এমন সামাজিক কর্মসূচির প্রচার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ট্রাম্প হয়তো হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমর্থন করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থার রূপরেখা দিয়ে বিএনপিকে সংখ্যালঘু অধিকারের বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নীতি কাঠামো তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে রহমানের নেতৃত্ব মানবাধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উদ্বেগগুলো মোকাবিলা করতে পারে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশের বৈশ্বিক খ্যাতি উন্নত করতে পারে।

গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সমর্থন

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সমর্থনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি তারেক রহমানের সাথে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্রতিবেশী দেশগুলোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ মিত্রদের সাথে শক্তিশালী কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে থাকতে পারেন। ট্রাম্প পরামর্শ দিতে পারেন যে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার গণতান্ত্রিক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

ট্রাম্প কূটনৈতিক সমর্থনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা মিত্রদের সমর্থন লাভের পরামর্শও দিতে পারেন, বিশেষ করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর বাইরের চাপের ক্ষেত্রে। এই সমর্থন একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়ক হতে পারে যা বিএনপিকে গণতান্ত্রিক উপায়ে বৈধ ক্ষমতা উপলব্ধ করতে দেবে।

উপসংহার

ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পের সাথে বৈঠকটি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং বিএনপিকে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব অনুসরণ করার জন্য একটি ব্যাপক রোডম্যাপ প্রদান করেছে। আলোচনায় অবাধ নির্বাচনের গুরুত্ব, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়ে তোলা, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর আলোকপাত করা হয়।

এই নীতিগুলো মেনে চলার মাধ্যমে, বিএনপি একটি স্থিতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠন করতে পারে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বৈধতা অর্জন করতে পারে।

অধ্যাপক ড. মনজুরুল আবেদীন,
সহকারী অধ্যাপক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সাম্প্রতিক সময়ের আখ্যান-বুকের গহীনে ডেলফিনিয়াম

সামিনা চৌধুরী

আটপৌরে জীবনের চেনা বিষয়বস্তু নিয়েই কবিতা লেখা হয় কিন্তু কল্পনা, উপমা, শব্দালংকার, চিত্রকল্প, ছন্দ ইত্যাদি নান্দনিক পরিবেশনা আর কবির সৃজনশীলতার কারণে কবিতা হয়ে উঠে অপরিসীম আনন্দের আধার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং সচেতন প্রবাসী কবি কাজী হেলাল দেশের গন্ডী পেরিয়ে বিচরণ করেন বিশ্ব-মানব হিসেবে। তিনি পৃথিবীকে সমতা আর মানবিকতার আলোয় উজ্জ্বল একটি গ্লোবাল ভিলেজ হিসেবে দেখতে চান। তাই তার কবিতায় উঠে আসে আগামীর স্বপ্ন এবং প্রত্যয়। 'বুকের গহীনে ডেলফিনিয়াম' কবি হেলালের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে প্রেম- বিরহ ছাড়াও সাম্প্রতিক বিশ্বের অস্থির রাজনীতি, ইতিহাস, মানবিক বিপর্যয়, বর্ণবাদ, নারী স্বাধীনতা, নষ্টালজিয়া, নাগরিক জীবনের নিঃসঙ্গতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা পরিবেশিত হয়েছে। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তার পলিটিক্স গ্রন্থের নবম চ্যাপ্টারে বলেছেন, "পোয়েট্রি ইজ ফাইনার এন্ড ফিলোসোফিক্যাল দ্যান হিস্ট্রি; ফর পোয়েট্রি এক্সপ্রেস দ্যা ইউনিভার্সাল, এন্ড হিস্ট্রি ওনলি পারটিকুলার" অর্থাৎ, কবিতা ইতিহাসের চেয়ে সূক্ষ্ম ও দার্শনিক। কারণ কবিতার প্রকাশ সম্পূর্ণ আর ইতিহাস শুধু নির্দিষ্ট। আর সে কারণে ইতিহাস বা সাম্প্রতিক কোনো বিষয় কবিতায় এলে শুধু ঘটনাটি নয়, ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষদের আবেগও পাঠক অনুভব করে থাকেন। এই বিবেচনায় 'বুকের গহীনে ডেলফিনিয়াম' বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন।

বহু কবি ও সাহিত্যিকের মূল্যবান অবদানে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে গদ্য সাহিত্য শুরুর বহু আগেই পদ্য সাহিত্যের সূচনা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি সময়কালে বিভক্ত করা হয়ে থাকে । ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বলা হয় প্রাচীন যুগ। এসময় ২৪ জন সহজিয়া বৌদ্ধ কবি চর্যাপদ রচনা করেন যা মূলত গানের সংকুলন। ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কে বলা হয় মধ্যযুগ। এসময়ে রচিত হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য এবং মৈমনসিংহ-গীতিকা। ১৮০১ সালের পর থেকে বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। এসময়ই গদ্য সাহিত্য বিকাশ লাভ করে এবং কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ সহ পঞ্চপাণ্ডব কবিদের কবিতায় বিশ্ব কবিতার ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৬০-৭০ দশক থেকে বিশ্ব সাহিত্যে উত্তর আধুনিকতাবাদ বলে একটি ধারা ক্রমশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আধুনিক কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য মানববাদী চিন্তার প্রকাশ। মানুষের কথা বলতে গিয়ে আধুনিক কবিরা দেশ, কাল, সামাজিক পরিবেশ, যুদ্ধ, প্রেম, হতাশা, প্রকৃতি, নাগরিক জীবনের যন্ত্রণাকে অনবদ্য নান্দনিকতায় কবিতায় চিত্রিত করেছেন। পক্ষান্তরে উত্তর-আধুনিকতাবাদ বিভিন্ন উৎস যেমন ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাস্কর্য, পপ কালচার, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প দর্শন থেকে কবিতার বিষয়বস্তু আরোহণ করে শব্দের খেলা ও সংযুক্তির মাধ্যমে কবিতার এক নতুন অর্থ সৃষ্টি করে থাকেন।

প্রেম চিরন্তন এবং পবিত্র। প্রেম ছাড়া কোনো সৃষ্টি সম্ভব নয়। কবি সাহিত্যিক মাত্রই প্রেমের পুজারী। কাজেই একথা বলাই যায় যে প্রায় সকল কবি কিছু না কিছু প্রেমের কবিতা লিখেছেন। কবিতায় প্রেম সেই প্রাচীনকাল থেকে আছে। ১১ শতকের ইরানি কবি ওমর খৈয়ামের কবিতা অনুবাদ করে নরেন্দ্র দে লিখেছিলেন, "এইখানে এই তরুর তলে/ তোমার আমার কৌতুহলে,/যে ক'টি দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে-/সঙ্গে রবে সুরার পাত্র/অল্প কিছু আহার মাত্র/আরেকখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে।" এই কবিতায় প্রেমিকার সাথে কাটানোর যে আকুলতা, তা আজো সকল কবির মধ্যেই পাওয়া যায়। কাজী হেলাল তার 'ভালোবাসা অবিরাম' কবিতায় লিখেছেন, "আকাশ ভেঙে নামছে জলের ধারা/বৃষ্টিজলে দুজন আত্মহারা।/ভালোবাসি আর কিছু না চাই/ ধন্য হব তোমায় যদি পাই।" প্রেমের পাশেই বিরহ বাস করে। ভালোবাসার মানুষ দূরে থাকলে কবির মনে আসে আকুলতা। বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা ১৬ শতকের কবি জ্ঞানদাস লিখেছিলেন, "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।/ প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।/ হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।/ পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে। কবি হেলাল 'প্রেমহীন প্রেমপত্র' -এ প্রেমহীন জীবনের কষ্টের কথায় লিখেছেন, "এখন সময় প্রেমহীনতার/ এখন সময় স্বার্থপরের/তবু আমার মন মানে না।" ফুলে যেমন শুধু সুবাস নয়, কীটও বাসা বাধে, তেমনি প্রেমে প্রতারণাও আছে। প্রতারিত প্রেমিকের প্রতিশোধ স্পৃহাও সাহিত্যের পাতায় চিত্রিত হয়েছে। শেক্সপিয়ারের নায়ক অথেলো শুধুমাত্র প্রতারিত হয়েছে সন্দেহে প্রেমিকা ডেসডিমোনাকে খুন করে ফেলে। প্রেমিক প্রেমের জন্য জীবন যেমন দিতে পারে, জীবন নিতেও পারে। প্রেমিকার প্রতারণাতে কবি হেলালের বুকের ভেতরেও সাপের মত কষ্ট ঘুরে বেড়ায় এবং কবি ডেলফিনিয়ামের বিষাক্ত রেণু ছড়িয়ে দিতে চান প্রেমিকার ঠোঁটে।(পৃষ্ঠা ৫৯) গ্রন্থটিতে পাঠক 'তোমার ধুসর চোখ', 'আদখানা পরান', 'আমার অভিসার', পথ হারালাম হরিন পায়ে, 'আন্ধার রাইতে পরান ঘুড্ডি' সহ আরো কয়েকটি প্রেম ও বিরহের কবিতা পাবেন যেখানে মধুর, পবিত্র এবং অধিকারের প্রশ্নে আপোষহীন প্রেমের অনুভব পাওয়া যায়।

কাজী হেলাল খুব সচেতন একজন মানবতার কবি। বিশ্ব রাজনীতির নিষ্ঠুর উদাহরণগুলি তার হৃদয়ে করে রক্তপাত। তাই তার কবিতায় গাজা উপত্যকায় বোমার আঘাতে মৃত কিশোর আর আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে নিগৃহীত কালো মানুষের জন্য মমতা পাওয়া যায়। কবি সুনীল 'স্মৃতির শহর' কবিতায় লিখেছিলেন, "একদিন কেউ এসে বলবে/ তোমার ভাতের থালা থেকে আমি তিন গ্রাস তুলে নেবো/ কারণ আমার কোনো থালা নেই/ ..... আমার আর ভাল্লাগে না"। কবি হেলাল প্রশ্ন করেন, ইশ্বর সবাইকে সমানভাবে সৃষ্টি করার পরও কেনো চাবুক চলে কালো মানুষের পিঠে (পৃষ্ঠা ৪৬); কেনো ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর অপমৃত্যুর যন্ত্রণা পৃথিবীর আকাশে ভাসতে থাকে অজানা পাখির ডানায় ভর করে (পৃষ্ঠা ৪৪)। এই করুণ হতাশার মাঝেও কবি হেলাল আশার সুর বাজিয়েছেন তার বাঁশীতে। স্বপ্ন দেখেছেন এমন একটা পৃথিবীর যেখানে রাজার কন্যা, রাজার পুত্র, কৃষক কুমার, কৃষক কন্যা সবাই সমান হয়ে ক্ষুধা জয়ের কথা বলে (পৃষ্ঠা ১৬)। কবি পাঠকদেরও নতুন আশায় বুক বাঁধার আমন্ত্রণ জানিয়ে 'বাংলার মেঘ' কবিতায় বলেছেন, "তবু চাতক ছাড়েনা আশা/অপেক্ষা তার/ পান করবে অমৃত মেঘের বারি।" 'বুকের গহীনে ডেলফিনিয়াম' গ্রন্থের কবিতা পড়তে পড়তে পাঠকও নতুন দিনের অপেক্ষায় থাকবেন। কবি রফিক আজাদ লিখেছিলেন, "যদি ভালবাসা পাই আবার শুধ্রে নেবো/জীবনের ভুলগুলি।" কবি হেলালও বলেছেন, "যদি ডাকো একবার আমায়/হিমালয় থেকে নেমে আসা খরস্রোতা নদীর শরীর বেয়ে/পারিযায়ী পাখি হব।" এই সহজ কিন্তু গভীর উচ্চারণ কবিকে নিয়ে যাবে পাঠকের হৃদয়ের কাছে।

যেসকল কবি উত্তর আধুনিকতাবাদ চর্চা করেন, তারা বিভিন্ন উৎস থেকে কবিতার বিষয়বস্তু আরোহণ করে থাকেন। কাজী হেলাল ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমকালীন সমাজকে তুলে এনেছেন কবিতায়। বিশ্বের প্রতিটি নারী নিগ্রহের স্বীকার। মাত্র ১০০ বছর আগে নারীরা ভোটাধিকার এবং সম্পদের অধিকার লাভ করেছে। কোনো অধিকারের পথই মসৃণ নয়। সম্পদে অধিকার আর ভোটাধিকারের জন্য নারীদের লড়াই করতে হয়েছে। উন্নত বিশ্বেও নারী স্বাধীন নয়; নারীকে এখনো বয়ে বেড়াতে হয় অনেক অনুশাসন। অবধারিত ভাবে সমকালীন কবিদের কবিতায় নারী অধিকারের কথা উঠেই আসে। আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ কবি মায়া এঞ্জেলো লিখেছিলেন, "You may write me down in history/With your bitter, twisted lies,/ You may trod me in the very dirt/But still, like dust, I'll rise।" অর্থাৎ তুমি নিষ্ঠুর এবং বিকৃত মিথ্যা দিয়ে আমাকে ইতিহাসে কলংকিত করতে পার, আমাকে নোংরা-ময়লায় পদলুণ্ঠিত করতে পার, কিন্তু সেই ধুলো থেকেও আমি উঠে দাঁড়াবো। কবি হেলাল তার 'অগ্নিসাক্ষী' কবিতায় বাল্যবিবাহের শিকার আলোহীন আসহায় বঞ্চিত নারীর জীবন চিত্রিত করেছেন, যেখানে ঋতুমতী হওয়ামাত্র শিশুকন্যাকে মেজকাকার বয়সী পুরুষের সংগে বিয়ে দেয়া হয়। সমাজের এই অনাচারের বিরুদ্ধে গিয়ে 'ইচ্ছেমতির জন্য কবিতা' লিখে বলেছেন "ঝঞ্ঝা এবং জ্যোৎস্না আসুক/ তবু সবাই একটু জানুক/ একটি মেয়ে নিজে চলুক/ ইচ্ছে মতোন, উদাস ভাবুক।" আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে, নারী স্বাধীনতাকে খর্ব করে এ্যবরশিন বিলে নতুন রুলিং প্রদানের প্রতিবাদে কাজী হেলাল লিখেছেন কবিতা "মাই বডি, মাই চয়েজ'।

কাজী হেলাল ইতিহাসলগ্না কবি। ইতিহাসের চরিত্র আর সেইসব চরিত্রের অনুভূতি নানা উপমার মাধ্যমে তার কবিতায় নতুন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়। পাঠক যেন টাইম মেশিনে করে ঘুরে আসেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে গতকাল পর্যন্ত। তার আগের দুইটি গ্রন্থ এ 'শ্রাবনীর চোখে স্থলপদ্ম' আর 'পানকৌড়ির ডুবসাঁতার' গ্রন্থে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়, আলেকজান্দ্রিয়ার গনিতবিদ হাইপেশিয়া, মারাঠি বিপ্লবী নেত্রী ঝাঁসীর রাণী, বৈশালীর আম্রপালি, মনগড়ের ভীল নায়ক গোবিন্দ গিরি সহ আরো অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রের মহাসমারোহ উপস্থিতি পাঠক প্রসংশিত হয়েছিল। 'বুকের গহীনে ডেলফিনিয়াম' গ্রন্থেও ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব বংশোদ্ভূত বিপ্লবী ভগৎ সিং, ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী শিবরাম রাজগুরু, সুখদেব, বীরাংগনা বীণা দাস, কিশোরী যোদ্ধা তারামন বিবি আর জোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে নিয়ে লিখেছেন হৃদয়গ্রাহী কবিতা। অসামান্য চিত্রকল্প আর নাটকীয় বর্ণনায় পাঠক দেখতে পাবেন বুদ্ধিজীবী জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা মধ্যরাতে চশমাহীন চোখে দরজা খুলে দিচ্ছেন পাক হানাদারদের তারপর বুলেটের আঘাতে নিথর পড়ে গেলেন দরজায় (পৃষ্ঠা ৯১); পাঠক দেখতে পাবেন কি অবিচল দৃঢ়তায় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য ষ্ট্যানলি জ্যাকসনকে নির্দ্বিধায় গুলি চালাচ্ছেন অগ্নিকন্যা বীণা দাস। গ্রন্থটির দীর্ঘতম কবিতাটির নাম 'মানুষের পাঠশালা' যেটি মূলত মানব সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে লিখা হয়েছে। সতেরো পৃষ্ঠায় লিখা 'মানুষের পাঠশালা' কবিতাটি নিঃসন্দেহে কবি হেলালের একটি অসামান্য সৃষ্টি। বইটির ফ্ল্যাপে প্রকাশক লিখেছেন, "এত দীর্ঘ কবিতা হয়তো বাংলাভাষায় দ্বিতীয়টি নেই"। এই মন্তব্যের সাথে একমত হয়ে সমালোচক মনে করেন যে শুধুমাত্র এই কবিতাটি নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা লেখা সম্ভব।

আধুনিক জীবনের উত্তেজনা, উদ্বেগ, বিভ্রান্তি, সিদ্ধান্তহীনতা, অস্থিরতা এবং নিজের চাওয়া পাওয়াকে লুকিয়ে বাঁচিয়ে চলার যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কবিরা একটি নষ্টালজিয়ার জগত সৃষ্টি করেন। সাধারণভাবে নষ্টালজিয়া অর্থ বাড়ি থেকে দূরে বাস করার যন্ত্রণা কিন্তু কবিতার ভাষায় নষ্টালজিয়া অর্থ অতীত খুঁজে ফেরা। মনোবিজ্ঞানীদের মতে নষ্টালজিয়া হচ্ছে স্মৃতি হাতরে সুখ পাওয়া। অর্থাৎ কবিতায় নষ্টালজিয়ার জগত সৃষ্টি করে কবিরা বর্তমান থেকে মুক্তি পেতে চান। বিভিন্ন কবি বিভিন্নভাবে এই জগত নির্মান করে থাকেন। কবি ডাব্লিউ বি ইয়েটস তার কবিতায় আইরিশ পুরানের ঘটনাবলীর পুনঃ চিত্রায়ন আকাঙ্ক্ষা করতেন, ভাবতেন এভাইবেই মুক্তি আসবে। আবার টি এস এলিয়ট উপনীষদের বাণীতে সান্তনা খুঁজে পেতেন। কবি হেলাল নিজেকে এক স্মৃতিভ্রষ্ট গাঙচিল (পৃষ্ঠা ৬৭) ভেবে নিয়ে 'স্মৃতির পাতায় নোনাজল' কবিতায় লিখেছেন, "প্রতিদিন আমার স্মৃতির পাতাগুলো/ ভারী হয়ে আসে/ নুয়ে পড়ে সারা দিনের ক্লান্তিতে/ ফিরে যেতে ইচ্ছে সেই সব দিনে!" কবি হারানো দিনগুলোর ন্যাপথলিন শুকে শুকে শ্রাবণীর হাত ধরে বাঁশ বাগানের নরম ছায়ার সুখ পেতে চান। কবির ভাষায়, "যান্ত্রিক নগরের ঘুর্ণায়মান চাকায় আটকে গেছে জীবন/খোলা চোখে ঘাসফড়িঙ চেয়ে থাকে অসহায়/ফিরে যেতে ইচ্ছা করে নদীর বুকে।"(ইচ্ছেরা বাড়ি ফেরে)'বুকের গহীনে ডেলফিনিয়াম' গ্রন্থের কবিতাগুলো পড়তে পড়তে পাঠকও বুকের গহীনে অনুভব করবেন নষ্টালজিয়ার সুখ।

কবিতার জন্মলগ্ন থেকেই কবি সাহিত্যিকগণ দেশপ্রেম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। কাজেই দেশপ্রেম বিষয়টি খ্যাতিমান এবং অল্প পরিচিত সকল কবির কবিতায় পাওয়া যায়। ফলে বাংলা কবিতা দেশপ্রেমের অনুভূতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। যেসব কবি-সাহিত্যিকগণ প্রবাসে থাকেন, তাদের লেখাতেও দেশপ্রেমের অসামান্য উদাহরণ পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মধুসূদন সুদূর ভার্সাই নগরে বসে তার স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও শৈশব জীবনের মধুময় স্মৃতি স্মরণ করে 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় লিখেছিলেন, 'বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদী দলে/কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মেটে কার জলে? কবি কাজী হেলাল 'শেকড়ের সন্ধানে' কবিতায় লিখেছেন, "এখানে বাতাস কথা বলে জলের কানে/ জলের ঢেউয়ে সুর ওঠে মাঝির গানে।" দীর্ঘদিন পরবাসী কবির মনে দেশের জন্য কিছু করতে না পারার বেদনা জমে থাকে; কবি নতজানু হয়ে বলেন, "আমি এক অকৃতজ্ঞ সন্তান"। (পৃষ্ঠা ৫০)

কবি মানুষের মনের অনুভূতি নিজের মতো করে অনুভব করতে পারেন। জীবনের হাসি-আনন্দ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সাধন-ভজন, সাম্য-মৈত্রী, আন্দোলন-সংগ্রাম ও জন্ম-মৃত্যুর মতো বিষয়াবলী নান্দনিকভাবে ফুটে ওঠে কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "শিল্প হলো, সত্যের ডাকে মানুষের সৃষ্টিমুখর অন্তরের সাড়া দেয়া।" সমসাময়িক বাস্তবতা শিল্পের সুষমায় সজ্জিত হয়ে কবিতায় উপস্থাপিত হলে সেটা হয়ে ওঠে সকল কালের, সব মানুষের কবিতা আর কবি হয়ে ওঠেন মানুষের মুক্তির অগ্রপথিক। কবি হেলাল বিশ্বের নানান প্রান্তের সংঘাত-নিপীড়নে ব্যাথিত হয়েছেন এবং কখনো উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়েছেন। মানবতার লুন্ঠন তাকে কাঁদিয়েছে আবার সময়ের সাহসী যোদ্ধাদেরকেও তিনি করেছেন নমস্কার। 'বুকের গহীনে ডেলফিনিয়াম' গ্রন্থে কবি কানাডার তুষার ঝড়ে হারিয়ে যাওয়া হোমলেস মানুষটির খবরের পাশাপাশি লিখেছেন বাংলাদেশের কৃষিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া মহাপুরুষ সাইখ সিরাজকে নিয়ে কবিতা।

'বুকের গহীনে ডেলফিনিয়াম' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন শব্দশৈলী প্রকাশনী। বইটির প্রচ্ছদে নীল ডেলফিনিয়াম ফুলের আঁকা ছবি সেখানে লাল রক্তের ছাপ এবং একটা নীল ফুল ধুলায় লুটাচ্ছে। কখনো মানবতার বিপর্যয়ে, কখনো স্বদেশের দুর্দিনে, আবার কখনো অপ্রেমিকের প্রতারণায় হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়। কখনোবা লোভ আর স্বার্থের অন্ধকারে মানুষের বিবেক ধুলায় লুটায়। এভাবে বিশ্লেষণ করলে গ্রন্থটিতে প্রকাশিত কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে মানানসই প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদে বইয়ের নামটি এম্বুশ করে দেয়া হয়েছে, যেটা প্রচ্ছদটিকে আরো আকর্ষণীয় করেছে। কবিতাগুলির নান্দনিকতা পাঠককে প্রেম, নষ্টালজিয়া, বিশ্ব রাজনীতি, ইতিহাস, এবং মানবতা নিয়ে ভাবতে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি আবৃত্তির প্রতিও আগ্রহী করে তুলবে। বইটির ভুমিকায় কবি হেলাল লিখেছেন, "আসুন, কবিতার আনন্দে বাঁচি!" আমরা আশা করবো শক্তিমান এই কবি আরও অনেক কবিতা লিখবেন এবং পাঠকদের আনন্দ দিবেন। মূল্যবান এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের জন্য কবি কাজী হেলালকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ এন্ড দ্য স্পিরিট অব সেভেন্টি ওয়ান: এ জার্নি থ্রু জার্নালিজম অ্যান্ড দ্য লিগেসি অফ জর্জ বার্নার্ড শ

দেলোয়ার জাহিদ

প্রবাসের নিস্তব্ধতায় বসে থাকাকালীন, আমার চিন্তাধারা ফিরে আসে বাংলাদেশের দিকে—যে দেশটিকে আমি আর চিনতে পারি না। আমার জীবনের গোধূলিতে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়, এমন একটি সময় যখন আমরা কেবল স্বাধীনতার জন্য নয়, ন্যায় ও ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য লড়াই করেছি। সেই চেতনা, বাংলাদেশের জন্মের নীতি, এখন প্রশ্নবিদ্ধ, চ্যালেঞ্জ করা এবং কখনও কখনও উপেক্ষা করা বোধ করি । আমাদের তরুণ প্রজন্মের বিভ্রান্তি আমাকে আরো কষ্ট দেয়; তাদের মধ্যে অনেকেই বিকৃত আখ্যান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা যে আদর্শের জন্য লড়াই করেছি তা থেকে আরও দূরে সরে গেছে বলে মনে হয়। আরও খারাপ, কিছু কণ্ঠস্বর যারা সত্যের সন্ধানে স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের বিদেশী এজেন্ডার এজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রশ্নোত্তর এবং সমালোচনামূলক চিন্তার প্রতি এই অবহেলা আমার সাংবাদিকতায় আমার ক্যারিয়ার জুড়ে যা কিছু প্রিয় ছিল তার বিপরীতে চলে।

আমার বাবা, একজন বিনম্র স্কুলশিক্ষক এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের একজন প্রবক্তা, এই আদর্শের মূল্য আমার মধ্যে ও সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করে, আমি সাংবাদিকতায় আমার সে আহ্বান খুঁজে পেয়েছি, যেখানে আমি সত্য এবং ন্যায় উভয়কেই সম্মান করতে পারি, অনেকটা আমার আদর্শ, জর্জ বার্নার্ড শ-এর মতো। শ ছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি খ্যাতির ফাঁদে ফেলাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, পরিবর্তে বেছে নিয়েছিলেন সমাজের মূল্যবোধ গুলো যাচাই করা এবং এর ত্রুটি গুলো প্রকাশ করা। তিনি বিখ্যাত ভাবে সম্মানসূচক শিরোনাম তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং প্রাথমিকভাবে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত এটি শুধুমাত্র চাপের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন এবং পুরস্কারের অর্থ দান করেছিলেন।

সাংবাদিকতা, যেমনটি আমি দেখি, সত্যের নিরলস সাধনায় নিহিত। সাংবাদিকরা নিছক তথ্য সংগ্রহকারী নন বরং অনুসন্ধানকারী যারা পৃষ্ঠের নিচে খনন করে, গৃহীত বর্ণনাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং পক্ষপাতদুষ্টতা প্রকাশ করে। এই ধরনের সাংবাদিকতা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং অধ্যবসায়ের দাবি করে, প্রায় সাংবাদিকদের শক্তিশালী স্বার্থ এবং

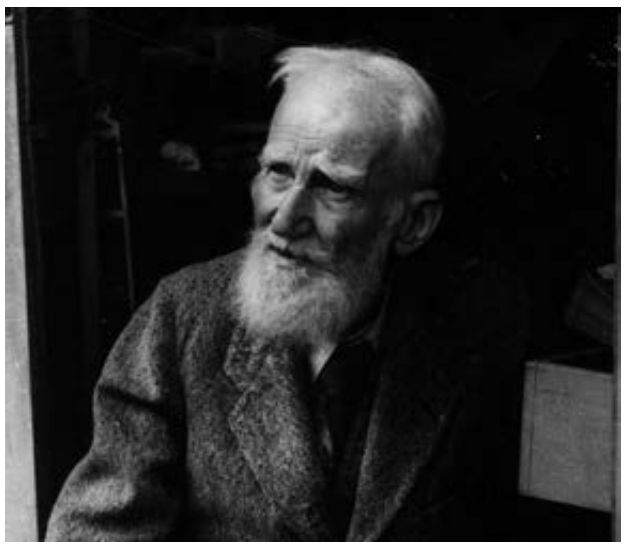

সামাজিক প্রত্যাশার বিরুদ্ধে চাপ দিতে হয়। আমরা যারা প্রশ্ন করার চেতনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের জন্য, শ-এর জীবন একটি মডেল হিসাবে কাজ করে: তার কাজ এবং ব্যক্তিগত প্রত্যয়ন প্রতিফলিত করে সততা, নম্রতা এবং চ্যালেঞ্জিং স্বীকৃত নিয়মের প্রতি ভক্তি-আজকের বাংলাদেশে যে গুণাবলীর খুব প্রয়োজন।

শ-এর গল্পটি স্থিতিস্থাপকতা এবং উদ্দেশ্যের একটি। তিনি তার প্রথম বছরগুলিতে যথেষ্ট সংগ্রামের সম্মুখীন হন, প্রাথমিকভাবে তার লেখার সাথে কোন সাফল্য পাননি। তবুও তিনি অধ্যবসায় রেখেছিলেন, উপন্যাস থেকে নাটকে স্থানান্তরিত করেছিলেন, অবশেষে এমন কাজ তৈরি করেছিলেন যা বিশ্বব্যাপী অনুরণিত হয়েছিল। আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান, ক্যান্ডিডা, এবং সিজার এবং ক্লিওপেট্রা মতো নাটকগুলি তাকে কেবল তার শিল্পকলার জন্য নয়, সমাজ, ন্যায়বিচার এবং মানবতার গভীর অন্তর্দৃষ্টি জন্য প্রশংসা অর্জন করেছিল। শ-এর সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, পুঁজিবাদের তার সমালোচনা এবং অর্থনৈতিক সমতার আহ্বান সামাজিক ন্যায়বিচারে তার বিশ্বাসকে জোর দিয়েছে-আদর্শ যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি ছিল। তাঁর অবদান শিল্পকে অতিক্রম করে; তারা ন্যায্যতা, সাহস এবং সম্মিলিত বুদ্ধির জন্য মানবতার সম্ভাবনার প্রমাণ হিসাবে রয়ে গেছে।

শ-এর উদাহরণের মাধ্যমে, আমি পরিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ধারণা এবং শব্দের শক্তির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। সামাজিক ন্যায়বিচারের বাহন হিসেবে শিল্পের গুরুত্বের প্রতি তার বিশ্বাস আগের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশকে যদি একাত্তরের আদর্শ সততা বজায় রাখতে হয়, তাহলে আমাদের উন্মুক্ত বক্তৃতা গ্রহণ করতে হবে এবং আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রশ্ন করার চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের অবশ্যই এমন আখ্যানগুলিকে প্রতিহত করতে হবে যা মেরুকরণ, বিভ্রান্তিকর এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং পরিবর্তে একটি নতুন প্রজন্মকে সত্যের সন্ধানে ভয় না পেতে অনুপ্রাণিত করে।

শ-এর উত্তরাধিকারের প্রতিফলন করতে গিয়ে, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শকে সমুন্নত রাখতে আমরা প্রত্যেকে যে ভূমিকা পালন করতে পারি সে বিষয়ে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। তাঁর কাজ আমাকে অনুপ্রাণিত করে যে মূল্যবোধের পক্ষে সমর্থন চালিয়ে যেতে যা আমাদের মুক্তির লড়াইয়ে নির্দেশিত করেছিল। যেহেতু বাংলাদেশ একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি, আমার আশা যে এটি তার প্রতিষ্ঠাতা চেতনাকে পুনরাবিষ্কার করতে পারে এবং এমন একটি সংস্কৃতি লালন করতে পারে যেখানে প্রশ্ন করা এবং সত্য-অনুসন্ধানকে সম্মান করা হয়, নিন্দা নয়। পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে, এই অঙ্গীকারে অবিচল থাকা আমাদের এবং আমাদের স্বদেশের কাছে ঋণী।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে সঠিক পন্থায় আনতে যুবলীগকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে

মকিস মনসুর

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম যুব সংগঠন আওয়ামী যুবলীগ ১৯৭২ সালের ১১ই নভেম্বর বাংলাদেশের রাজধানীর ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক যুব কনভেনশনের মাধ্যমে যুব আন্দোলনের পথিকৃৎ শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র গণতন্ত্র, শোষনমুক্ত সমাজ অর্থাৎ সামাজিক ন্যায়বিচার, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা অর্থাৎ সকল ধর্মের মানুষের স্ব স্ব ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের অধিকার তথা জাতীয় চার মুলনীতিকে সামনে রেখে বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্র দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা সম্প্রসারন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, অসাম্প্রদায়ীক বাংলাদেশ ও আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা, গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করা এবং যুব সমাজের ন্যায্য অধিকারসমুহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মূলত ঐতিহ্যবাহী যুবলীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো।

যুবলীগের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ও হাজারো নেতাকর্মীর আত্মত্যাগের মাধ্যমে আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ যুব সংগঠন হিসাবে পরিণত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী যুবলীগ।

যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফকির আব্দুর রাজ্জাকের 'শেখ ফজলুল হক মনি: এক অনন্য রাজনীতির প্রতিচ্ছবি' বইটিসহ বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে যুবলীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে জানা যায়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু একদিন শেখ মণিকে বলেন, ছাত্রজীবন পেরিয়েছে, অথচ যৌবন পেরোয়নি এরকম বহু যুবক এখন আদর্শহীন, লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। এখন অলস ও অকর্মণ্য জীবনে লক্ষ্যহীন হয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নানা উচ্ছৃঙ্খল কাজে জড়িত হচ্ছে। এদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দেশ ও জাতি গঠনের কাজে লাগাতে পারলে একটি যুবশক্তি তৈরি হবে, যে শক্তির ভেতর থেকে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে। দেশ ও সমাজের ভবিষ্যতের রূপকার হবে এই যুবসমাজ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আদলে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সারাদেশে যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করে। সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তৎকালীন যুবলীগ সারাদেশে তাদের কর্মযজ্ঞ শুরু করে।

এদেশের যুব আন্দোলনের পথিকৃৎ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মনি ছিলেন ষাটের দশকের সারাজাগানো ছাত্রনেতা ও একজন মেধাবী দূরদর্শী মানুষ। তিনি একাধারে মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মুক্তিযুদ্ধের সময় গেরিলাবাহিনী মুজিববাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান, লেখক, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক ছিলেন। যার ফলে যুবলীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে খুব অল্পদিনের মধ্যেই যুবলীগ সময়োপযোগী সংগঠন হিসেবে প্রমাণিত হয়।

শেখ ফজলুল হক মনির দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে যুবলীগ অল্পদিনে আওয়ামী লীগের প্রাণশক্তি হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি শেষ করে বৃটেনের আসার পর যুক্তরাজ্য যুবলীগের মাধ্যমে আমার যুব রাজনীতির সূচনা ঘটে। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে যুবলীগের সাথে আমার ও ছিলো দীর্ঘ এক যুগের প্রেম, প্রাণের বন্ধন, এবং আত্মার আত্মীয়তা,আমার ভালোবাসার ঐতিহ্যবাহী যুবলীগের ৫০ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণজয়ন্তী বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশ পালন করেছিলাম আমরা বিশ্বময়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ,১৯৮৪ থেকে ১৯৯৪ সাল টানা এক যুগ , ছাত্রলীগের স্কুল কমিটি ও একাটুনা ইউনিয়ন আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি , জাতীয় ছাত্রলীগের মৌলভীবাজার কলেজ কমিটির সভাপতি ,মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে আমার জন্মস্থান মৌলভীবাজার জেলা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ছাত্র রাজনীতিতে স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে রাজপথে সর্বদা সচেষ্ট ছিলাম।

মধুর কেন্টিনের প্রাণবন্ত আড্ডা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার রাজপথ সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলায় ও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়,ক্যাম্পাসে মিছিল মিটিং, আন্দোলন সংগ্রামে সর্বদা থাকতাম ব্যাস্ত , স্বৈরাচার এরশাদ-খালেদার স্বৈরাচারী শাসনামলেও অকুতোভয়ে সংগ্রাম করা সহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের ফাঁসির দাবিতে শ্লোগানে শ্লোগানে রাজপথ মুখড়িত করে তোলতাম।

আজ ফিরে দেখা অতীতের দীর্ঘ এক যুগের অনেক কিছুই ভেসে উঠে চীর অম্লান হয়ে স্মৃতির মণিকোঠায়, ১৯৯০ এর সফল গন- আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরশাসক এরশাদ এর পতন ঘটিয়ে ১৯৯৩ সালে বৃটেনে আসার কারণে বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি থেকে বিদায় নিলাম।

বৃটেনে আসার পর ১৯৯৪ সালে ৪ টা জানুয়ারি প্রথমবারের মতো বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরে ঐতিহ্যবাহী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন সহ ইউকে ওয়েলস ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করার মাধ্যমে বৃটেনের ওয়েলসের মাটিতে প্রথমেই ছাত্রলীগকে সংগঠিত করেছিলাম।

আমাকে (মোহাম্মদ মকিস মনসুর) সভাপতি ও ইমরান শিকদারকে সাধারণ সম্পাদক করে ওয়েলস ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করা হয়। ছাত্র রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার পর ১৯৯৬ সাল থেকে যুক্তরাজ্য যুবলীগের সাবেক সভাপতি হরমুজ আলীর নেতৃত্বে বৃটেনের মাটিতে যুক্তরাজ্য যুবলীগের সদস্য হিসেবে যুবলীগের রাজনীতিতে পুরাপুরি নিজেকে সম্পৃক্ত করি তুলি।

১৯৯৭ সালে ওয়েলসের মাটিতে যুবলীগের প্রথম সফল সম্মেলনের মাধ্যমে আমার ভালোবাসা ও প্রাণের এই যুক্তরাজ্য আওয়ামী যুবলীগের ওয়েলসের সভাপতির দায়িত্ব পালন ও পরবর্তীতে ২০০৩ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এবং কেন্দ্রীয় যুবলীগের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক ও সাধারণ সম্পাদক মীর্জা আজম সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য যুবলীগের সফল সম্মেলনে আমাকে যুক্তরাজ্য যুবলীগের সহ সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

উক্ত সফল সম্মেলনে যুক্তরাজ্য যুবলীগের নির্বাচিত সভাপতি যুবনেতা আনোয়ার উজ্জামান চৌধুরী ও নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক যুবনেতা তারিফ আহমদ এর নেতৃত্বে যুবলীগকে শক্তিশালী করতে আমরা শুধু কার্ডিফে নয় নিউপোর্ট, ব্রিজেন্ড, বৃষ্টল. রিডিং ও সোয়ানসীতে কমিটি গঠন করা সহ বৃটেনের বিভিন্ন শহরে দিনরাত করেছি সভা সমাবেশ ও যুবলীগের প্রচার প্রচারণা. দীর্ঘ দিন তথা প্রায় এক যুগ এই যুবলীগের জন্য প্রবাসের শত ব্যাস্ততার মাঝে ও আমরা সংগঠনকে দিয়েছি সময়।

দলের জন্য খরচ করেছি নিজের কষ্টার্জিত

প্রচুর অর্থ। দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমে সচলায়তনকে এই সংগঠনকে শক্তিশালী করতে বিগত এক যুগ সমগ্র বৃটেনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি প্রতিনিয়ত, কত শত শত ঘন্টা, হাজার হাজার মাইল গাড়ি নিয়ে ঘুরেছি সেই হিসাব কোনো দিন করিনি।

যুবলীগের রাজনীতিতে ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের ২০০৬ সালে ২য় ঐতিহাসিক সম্মেলন উপলক্ষে আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ওয়েলস এর প্রথম স্মারকগ্রন্থ "হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু" নামে একটি ঐতিহাসিক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনা করেছিলাম, এই ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে আমি তিন মাস বাংলাদেশে অবস্থান করে দিন রাত কাজ করতে হয়েছে এবং এই প্রকাশনার প্রিন্ট করতে বাংলাদেশের প্রায় ৫ লক্ষ টাকা খরছ হয়েছিলো।

লকেল নেতৃবৃন্দ থেকে ৩ লক্ষ টাকা কালেকশন হয়েছে। বাকি ২ লক্ষ টাকা আমার পকেট থেকে দিয়েছি।

এই স্মারক গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন পরিচয়, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সময়ের মুল্যবান ছবি, ৭ইমার্চ ১৯৭১ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ, ঐতিহাসিক ছয় দফা, স্বাধীনতার ঘোষণা, মুজিব নগর সরকার, বাংলাদেশ ও ভারতের মিত্র বাহিনীর নিকট পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পন, যুবলীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি, সহ ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নিহত হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ।

হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু"স্মারকগ্রন্থটি নিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান, কেন্দ্রীয় সাবেক সেক্রেটারি সৈয়দ আসরাফুল ইসলাম সাবেক রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ, সাবেক রাষ্ট্রপতি এডভোকেট আব্দুল হামিদ ও সাবেক বিভিন্ন মন্ত্রী এমপি ও দলের শীর্ষ নেতারা ও দেশে বিদেশে বিশিষ্টজনেরা প্রবাস থেকে এত সুন্দর তথ্যবহুল ও ম্যাগাজিন সম্পাদনা করার জন্য ওয়েলস যুবলীগের যখন ভূয়শী প্রশংসা করেছেন।

এটাই যুবলীগের রাজনীতিতে ওয়েলস যুবলীগের একটি বিরাট সফলতা বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।

বিশেষ করে সেনা সমর্থিত ১/১১'র সময় রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তারের মধ্যদিয়ে গণতন্ত্রকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করে তৎকালীন

> বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত যুবলীগের সক্রিয় কর্মী শহীদ নূর হোসেনের রক্তে অর্জিত হয়েছে এদেশের গণতন্ত্র। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও রক্ষায় সংগঠনটির অবদান অনস্বীকার্য।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ২০০৭ সালের ১৬ জুলাই ভোরে ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গনতন্ত্রের মানস কন্যা, মমতাময়ী জননী, দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মকান্ড – নিষিদ্ধ থাকলে ও বিভিন্ন ভাবে শেখ হাসিনার মুক্তি দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে আওয়ামীলীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো। রাজনৈতিক সহ বিভিন্ন দিক থেকেও শেখ হাসিনার মুক্তির দাবি ওঠে।

বিশেষ করে প্রবাসের মাটিতে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগের আন্দোলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করা হয়েছে।জননেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে যুক্তরাজ্য যুবলীগ এর ব্যানারে আমরা বৃটেনের মাটিতে দীর্ঘ প্রায় ১১ মাস দিনরাত সংগ্রাম করেছি। কার্ডিফ থেকে গাড়ি বহরে একাধিকবার লন্ডনের হাইডপার্ক, পার্লামেন্ট ভবন, হাইস অব কমন্স, ট্রাফালগার স্কয়ার', আলতাব আলী পার্ক, সহ ব্রিকলেনের বিভিন্ন মিছিলে সভা সমাবেশে লোকজন নিয়ে গিয়েছি।

প্রতিটি সভা সমাবেশ বক্তব্য পদান সহ শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে শ্লোগানে শ্লোগানে মুখড়িত করে তুলেছি। এদিকে শেখ হাসিনা মুক্তি আন্দোলন কমিটি ইউকে গঠনের মাধ্যমে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রী এমপি, ইউরোপীয়ান পালামেন্ট সদস্য,ও ওয়েলস এসেম্বলি মেম্বারদের সাথে সাক্ষাৎ করা সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সাথে এজ এ কনভেনার হিসাবে একাধিক চিঠির প্রদান সহ লবিং করেছি।

এটা চিরন্তন সত্য বিশ্বময় তথা প্রবাসের মাটিতে প্রবাসী বাঙ্গালীদেরকে নিয়ে আওয়ামীলীগ.যুবলীগ. ছাত্রলীগের আন্দোলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করা ছাড়া ও ক্রমাগত চাপ, আপোষহীন মনোভাব ও অনড় দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপিত বিশেষ কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনে দেশে বিদেশে যুবলীগের অগ্রনী ভূমিকা ছিলো। যাহা সর্বমহলে স্বীকৃত।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে এদেশের যুব আন্দোলনের পথিকৃৎ শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি যে যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আজকের লেখার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে যারা যুবলীগের উজ্জ্বল নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের নাম তুলে ধরতে চাই, ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় কংগ্রেস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে শেখ ফজলুল হক মনি চেয়ারম্যান ও এডভোকেট সৈয়দ আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে আমির হোসেন আমু চেয়ারম্যান ও ফকির আব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালে তৃতীয় কংগ্রেসে মোস্তফা মহসীন মন্টু চেয়ারম্যান ও ফুলু সরকার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কংগ্রেসে শেখ ফজলুল করিম সেলিম চেয়ারম্যান ও কাজী ইকবাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০৩ সালে পঞ্চম কংগ্রেসে এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক চেয়ারম্যান ও মীর্জা আজম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরী চেয়ারম্যান ও মোঃ হারুনুর রশীদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২০১৯ সালের ২৩ নভেম্বর সপ্তম কংগ্রেসে আওয়ামী যুবলীগের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে শেখ মনির জৈষ্ঠ্যপুত্র শেখ ফজলে শামস পরশকে চেয়ারম্যান এবং মাইনুল হোসেন খান নিখিলকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

যুবলীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকারের বিভিন্ন গণমুখী কার্যক্রম সামাজিকভাবে প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে যুবলীগ। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজপথে নেমে আন্দোলন করেছে যুবলীগ। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর খন্দকার মোশতাক, জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের সময় আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়।

স্বাধীনতার পর যুবলীগ জিয়া-এরশাদ-খালেদার স্বৈরাচারী শাসনামলেও অকুতোভয়ে সংগ্রাম করেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন এই ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

দীর্ঘ ২১ বছর আওয়ামী লীগ ছিলো স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রের করতলে। এ সময় আওয়ামী লীগের পাশে থেকে দেশে বিদেশে যুবলীগ এক অন্যান্য ভূমিকা পালন করেছে এবং কেন্দ্র থেকে শুরু করে সারাদেশে যুবলীগের নেতা-কর্মীরা সহ্য করেছে নির্যাতন।

যুবলীগ দেশরত্ন শেখ হাসিনার ভোট ও ভাতের অধিকার আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনসহ প্রতিটি আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুকন্যার প্রধান শক্তি হিসাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে ১০ নভেম্বর একটি অবিস্মরণীয় দিন, ১৯৮৭ সালের এই দিন যুবলীগ নেতা নূর হোসেনের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নূর হোসেন তার বুকে ও পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' স্লোগান লিখে এই দিনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৫-দলীয় ঐক্যজোটের মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত যুবলীগের সক্রিয় কর্মী শহীদ নূর হোসেনের রক্তে অর্জিত হয়েছে এদেশের গণতন্ত্র। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও রক্ষায় সংগঠনটির অবদান অনস্বীকার্য।

ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনটির একবারকার যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ আজ কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পরিণত হয়েছে।

১৯৭১ ও ৭৫-এর সেই ষড়যন্ত্রকারী ও হত্যাকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ও দেশী বিদেশি চক্রান্তকারীদের সাপোর্টে অগণতান্ত্রিকভাবে একটি অবৈধ ও অসাংবিধানিক সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে।

দেশের জনগণের ইচ্ছা-অভিলাষের প্রতি তোয়াক্কা না করে তারা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। একটি আন্দোলনকে হস্তগত করে তার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভূ-লুণ্ঠিত করছে।

বাংলাদেশে আজ মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি নেই, বাংলাদেশে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই।

অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করা ইউনুস সরকার গত ৫ ই অগাষ্ট থেকে ৮ ই অগাষ্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সমস্ত নেতাকর্মী, বাংলাদেশের বসবাসরত হিন্দু, খৃষ্ঠান, বৌদ্ধ এবং বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনীর উপর নির্মম গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মত আন্তর্জাতিক অপরাধ সংগঠিত করে যেখানে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা, ধর্ষন, দেশ ত্যাগে বাধ্য এবং লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি, সম্পদ ইত্যাদি বিনষ্ট করা হয়।

ভূয়া মামলা দিয়ে আওয়ামী লীগে যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ স্বাধীনতার স্বপক্ষের হাজার হাজার নেতাকর্মীদের গণ-গ্রেফতার করা হচ্ছে। আদালতে নেই কোন নিরাপত্তা। গ্রেফতারকৃতদের পক্ষে কোনো আইনজীবীদের দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছেনা, অনেক আইনজীবীকে আদালত প্রাঙ্গনে মারধর করা হয়েছে।

অপরদিকে এই অবৈধ সরকার ক্ষমতা নিয়েই সব শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। আজ ঢাকা শহর সহ সাড়া বাংলাদেশে হত্যা, ছিনতাই, অরাজকতা, দখল ও ডাকাতির নগরী হিসাবে পরিণত হয়েছে।

দেশের জনগণের ইচ্ছা-অভিলাষের প্রতি তোয়াক্কা না করে তারা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। একটি আন্দোলনকে হস্তগত করে তার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভূ-লুণ্ঠিত করছে।

এদিকে বর্তমান সরকার কর্তৃক ৮ টি জাতীয় দিবস বাতিলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, বাঙালি জাতির সকল সংগ্রামের সারথি ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করে অর্পিত প্রজ্ঞাপন এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে চলছে বিশ্বময় সভা - সমাবেশ। এধরণের প্রতিটি সভায় স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির যে কোনো ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করার জন্য স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তিকে প্রস্তুত থাকতে হবে বলে বক্তারা অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে এই অবৈধ ও অসাংবিধানিক সরকার পক্ষপাতদুষ্টভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধেকে নির্বাসিত করছে। ক্ষমতা কুক্ষিগতকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে আওয়ামী লীগসহ গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল মানুষদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাচ্ছে। এই অবৈধ সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নির্বিচারে গণহত্যা ও বাছ-বিচারহীনভাবে গণগ্রেফতার চালানো হচ্ছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তা গণহত্যার শামিল। সরকারের প্রত্যক্ষ সারা দেশে মব সন্ত্রাস চালিয়ে ভিন্নমত দমনের নিকৃষ্ট অপকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক, মানুষের জানমালের কোনো নিরাপত্তা নেই।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠলেও সরকারের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। খাদ্য মূল্যস্ফীতি স্মরণকালের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। যেহেতু সরকারের কোনো আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈধতা নেই সেহেতু জনসাধারণের প্রতি তারা কোনো দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করছে না। বরং কেউ কোনো নাগরিক দাবিতে সোচ্চার হলে সরকার বেআইনিভাবে ক্ষমতা প্রদর্শনের একটা অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী অগণতান্ত্রিক এই গোষ্ঠীর মতিভ্রম হয়েছে। ফলে তারা রাষ্ট্রে ও সমাজে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করে গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে এবং অভূতপূর্ব নৈরাজ্যবাদ কায়েম করেছে।

ফ্যাসিস্ট ফ্যাসিস্ট মুখে বুলি তুলে, এখন সমগ্র বাংলাদেশে গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে পাহাড় পর্বত সমতলে ফ্যাসিস্ট, ফ্যাসিস্ট দের রাজত্ব কায়েম হচ্ছে, ফ্যাসিস্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে, বৈষম্য বৈষম্য বিরোধিতা করে এখন সমগ্র বাংলাদেশে বৈষম্যের দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে। দুর্নীতি দুর্নীতির দোহাই দিয়ে এখন দেশের মভ জাস্টিস করে সরকারি কর্মস্থলে নিয়োগ পত্রে, আমদানি রপ্তানি,শিল্প বাণিজ্য, পুঁজিবাজারে শেয়ার মার্কেটে দুর্নীতির আঁতুড় ঘর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, মানবাধিকার মানবাধিকার বলে চিল্লাচিল্লি করে এখন মানবাধিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে দেশের সাধারণ মানুষ প্রাপ্ত মানবাধিকার থেকে, ন্যায়বিচার ন্যায়বিচার আইনের শাসন আইনের শাসন বলে কাঁদতে কাঁদতে এখন বিলুপ্তির পথে আইনের শাসন, দেশে নেই কোন আইনের শাসন, ইউনুস সরকারের নেই কোন বাস্তবমুখী আইনের শাসন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করার, বাস্তবায়নের লক্ষণীয় উদ্যোগ বা কোন পদক্ষেপ, মিথ্যা মামলা মামলা হামলায় অভিযুক্ত করে,মামলা হামলা বাণিজ্যের মহা উৎসব চলছে, দেশের সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কোটকাচারী আদালত প্রাঙ্গনে বিচারাধীন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করে বৈষম্যের দেয়াল তৈরি করে ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সধারণ জনগণের উপর বৈষম্যের দেয়াল সৃষ্টি করা হচ্ছে । সাধারণ জনগণ বুঝতে পেরেছে এই সমস্ত মুখের বুলি এখন রাজনৈতিক সুবিধাভোগী, রাজনৈতিক দলের সুবিধাবী এজেন্ডা দের ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় গদি টিকিয়ে রাখার, ক্ষমতার চেয়ার টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশ শুধু মগের মুল্লুক নয় বাংলাদেশ এখন মবের মুল্লুকে পরিনত হয়েছে। ফ্যাসিস্ট মব জাষ্টিস এর ফ্যাসিস্ট রাজ্যে পরিণত করছে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে সঠিক পন্থায় আনতে হলে গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী জনগণকে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং এই অগণতান্ত্রিক অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চলমান রাখতে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রবাসী ও দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের ধারা সমুন্নত রাখার মানসে প্রাণের বাংলাদেশকে নিয়ে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে তাহা মোকাবিলা করে সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেশে বিদেশে বসবাসকারী সকল যুবলীগকে দেশরত্ন শেখ হাসিনার একজন ভ্যানগার্ড হিসাবে বিশ্বব্যাপি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে এই হোক সকল যুবলীগারদের একবারকার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দীপ্ত শপথনামা।

শুভ জন্মদিন যুবলীগ, জয়তু যুবলীগ, জয় বাংলা,

জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক. জয় হোক মানবতার।

দেবী না পরিণীতা

কাকন রেজা

রাতটা একা থাকে এবং নিঃসঙ্গ
অন্ধকার মানে রাত;
তাহলে অন্ধকার নিজেও একা
জমে দোটানা সংঘাত!

চিৎকার শীৎকার হোক
যুদ্ধ হোক, বিনা রক্তপাতে;
থেমে থাকা সময় চলুক
প্রত্যাঘাত ও অভিসম্পাতে!

দেবী সেও বিনাশীনি
ত্রিশূলে কিংশুক একাকার;
তোমাকেও দেবী মানি
জিঘাংসায় প্রণত সংহার!

শক্তিরূপীনি তুমি, জানি তো
সর্বময় বিনাশের রূপ;
রাখি গিলোটিনে গলা
ত্রিশূলের আঘাতে নিশ্চুপ!

কতটা পরীক্ষা চাও বলো
পুরুষও হয়েছে আজ সীতা;
পাথর প্রতিমা তুমি, দেবী
হওনি কখনো তো পরিণীতা।

দেখা দাও পারিন্দা আমার

সাকিব জামাল

জলগঙ্গায় নাঁচে পদ্মফুল আপন সৌরভে।
কলির বিসর্জনে চাঁদ পূর্ণরূপ যেদিন
কথা ছিল সেদিন হবে বসন্ত আমাদের!
অথচ বিচ্ছেদে ঘূর্ণিরত দেহ এখনও,
ক্লান্তি নামে যখন নুয়ে পড়া
এই মাটির বুকে প্রেম জাগে ভীষণ!
ডাকি তোমাকে, বিরামহীন।
পারিন্দা আমার, নৈঃশব্দ্য আর সহে না পরানে,
প্রবাহিত ঝর্ণার স্রোতে নিভিয়ে দাও-
হৃদয়ে বয়ে বেড়ানো জাহান্নামের আগুন!

উষ্ণতার বিভবে মত্ত আমি

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

উষ্ণতার অলৌকিক বিভব
টের পাই বোধের পরতে।
উষ্ণতার আবেশে ঋদ্ধ আমি।
একেবারেই ডুবে গিয়েছি
উষ্ণতার মায়াচন্দ্রিমায়! আহা উষ্ণতা!

নিজেকে চূড়ান্ত সাফ ক'রে
উঠে আসি শুচিকৃত সত্তাসমেত।
যেন পাপ, স্খলন, আবর্জনা যত
সমস্ত বাজে বিষয়গুলো
আমার অস্তিত্ব থেকে আলাদা হয়ে গেছে।
বাস্তবিক, উষ্ণতা এখন টের পাই!

এ উষ্ণতা উত্তাপের। এ উষ্ণতা আলোর।
এ উষ্ণতা অনুভবের। এ উষ্ণতা জীবনের।

এ উষ্ণতার বলয়ে নেই মৃত্যুর মহড়া।
এ উষ্ণতার পটে নেই আঁধারের ঝলকানি।
এ উষ্ণতা হিমশীতল ক'রে দেয় না
স্বপ্নের কণাগুলোকে।

এ উষ্ণতার সামগ্রিক সমন্বয়ে
আবার জেগে উঠেছি আমি।
জেগে উঠেছে আমার জগত।
এবং এই উষ্ণতাকে নিয়েই
এই আমি বেঁচেবর্তে থাকতে
সৃষ্টির যত আয়োজনে।

অধরা

ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ

কবির অনুভূতি কী পুরোপুরি প্রকাশিত হয়-
ভাব-ভাষা-ছন্দের টুকরো কবিতায়?
ভাব কতটুকু ধরতে পারে চিন্তাকে
ভাষা কতটুকু ছুঁতে পারে ভাব
ছন্দ কতটুকু বাঁধতে পারে ভাষাকে
কোথাও কী থাকবে না একটু অভাব?
হৃদয়ের সমস্ত মূর্ছনাকে কী গায়ক,
তার গানে প্রকাশ করতে পারে?
চিত্রকরের সবটুকু কল্পনা কী রূপ পায়-
তার আঁকা ছবির ভিতরে?
কোনো মা কী কথায় প্রকাশ করতে পারে,
মাতৃত্বের সবটুকু অনুভূতিকে?
সারা জীবনেও ঠিক চিনে ওঠা যায় কী,
খুব কাছের মানুষটিকে?
সে কী চায়, আর কতটুকু চায়,
কতটুকু হলে শান্তি পায়-
সত্যি সত্যি জীবনটা থেকে;
সবটুকু কী বোঝা যায়?

মুখোশের চিহ্ন এঁকে যাই

রুদ্র সাহাদাৎ

মুখোশের চিহ্ন এঁকে যাই
প্রতিমুহূর্ত কাগজের পাতায় পাতায়
বাস্তবেও ঠিক তাই
যতোবার করে ডাইনে যেতে চাই
বামে গিয়ে পথ হারাই।

হারজিৎ- আশাহীন মানুষের গল্প
পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা সবচেয়ে বেশি
হাসতে গিয়েও মানুষ কাঁদে
কেউ কারোটা তেমন কেউ বুঝে না
সময় অসময় স্বার্থচিন্তা
-ব্যস্ত মানবজনম।

আস্তাগফিরুল্লাহ

লুনা রাহনুমা

এমন দিনও আসে, দিন না ফুরোলেই ভালো লাগে।
এমন মুহূর্তও আসে, যোগাযোগহীনতাই হয়ে ওঠে
সবচেয়ে উপভোগ্য ভাব-বিনিময় মাধ্যম।

এমন একটাও মুহূর্ত আসে না, তোমাকে ভাবি না,
এক্ষুনি চাই- দাবিতে হৃদয় সোচ্চার হয় না।
তবু; এমন দিনও আসে, নৈঃশব্দের জোয়ার ভেঙে
জেগে ওঠে অনুরাগের দরিয়া।

এমন দিনও আসবে ভাবিনি কোনোদিন,
একটা মুখ ছুঁয়ে দেখতে চাইলে আমাকে শুনতে হবে:
আস্তাগফিরুল্লাহ!

শ্রান্ত পথের বালি

মৌসুমী পুলেন

কতটা অপেক্ষা নিয়ে নিঃসীম অন্ধকারের বেলাভূমে
একলাটি পথ হাঁটি
জীর্ণ বাতাসে লোবানের গন্ধ ফেরী করে সময়,
ও সুখ সাইরির নদী, একটা জগৎ
দেখাও তাতে চাষ করি
প্রেমের অনিরুদ্ধ ঢেউ মোহময় অরুন্ধতী।
ও বিশ্ব প্রেমিক, তোমার পাথুরে চোখ থেকে খসে যাচ্ছে
স্বেত শুভ্র চুনের
কারুকাজ বলয় থেকে হারিয়ে যাচ্ছে জালালী কবুতর
তুমি এখনো দেশলাই জ্বালাও
বিজ্ঞ সেনাপতির সাথে।
আমি ক্লান্ত সৈনিক লুফে নিই পোড়া রুটি,
রুটির মাঝখানে ঝলসে ওঠে-তামার পৃথিবী।

স্মৃতি বিস্মৃতির সারি

আশরাফুল কবীর

দিন থেকে ক্রমেই হয়ে যাচ্ছে রাত
এ যেন রাতের আকুল প্রার্থনা
সাত নম্বর গলিতে আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে একটি
নিস্পন্দ ল্যাম্পপোষ্ট তার ক্ষয়ে যাওয়া আলো নিয়ে;
কালে-কালে মহল্লায় হয়েছে বেশুমার পরিবর্তন

এ তিমিরের ভাষা বুঝি কোনো পাখি বুঝে না
কান পাতলে ভেসে আসে কিছু অবোধ্য হিজিবিজি
কিচিরমিচিরের বদলে বুলি ফুটিয়ে হেঁকে চলে কিছু
মর্মঘাতী চিৎকার।
ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে থাকে রাতের স্বতন্ত্র কর্মযোগ
সুবহ সাদেকের টানে —

কিছু কথা বিলীন হয় কিছু মনে জমে থাকে, তবুও
স্বতঃস্ফূর্ত পা টেনে নিয়ে চলে হাজার বছরের পুরনো
স্রোতে— ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ইট-সুরকির এ লেনে।

যুগান্তরের আগুন ডানায় মাখবে বলে

ইফাদ ইমতিয়াজ অয়ন্ত

সৃষ্টি-ধ্বংস অথবা ধ্বংস-সৃষ্টির খেলায় উন্মাদের মতো
মেতে ওঠ, যেন ইশ্বরের আদুরে প্রশ্বাস তোমার রক্ত-
মাংসের গন্ধে মোহিত হয়।
তুমি কী ভুলে গেছ,
তোমার আদিম তুমি তোমার সমান্তরালে দাঁড়িয়ে
মহাকালের সেতুর উপর কয়টি লাশ রেখে গিয়েছিল?
শেষ লাশটির পঁচা হিউমাসের গন্ধ তোমাকে তৈরি করেছে।
মডার্ন সিভিলাইজেশনের কীটনাশক তোমার মগজকে
চিংড়ির খোসার মতো কচ কচ করে চিবিয়ে গিলছে,
তাইতো তুমি ভুলে গেছ মহাকালের সেতু বাঁধার গল্প।
পলিশ মুখোশের ভিড়ে তোমার ঘামে জমজমা দেহের
বিদ্রোহ আজ হাঁসফাঁস করছে।
মহাকালের সেতুর উপর প্রকৃতি সমবেগে ছুটে চলেছে;
ঠিক যেমন তোমার সাপেক্ষে তোমার অতীতে অথবা
ভবিষ্যতের সাপেক্ষে তোমার বর্তমানে।
রঙিন সানগ্লাসটি খুলে চারিদিকে তাকাও,
ভবিষ্যতের গল্পেরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে
যুগান্তরের আগুন ডানায় মাখবে বলে।

অন্তরীক্ষ

বশির আহমেদ

জীবনের রোজনামচায় অনেকদিন ধরে লেখা হয় না
ফুলের কথা,
আজ শিউলি ঝরা ভোরে স্পর্শ করেছে শিশিরের প্রেম।
নিজেকে কখনো নিজের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখিনি,
জীবন অত্যন্ত ছোট!
ক্ষোভের আগুন হঠাৎ নিবৃত্ত করে দেয় বিনয় প্রসূন।
বুনোফুলের মাঝে কোন প্রতিযোগিতা নেই,
ঝোপ জঙ্গলে স্বমহিমায় উন্মেষ ঘটায় নিজের পরিচয়।
এক জীবনে কিছু আর চাওয়ার নেই,
মুঠো মুঠো ভালোবাসা ছাপিয়ে গেছে হৃদয়ের অন্তরীক্ষ।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTRACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight HealthSystem
Anthem.
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW:
718-516-3425

A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

M & N HOME CARE

Best pay rate in the industry

CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99

SNAP BENIFITS

HOUSING Assistance

CASH Assistance

Upto $ 21.282.68

Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.

শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP

ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY TOP 10 LAW FIRM 2022

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
14 November 2024, Thursday, Issue 400

১৪ নভেম্বর ২০২৪, ২৯ কার্তিক ১৪৩১, ১২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবিতে রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) স্বাস্থ্য উপদেষ্টার গাড়ি আটকে সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে আহতরা।

জুলাই আন্দোলনে আহতদের তোপের মুখে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

পঙ্গু হাসপাতাল

আহতদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্টরা আন্দোলনে আহত সবার চিকিৎসার খোঁজখবর নেননি, চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তাও তাঁরা পাননি।

ঢাকা অফিস

দায়িত্ব নেওয়ার দুই মাসের মধ্যে আবার হেনস্তার শিকার হলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। এবার তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (নিটোর)। এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিক্ষুব্ধ আহতদের অভিযোগ, উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টরা আন্দোলনে আহত সবার চিকিৎসার খোঁজখবর নেননি; অভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসায় ফাউন্ডেশন হলেও আর্থিক সহায়তা তাঁরা পাননি।

গতকাল দিবাগত রাত ১২টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিক্ষুব্ধরা হাসপাতালের সামনের সড়কে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা রাত ১০টার মধ্যে স্বাস্থ্য, তথ্য, সমাজকল্যাণ ও ক্রীড়া উপদেষ্টাকে উপস্থিত হওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। রাত ৯টার দিকে এই আলটিমেটাম দেওয়া হলেও বুধবার দিবাগত রাত সোয়া ২টার পর পঙ্গু হাসপাতালের গেটে যান চার উপদেষ্টা। পরে তাঁদের আশ্বাসে সড়কে অবস্থান থেকে হাসপাতালে ফিরে যান আহতেরা।

উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ও মাহফুজ আলম।

এর আগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে আওয়ামী লীগের সময় দায়িত্বরতদের অপসারণ না করায় গত ১৯ আগস্ট রাজধানীর মহাখালীতে ডিএনসিসি হাসপাতাল পরিদর্শনে গেলে বিএনপিপন্থী চিকিৎসকেরা উপদেষ্টাকে হেনস্তা করেন।

নিটোর সূত্র বলেছে, গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম নিটোর পরিদর্শনে যান। তাঁরা চতুর্থ তলার পুরুষ ওয়ার্ডে এক ঘণ্টার বেশি সময় পরিদর্শন করেন। এরপর বেরিয়ে যাওয়ার সময় তৃতীয় তলার ওয়ার্ডে থাকা আহতদের দেখতে না যাওয়ায় তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নিচে নেমে বিক্ষুব্ধরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি গাড়ি আটকে দেন। এ সময় গণ-অভ্যুত্থানে আহতরা জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে অর্থ সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ তোলেন। ব্যাপক তোপের মুখে বেলা পৌনে ১টার দিকে দ্রুত হাসপাতাল প্রাঙ্গণ ছাড়ার চেষ্টা করেন উপদেষ্টা ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার। তবে বিক্ষুব্ধরা তাঁদের গাড়ি ঘিরে আটকে দেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র বলেছে, উপদেষ্টা ও ব্রিটিশ হাইকমিশনারের গাড়ির সামনে একজন বসে পড়েন। গাড়ির ছাদে উঠে পড়েন একজন। বিক্ষুব্ধরা গাড়িতে কিল-ঘুষিও মারেন, নেমে আসতে বলেন চালককে। পরে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ও ব্রিটিশ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

১০ লাখ ডলারের বেশি ব্যয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রাথমিক হিসাবে ১০ লক্ষেরও অধিক ব্যয় হয়েছে বলে ধারনা নিউইয়র্কে সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে। এরমধ্যে নির্বাচন কমিশনের ব্যয় দুই লক্ষাধিক, বিজয়ী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের চার লক্ষাধিক আর বিজিত 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের নির্বাচনী ব্যয় হচ্ছে তিন লক্ষাধিক ডলার। সংশ্লিষ্ট সূত্রের প্রাথমিক হিসেবে এই তথ্য জানা যায়। এদিকে নির্বাচন কমিশন ৬ নভেম্বর বুধবার নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, গত ২৭ অক্টোবর রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির দ্বি-বার্ষিক (২০২৫-২০২৬) নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে 'সেলিম-আলী' প্যানেল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে।

বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

টক অব দ্য উইকে আলোচনা

'আমেরিকান ভোটাররা যোগ্যতা দেখে ভোট দিয়েছে'

সোহানা নাজনীন

৮ নভেম্বর, শুক্রবার, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে নব নির্বাচিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে নানামুখী আলোচনা ও সমালোচনায় যুক্ত হয়েছিলেন, রাজনীতিবিদ নাসির খান পল, সিনিয়র সাংবাদিক হেলাল উদদীন রানা, সাংবাদিক ও কলামিস্ট কাকন রেজা।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন, এইচ বি রিতা। উপস্থাপনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন। সাথে আরো ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন।

কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া নিয়ে দেশ বিদেশে জনমনে প্রশ্ন ও উদ্বেগও রয়েছে। এবারের 'টক অক অফ দ্য উইক' এর আলোচনার বিষয় ছিল এসব।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের জিতে যাওয়া এবং দুই দুইবার যুক্তরাষ্ট্রে কোনো নারী

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সরকারি অনুদান

বাসা-বাড়ি এয়ার কন্ডিশন্ড করার সুযোগ দিচ্ছে গ্রি মেকানিক্যাল ইয়াংকার্সে

উত্তর আমেরিকা অফিস

তোফায়েল চৌধুরী লিটন

নিউইয়র্কে সরকারি অনুদানে বাসা-বাড়িতে অত্যাধুনিক এয়ার কন্ডিশন্ড স্থাপন করে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গ্রি মেকানিক্যাল ইয়াংকার্স। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার ও মূলধারার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন জানিয়েছেন, বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি থেকে প্রতি পরিবারকে ৮ থেকে ১০ হাজার ডলার রিবেট দেওয়া হচ্ছে। নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দারা গ্রি মেকানিক্যাল ইয়াংকার্সের মাধ্যমে নিজ বাসায়, এমনকী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক ও পরিবেশসম্মত হিটিং ও কুলিং সিস্টেম লাগিয়ে নিতে পারেন। পরিবেশসম্মত এ হিটিং এন্ড কুলিং

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

Immigrant Elder Home Care LLC

বিস্তারিত দেখুন ১৮ পৃষ্ঠায়

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com